কালিন্দী

(নাট্যনিকেতন ও ষ্টারে অভিনীত)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শুভ উদ্বোধন

ষ্টার—১লা জুলাই, বৃহস্পতিবার ১৯৪৮

কাত্যায়নী বুক ষ্টল

২০৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৪৮ সালে কালিন্দী উপন্যাসের নাট্যরূপ, নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। নাট্যনিকেতনের তখন ভগ্নাবস্থা, কোনরূপে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মঞ্চস্থ হল—কিন্তু পঁচিশ রাত্রির পরেই একদা মামলা-মকদ্দমা-সংক্রান্ত কারণে নাট্যনিকেতন প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হ'ল। যখন অভিনীত হয়, তখন নাটকটির কিছু কিছু দুর্বলতা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু তখন তা সংশোধনের আর উপায় ছিল না। বিশেষ করে প্রথম অঙ্ক এবং পরবর্তী অঙ্কগুলির সময়ের ব্যবধানই (পঁচিশ বৎসর) নাটকাভিনয়ে শুধু অসুবিধার সৃষ্টি করে নাই—এই দুই অংশ [illegible]ড় খেত না। অনেকদিন থেকেই একটি নূতন নাট্য[illegible] আমার ছিল। সময়াভাবে হয়ে ওঠেনি। অকস্মাৎ [illegible]ারের নাট্যকার-পরিচালক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত আমার কাছে এই নাটকখানি অভিনয় করবার প্রস্তাব করায় আমি সানন্দে অনুমতি দিই এবং তাঁকেই নাটকখানি সংশোধন করে নিতে বলি। তিনি যে নাট্যরূপ দেন—তা আমাকে দেখান—তারও আমি কিছু বদল করি—কিছু নূতন ঘটনাও যোগ করে দি। যেমন রাধারাণীর কঙ্কণ, সারার মৃত্যু ইত্যাদি। পরে বইখানিকে নূতন করে নাটকাকারে ছাপাবার সময় আরও অনেক পরিবর্তন হ'ল। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য কল্পনাটি মহেন্দ্রবাবুর—সেটিকে অবশ্য নাটকে আমি নূতনভাবে লিখেছি। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য (ষ্টারের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য) আমার মূল নাটকের একটি দৃশ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। মহেন্দ্রবাবু তার উপর একটি বিশেষ রূপ আরোপ করেছেন। আমার নাটকে ওটি তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য। ওটিতে আমি আরও কিছু পরিবর্তন

ঘটিয়েছি। যথা—বিবাহের ফুলশয্যার রাত্রে অহীনের চলে যাওয়াটা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক, ভাবাবেগকে কঠিন আঘাত দিয়ে লাগানো হয় বলেই আমি ওর পরিবর্তন ক'রে ইঙ্গিতে অহীনের রাত্রিযাপন দেখিয়েছি। অভিনয়ের নাটকের সঙ্গে অনেক পার্থক্য রয়ে গেল এই নাটকের। এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অভিনয়ের নাটকের সঙ্গে পার্থক্য থাকলেও ষ্টারে নূতন করে অভিনয় হওয়ার জন্যই এই নবনাট্যরূপ প্রকাশের সুযোগ ঘটল। এই কারণেই ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ, অভিনেতা অভিনেত্রীবর্গ বিশেষ করে নাট্যকার- পরিচালক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
আশ্বিন ১৩৫৫

তারা[redacted]্যোপাধ্যায়

পরম পূজনীয়

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

লাভপুর, বীরভূম }

১৩৪৮ সাল }

পাত্রপাত্রী

রামেশ্বর চক্রবর্তী	—	রায়হাটের জমিদার
ইন্দ্ররায়	—	রায়হাটের জমিদার, রামেশ্বরের শ্যালক
মহীন্দ্র	—	রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র
অহীন্দ্র	—	রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র
অচিন্ত্য		পেন্‌শনপ্রাপ্ত বয়স্ক ভদ্রলোক
মিঃ মুখার্জী		চিনির কলের মালিক
যোগেশ মজুমদার	—	চক্রবর্তী বাড়ীর গোমস্তা পরে
	—	কলের ম্যানেজার
শূলপাণি	—	রায় বংশের এক সরিক
শ্রীবাস পাল	-	চাষী মহাজন
ননী পাল	—	জনৈক চাষী
কমল মাঝি	—	সাঁওতালদলের সর্দার
ডাক্তার	—	সারীর বাগদত্ত স্বামী

পুলিস ইনস্পেক্টর পাইক প্রভৃতি

স্ত্রী চরিত্র

সুনীতি	—	রামেশ্বরের স্ত্রী
হেমাঙ্গিনী	—	ইন্দ্ররায়ের স্ত্রী
উমা	—	ইন্দ্ররায়ের কন্যা
সারী	-	কমল মাঝির নাতিনী
মানদা	—	চক্রবর্তী বাড়ীর ঝি

সাঁওতাল তরুণীগণ

শ্রীনবকুমার নরাই

কালিন্দী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেয়েদের গান

[illegible] হাওয়ায় পলাশ বনে ফুল ফুটিল
[illegible] -রে ফুল কে ফুটালে ?
[illegible] আঙিনাতে রক্ত ছড়ালে—বাস ছুটালে।
[illegible] ও-রে ফুল কে ফুটালে ?
উরুর—উরুর—উরুর।
ধিতাং ধিতাং ধিতাং।

(খিল খিল করিয়া হাসি)

পুনরায় গান ধরিল

ময়ূর গুলান পেখম ধরেছে
নীল আকাশে হাঁস উড়েছে—
নদীর ধারে চলগো সবাই খুঁজে দেখিব
বাঁশীতে কে সুর উঠালে !
বাবরী চুলে পালক গোঁজা
কষ্টি কালো কে,
আমাদেরই মন মাতালে।

[অন্ধকারের মধ্যে জ্বলিল নীলাভ আলো, তারপর ফুটিয়া উঠিল পূর্ণ আলো
—দৃষ্ট হইল চর। শরবনের অন্তরালে সাঁওতাল মেয়েদের গান
শোনা গেল। তাহারা কলসী মাথায় চলিয়া গেল জল
আনিতে, তাহার পর প্রবেশ করিল
অহীন এবং রঙলাল।]

রঙলাল। এই দেখেন দাদাবাবু চর। কালের ভগ্নী কালিন্দী ওপারে জমি খেয়ে এপারে ওগরালে। (খানিকটা মাটি তুলিয়া লইয়া) দেখেন না কেনে মাটি। সোনার মাটি—চন্দনের পারা। এ মাটির লেগে চাষীরা খেপবে না দাদাবাবু ?

অহীন। (চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল স্বপ্নাবিষ্টের মত) আচ্ছা আগে নাকি এই চরের ওপরেই ছিল কালিন্দীর গর্ভ ?

রঙলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক এই, চ[illegible] এখন যেখানে নদী সেখানে ছিল রায়হাটের জমি।[illegible]রেম জমি ছিল। তুত পাতার চাষ হ'ত, আলু হ'ত, আখ হ'ত। নদীর ঘাট থেকে গেরাম ছিল এক পো রাস্তার ওপর।

অহীন। তুমি দেখেছ ?

রঙলাল। এই শ্যাখেন দাদাবাবু কি বলেন শ্যাখেন। আমার যে তখন পেরথম জোয়ান বয়েস দাদাবাবু! আপনকার পিতার বয়েস তখন আপনকার মতন। কি চেহারা! কি সে চুলের বাহার! কি সে গানবাজনা। আঃ—আপনাদের বাড়ী সন্ধ্যে থেকে ইন্দ্রভুবন। ঝলমল করতো আলো। হা-হা ক'রে হাসি। আঃ, সেই মানুষ কি হয়ে গেলেন—কি মাথা, কি বুদ্ধি—সেই মানুষ পাগল হয়ে গেলেন, আঃ— !

অহীন। তুমি চরের কথা বল রঙলাল।

রঙলাল। (মুখের দিকে চাহিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ। রায়হাটের তখন বাড়বাড়ন্ত। আপনকাদের সঙ্গে ছোট রায় হুজুরের তখন কত ভালবাসা, একসঙ্গে আদায়—

অহীন। সে জানি রঙলাল। আমার বড়মা ছিলেন ছোটরায়ের সহোদরা। তিনি—(সে স্তব্ধ হইল)

রঙলাল। আহা, দাদাবাবু মনের দুঃখে সোনার প্রতিমে কোথায় যে চলে গেলেন। সন্তানের শোকে—আহা-হা। সদল বদল সন্তান দোলনার ওপর মরে পড়ে রইল—শোক সামলাতে পারলেন না, এই চরের উপর দিয়ে চলে যেয়েছিলেন তিনি। সকালে এই চরের বালিতে কুড়িয়ে পাওয়া যেয়েছিল তাঁর হাতের একগাছা কাঁকনি।

অহীন। ওসব কথা যাক্ রঙলাল, এখন তোমাদের কথা বল। তোমরা চ[illegible]রছ। চর উঠেছে অনেকদিন। এতদিন দাবী কর[illegible]। বল কেন করছ ?

রঙলাল। [illegible] করছেন দাদাবাবু ?

অহীন। না, রাগ করি নি। কথাটা জানতে চাচ্ছি। হঠাৎ এ দাবী তুলছ কেন ? চর তো পড়েই ছিল—

রঙলাল। আমাদের চোখ ফোটে নাই দাদাবাবু। জঙ্গলে-ভরা সাপ খোপ জানোয়ারের আস্তানা চর দিয়ে কেউ আমরা এতদিন হাঁটিই নাই। সাঁওতালেরা এসে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলে। এই দ্যাখেন না কেনে কেমন আলু ফলিয়েছে বেটারা। এক পোর তো কম হবে না এক একটা। ছোলার ঝাড় দেখুন—কি বাহারের ফসল! আমরা চাষী মানুষ। এমন জমি! তা ছাড়া ওপারে আমাদের জমি খেয়েই তো এপারে চর উঠেছে দাদাবাবু!

অহীন। বুঝলাম যুক্তি তোমার সারবান। কিন্তু আইন কি তাই শুনবে ?

রঙলাল। আইনের বিচার আর ধর্ম্মবিচার তো এক নয় দাদাবাবু। তা হ'লে তো আমরা—(সে থামিয়া গেল)

অহীন। তা হ'লে তোমরা ছোট রায় মশায়ের কাছে যেতে কেমন?

রঙলাল। (একটু মাথা চুলকাইয়া) আজ্ঞে, তিনিও তো খামচ তুলেছেন। ধর্ম্মবিচারে এ চর আপনকাদের। আর আপনকাদের কাছেই ধর্ম্মবিচার পাব—এ আমরা জানি!

অহীন। এ চর আমাদের ঠিক জান রঙলাল?

রঙলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ। ধর্ম্মত আপনকাদের, আইনেও আপনকাদের। রায়হাটের যে কূল ভেঙেছে কালিন্দী, তার পেজা ছিলাম আমরা—সে ছিল চক্রবর্ত্তীবাড়ীর নির্দ্দিষ্ট চক রাঘবপুর। আবার এপারে চর উঠেছে—সেও উঠেছে আপনকাদের নির্দ্দিষ্ট চক আফজলপুরের সামিল হয়ে।

অহীন। ও পারেও ভেঙেছে কালিন্দী [illegible] এ পারে গড়েছে তাও দিয়েছে আমাদের! কালিন্দীর [illegible]

(স্তব্ধ হইল)

রঙলাল। এই ঠিক বলেছেন দাদাবাবু—ঠিক বলেছেন। খেলা—কালিন্দীর খেলা। ঠিক খেলা, ঠিক—ঠিক। আমাদের মেয়েগুলো যেমন নদীর ঘাটে এসে ভিজে বালি নিয়ে খেলে—ঘর গড়ে, দোর গড়ে, আবার হঠাৎ ওঠে, কি মনে হয়, লাথি মেরে ভেঙে দেয়—বলে হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙলাম, তেমনি—ঠিক তেমনি। ওপার ভাঙল, এপারে এসে মাটি, বালি, খড় কুটো এসে জমা করলে—শামুক-গুগলি—

অহীন। সরে এস রঙলাল—সরে এস।

(হাত ধরিয়া সে তাহাকে টানিল)

রঙলাল। কি দাদাবাবু ?

অহীন। কাশবন দুলছে। কি যেন নড়ছে।

(ওদিকে গোলমাল উঠিল)

নেপথ্যে। কাঁড়! কাঁড়। শড়কী নিয়ে আয় শড়কী!

২য় জন। হাঁকো পাঁকো। হাঁকো পাঁকো।

মেয়ে। আয় বাবা গো! অ—জো—গর—! ইয়া চিতি!

অহীন। সাপ! সবে এস রঙলাল!

রঙলাল। পালিয়ে আসুন দাদাবাবু। পালিয়ে আসুন।

(অহীন বন্দুকটা তুলিয়া ধরিল)

ওরে বাপরে! ইযা চিতি! ওরে বাপবে।

(পলায়ন)

(বজমধ্যে [illegible] একটা তীর, দুইটা শডকী চলিয়া গেল। অহীন বন্দুকের আওয়াজ করিল। তারপব সে চলিয়া গেল রঙলালের পিছনে। ওদিকে কলরব বেশী উঠিল। ইতিমধ্যে প্রবেশ করিল সারী। সে গান গাহিতে গাহিতে আসিল)।

গান

অজোগরের মাথার মাণিক কে দিবে এনে গো

কে দিবে এনে গো—কে দিবে এনে।

রাজার বেটা ধেনুক বাণ নিয়ে এল বনে গো

নিয়ে এল বনে গো—নিয়ে এল বনে।

থিতাং থিতাং থিতাং থিতাং থিতাং রে!

উরুর উরুর থিতাং রে!

সাপের মাথার মাণিক নিয়ে গাঁথি গলার হার গো
আবার কেনে শুধাও তুমি আমি বটি কার গো
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং
উক্কর উক্কর ধিতাং রে।
রাজার ঘরের পাশে নদী বান এল কেনে গো
বান এল কেনে গো বান এল কেনে।
তুফান জলে কখন খেয়ার না নিয়েছে টেনে গো,
না নিয়েছে টেনে।

(অহীন ফিরিয়া আসিল। সে দেখিল তাহার একক-নৃত্য এবং গান। হঠাৎ সারী তাহাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইল। তারপর ছুটিয়া পলাইয়া গেল। দ্রুতপদে প্রবেশ করিল রঙলাল।)

রঙলাল। দাদাবাবু!

অহীন। তুমি তো খুব বীর রঙলাল, আমায় [illegible] গেলে!

রঙলাল। বাড়ী চলেন দাদাবাবু। বাড়ী চলেন [illegible]!

অহীন। কেন? শেয়াল বেরিয়েছে?

রঙলাল। আজ্ঞে না, বাঘ দাদাবাবু, বাঘ। রায় হুজুর! বরকন্দাজ নিয়ে বেরিয়েছেন। আসছেন ঐ দেখুন।

অহীন। তার জন্যে বাড়ী যাব কেন রঙলাল!

রঙলাল। আপনি বুঝছেন না দাদাবাবু—আপনি বুঝছেন না। আপনাদের ওপরে ওঁর পেচণ্ড রাগ। আপনি তো জানেন মামলার পর মামলা লেগেই আছে আপনাদের সঙ্গে।

অহীন। তার জন্যে ভয়ে পালিয়ে যাব কেন?

রঙলাল। (কাতরভাবে) তবে আমি পালাই দাদাবাবু—আমি পালাই। আমাকে আপনার সঙ্গে দেখলে মাথা রাখবে না।

[প্রস্থান

অহীন। রঙলাল! রঙলাল! যেয়ো না। এত ভয় কেন তোমাদের? রঙলাল! (অনুসরণ)

(ইন্দ্ররায়, নায়েব ও বরকন্দাজের প্রবেশ)

নায়েব। ওই সামনে চক আফজলপুর।

ইন্দ্র। (উপরের দিকে চাহিয়া) আজ ৪ঠা চৈত্র। সূর্য্য একেবারে বিষুব রেখায়। হ্যাঁ, এইটাই উত্তর।

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ। মামলায় ওটা—(মাথা চুলকাইল)

ইন্দ্র। হ্যাঁ। চক্রবর্ত্তীদেরই হবে। বটেও চক্রবর্ত্তীদের। তা হোক, হাইকোর্ট পর্য্যন্ত চলুক।

(কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া)

চক্রবর্ত্তীদের আমি চর ভোগ করতে দোব না। কিছুতেই না।

[illegible] আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া)

[illegible] তোমার সরকার, রাধারাণী রাত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—চারদিক খুঁজতে খুঁজতে, এইখানে তখন কালিন্দীর গর্ভ—এইখানে পাওয়া—তার হাতের একগাছি কঙ্কন, মনে আছে?

নায়েব। মনে আছে বৈ কি! (অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মাথা নীচু করিয়া বললে সে)।

ইন্দ্র। মনে আছে রামেশ্বর সেই খবর শুনে বলে পাঠিয়েছিল কুল-ত্যাগিনী ভগ্নীর ওই নদীর গর্ভে একটা স্মৃতিমন্দির গড়াতে বলো ইন্দ্ররায়কে। মনে আছে?

(নায়েব চুপ করিয়া রহিল)

ইন্দ্র। এইবার গড়াব, তৈরী করব আমি রাধারাণীর স্মৃতিমন্দির চক্রবর্ত্তীবাড়ীর ইট খসিয়ে এনে। কে?—কে?—ও কে—সরকার? ও ছেলেটি? (রায় পিছাইয়া গেলেন দুই পা)

(অহীনের প্রবেশ)

অহীন। আমি আপনার ওখানেই যেতাম। এখানেই দেখা হয়ে গেল। (প্রণাম করিল)

(ইন্দ্ররায় আশীর্ব্বাদ করিতে হাত তুলিতে গেলেন আধখানা তুলিলেন মাত্র)

ইন্দ্র। কে তুমি? তুমি ? তুমি রামেশ্বরের ছেলে?

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দ্র। ও! তুমিই বিষয় সম্পত্তি দেখছ? তুমিই আমার সঙ্গে মামলা মকর্দ্দমা করছ?

অহীন। আমি পড়ি। বিষয়-সম্পত্তি দেখেন আমার দাদা। তিনি নায়েব কাকাকে নিয়ে মহলে গিয়েছেন, তাই মা আমাকেই আপনার কাছে পাঠালেন।

ইন্দ্র। তোমার মা? (চঞ্চল হইলেন) [illegible]রা—তারা! তোমার মা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন?

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দ্র। তোমার মামার বাড়ী তো কাশী?

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দ্র। তারা— তারা —তারা!

অহীন। মা আপনার কাছে পাঠালেন এই চর সম্পর্কে—

ইন্দ্র। (অসহিষ্ণুভাবে) এ চর আমার। বুঝেছ। বলো তোমার মাকে,—এ চর আমার। অবশ্য আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত। হ্যাঁ - আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত।

অহীন। বেশ তাই বলব। তবে চাষী প্রজারা মায়ের কাছে গিয়ে পড়েছিল। তাদের ওপারের কূলে জমি ছিল, এ পারে চর উঠে ওপারের জমি তাদের গেছে। তাদের উপর যাতে অবিচার না হয়, সেইটেই তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। আচ্ছা, তা হ'লে আমি আসি। [প্রস্থানোদ্যত

ইন্দ্র। দাঁড়াও। দেখ চরের জঙ্গলে বড় সাপের উপদ্রব।

অহীন। এখনি একটা পাহাড়ে চিতি মেরেছে সাঁওতালেরা। আমিও গুলি মেরেছি একটা!

ইন্দ্র। যেও না। যেও না। বাড়ী ফিরে যাও তুমি।

(হঠাৎ অচিন্ত্যবাবুর প্রবেশ)

অচিন্ত্য। বাপরে--বাপরে—বাপরে। আস্তিকস্য মুনের্মাতা——বাপরে—বাপরে অজগর সর্প ভীষণকায়, পাহাড়িয়া চিতি-বাপরে—বাপরে!

সরকার। অচিন্ত্যবাবু!

অচিন্ত্য। কে? আরে রায়হুজুর! এটা কে? অহীন্দ্র! The best boy in the village- I. A তে তুমি স্কলারশিপ পেয়েছ! Congratulation, কিন্তু আপনারা এখানে কি করছেন? পালান। ইয়া পাহাড়িয়া চিতি মেরেছে মশায়।

ইন্দ্র। সেটা তো মরে গেছে। এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

অচিন্ত্য। ওরে বাপরে, আর একটা নেই কে বললে? পালিয়ে আসুন।

ইন্দ্র। চলুন আপনি, আমরা যাচ্ছি।

অচিন্ত্য। ওরে মশায়, যেতে পারলে আমি যেতাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, একা যাব কি করে?

ইন্দ্র। হ্যাঁ, চলুন। (অহীন্দ্রকে) তুমি? তুমি যাবে না?

অহীন্দ্র। যাচ্ছি আমি। আমার সঙ্গে লোক আছে।

ইন্দ্র। ও, আচ্ছা। হ্যাঁ। তোমার মাকে বলো—চরটা আমার। তোমার দাদা অত্যন্ত কলহপ্রিয়। কিন্তু মামলা করে বিশেষ ফল হবে না। বুঝলে! চরটা আমার! সকলি তোমার ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

অচিন্ত্য। হ্যাঁ, সান্ধ্যকৃত্যের সময় হ'য়ে গেল। বাড়ী চলুন।

ইন্দ্র। তারা মা গো!

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ী চলুন, সন্ধ্যে হয়ে এল। বাড়ী গিয়ে মাকে ডাকবেন। এখন মায়ের ইচ্ছায় সাপে ছুঁলে আর মা বলে ডাকবার সময় পাওয়া যাবে না।

ইন্দ্র। চলুন—চলুন।

(অহীন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান। ধীরে ধীরে আলো মৃদু হইয়া আসিল)

অহীন্দ্র। রঙলাল রঙলাল!

(চরের ঘাসের মধ্য হইতে উঁকি মারিল সারী এবং আরও কয়েকজন মেয়ে। তাদের পিছন হইতে বাহির হইয়া আসিল কমল। সে কাছে আসিয়া অহীনকে দেখিয়া যেন চমকিয়া উঠিল)

কমল। তুমি কে গো বাবু? আপুনি—আপুনি মশয় কে বট গো?

সারী। আয় বাবাগো—আগুনের পারা রঙ—আয় বাবাগো!

অহীন। আমি নাম বললে কি আমাকে চিনতে পারবে তুমি?

কমল। তুমাকে যেন চিনছি বাবু—তুমাকে যেন চিনছি! ওরে বাবারে! ঠিক তেমুনি—ঠিক সেই পারা—আগুনের মত বরণ- তেমুনি মুখ—তেমুনি চোখ-- ওরে বাবারে—

(রঙলালের প্রবেশ)

রঙলাল। চিনতে পারিস মাঝি? চিনতে পারিস? তোদের রাঙাঠাকুর, সাঁওতাল হাঙ্গামার সময়—! তারই নাতি। ছেলের ছেলে।

কমল। (চীৎকার করে উঠল) চৌপায়া—চৌপায়া—চৌপায়া। হাঁকো পাকো—হাঁকো পাকো!

(বলিয়া সে গড় হইয়া প্রণাম করিল)

ঠিক চিনলম আমি, ঠিক চিনলম। তেমনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা বরণ।

অহীন। কি বলছ মাঝি? তুমি তাকে দেখেছ?

কমল। দেখলম। বাবু দেখলম। তখন আমরা ছুটো বটে। তবু মনে জুগ-জুগ করছে। শালা জঙ্গোলে মাদল বাজছিল, সড়কি, কাঁড়, ধনুক নিয়ে বড় বড় মাঝিরা নাচছিল হাড়িয়া খাইছিলো—মশালের আলোতে সব রাঙা হয়ে গেলছিলো, তখুন ঠিক তখুন এলো রাঙাঠাকুর আগুনের পারা বরোণ হাতে এই বন্দুক টাঙি—আর বাবারে—উরে—বাবা

সারী। আর বাবাগো।

কমল। (হাত জোড় করে) তুমি আমাদের রাঙাঠাকুরের নাতি, তুমি আমাদের রাজা—বস, বাবুমশয়—বস আপুনি।

বড়লাল। [illegible] তোদের জমিদার। চরের মালিক, বুঝলি।

কমল। হাঁ—হাঁ—জমিদার মশায়

সারী। না—না। উ বুলিস না বুড়া। জমিদার বুলিস না।

(কমল তার দিকে তাকাইল)

বাবু বুলিস না, জমিদার বুলিস না। বল—রাঙাবাবু! রাঙা-ঠাকুরের নাতি, বুল—রাঙাবাবু। আমার মনে ঠিক লাগল কিনা—দেখলম আগুনের পারা বরণ বন্দুক দিয়ে মারলে—সাপটোকে মারলে। আয় বাবাগো, আগুনের পারা বরণ দেখে ভয় লাগল। ছুটে গেলম উর কাছে। বুললম, কে এসেছে দেখ।

কমল। এই টো আমার নাতিন বটে রাঙাবাবু। লে—গড় কর গো! জানিস বাবু, ভারী ভাল বেটে। নাম বটে সারী। মানে কি হোচ্ছে—না—খুব ভালো।

(সারী প্রণাম করিল)

অহীন। বাঃ, তোমার খোঁপায় এ কি ফুল? চমৎকার ফুল তো?

সারী। লিবিন? আপুনি লিবিন বাবু?

অহীন। তুমি খোঁপায় পরেছ, তোমার দুঃখ হবে না।

সারী। না। ভাল লাগবে। তুমাকে আবও ফুল এনে দিব। আঁচল ভরে এনে দিব।

(ফুলটা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া সঙ্গিনীদের বলিল,

দেলা—বো! দেলা)

[সকলে ছুটিয়া প্রস্থান

অহীন। তোমাদের এখানে ভাল লাগছে মাঝি?

কমল। হুঁ। নতুন মাটি। ভারী ভাল মাটি। নতুন মাটি আমরা ভালবাসি গো! জঙ্গল কাটি, চাষ করি। ভারী ভাল লাগে!

রঙলাল। একেই বলে ইন্দুরে গর্ত্ত করে সাপে ভোগ করে।

অহীন। কি ব্যাপার?

রঙলাল। আর কেন দাদাবাবু! চর উঠল নদীতে। সাপখোপ জন্তু জানোয়ারে ভরা জঙ্গলে ছেয়ে গেল চর। কেউ আসত না। সাঁওতালরা এল, সাফ করলে জঙ্গল, চাষ করলে, শাক ফসল দেখে চাষী ক্ষেপেছে কোদাল নিয়ে, লাঙ্গল নিয়ে, জমিদার ক্ষেপেছে শড়কী নিয়ে লাঠি নিয়ে—সবাই বলছে—চর আমাদের। সাঁওতালদের তাড়িয়ে—শেষ—

কমল। কেনে তাড়াবে কেনে? আমরা খাজানা দিব।

রঙলাল। আরে বাবা খাজনা দিবি কাকে? রায়হাটের ছত্রিশ গণ্ডা জমিদার, রায়বংশ, তারা বলছে আমরা পাব। ছোট রায় বলছে, খাজনা ষোল আনাই আমি পাব।

কমল। আমরা খাজনা দিব রাঙাঠাকুরের নাতিকে। রাঙাবাবুকে। আমাদের রাজা বটে, ঠাকুর বটে!

(সারিরা আবার আসিল ফুল লইয়া)

সারি। আমরা ফুল দিব রাঙাবাবুকে। সর গো বুড়া, সর।

কমল। দে কেনে ?

(সারিরা ফুল ঢালিয়া দিল। চিতি গলায় প্রবেশ করিল সাঁওতাল যুবক)

যুবক। এই দেখ বাবু সেই সাপটো! আপুনি গুলি মেলি মাথায়, আমি মারল তিন কাঁড়, এই দেখ, এই দেখ, এই দেখ।

কমল। এই ছেলেটার সাথে বিয়া দিব গো বাবু সারীর। বীর বটে !

অহীন। বাঃ! চমৎকার স্বাস্থ্য—চমৎকার।

সারী। আমার লাজ লাগছে বাবু বুলিশ না!

কমল। লাজ কিসের ? উ বাঁশী বাজাক, আমি বাজাব মাদল। তুরা নাচ। বাবুকে নাচ দেখা।

অহীন। আজ নয় মাঝি অন্য দিন।

সারী। না বাবু আমাদের দুখ হবে।

অহীন। তোমার নাচ তো আমি দেখেছি। চমৎকার নাচ তোমার। গানটি কি ?

সারী। (সুরে দুই কলি গাহিয়া দিল)

অজোগরের মাথার মাণিক কে দিবে এনে গো
রাজার বেটা কার ধনুক-বাণ নিয়ে এল বনে গো।

(এমন সময় শূলপাণি রঙ্গমঞ্চের একপ্রান্তে প্রবেশ করিয়া আস্ফালন করিতে করিতে চলিয়া গেল)

শূলপাণি। এ চরে আমারও ভাগ আছে। শির লেঙ্গে। মাথা ফাটিয়ে দোব।

[প্রস্থান

রঙলাল। শূলপাণি বাবু ক্ষেপেছে দাদাবাবু। সাড়ে তিন গণ্ডা জমিদারী অংশ তরফ বড় পাঁচ আনি—

অহীন। ছিঃ রঙলাল। তা'হলে আজ উঠি মাঝি!

কমল। মশাল! মশাল! মশাল আন গো! মশাল!

(দুইটা মশাল ধরাইয়া আনিল দুইজন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(খোলা বারান্দা, কোন আসবাব নাই।
প্রবেশ করিলেন সুনীতি)

সুনীতি। (চারিদিক চাহিয়া দেখলেন। মাথার কাপড় নামাইয়া দিলেন। চুল তাঁর খোলা)। ডাকিলেন -মানদা!

মানদা। (নীচে হইতে সাড়া দিল) -যাই মা!

সুনীতি। একখানা মাদুর আনিস তো মা!

(দূরে বাঁশী বাজিতে চরে, মৃদু শব্দ। সুনীতি চকিত হইলেন। উদ্‌গ্রীব হইয়া দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মানদা প্রবেশ করিল, মাদুর বিছাইল। সুনীতি সেদিকে তাকাইলেন না)

মানদা। মা! মাদুর বিছিয়ে দিয়েছি মা! মা!

সুনীতি। বাঁশী বাজছে কালিন্দীর চরে, না?

মানদা। হ্যাঁ মা। ওদের তো বাঁশী আর মাদল—মাদল আর বাঁশী। বেশ জাত!

সুনীতি। রাত্রে বাঁশী বাজাতে নেই যে। ওরা তো তা জানে না।

মানদা। কেন মা?

সুনীতি। বাঁশের বাঁশী রাত্রে শুনলে সন্তানের মায়েদের জল খেতে নেই রাত্রে।

মানদা। কিন্তু বাঁশের বাঁশী রাত্রে শুনতে ভারী ভাল লাগে। কে—মন হয়ে যায় মন!

সুনীতি। সেই তো রে মনে পড়ে যায় মা যশোদার দুঃখ, কৃষ্ণ গেলেন মথুরা, রেখে গেলেন বাঁশী - সে বাঁশী আপনি বাজত; যখনই যশোদার চোখে ঘুম আসত তখনই বেজে উঠত। ঘুম পালিয়ে যেত, চোখে ভেঙে আসত কালিন্দীর বন্যা!

মানদা। ও মা! আমাদের কালিন্দী তো সামান্য নয়!

সুনীতি। এ কালিন্দী নয় রে, সে হ'ল বৃন্দাবনের কালিন্দী, যমুনার নামও কালিন্দী।

মানদা। অ। তিনি হলেন বড় বুন, ইনি হলেন ছোট বুন। না মা?

সুনীতি। (হাসিলেন) হ্যাঁ। তিনি ভেঙেছিলেন যশোদার কপাল আর ইনি ভাঙছেন রায়হাটের কপাল। চর তো তোলেনি কালিন্দী, তুলেছে সর্ব্বনাশা পুরী। গোটা গ্রাম আজ ক্ষেপে উঠেছে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) সবচেয়ে ভয় আমার মানদা।

মানদা। তোমার ভয় কি মা? তুমি তো ঝগড়া বিবাদ করতে চাও না।

সুনীতি। আমি চাই না। কিন্তু তবু আমার অদৃষ্টকে যেন টানছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি রে আমার সংসারকে অদৃষ্টকে ও টানছে। চাষীরা এসে বলে গেল, চর আমাদের। বললাম - চর চাই না, ওরা বললে - তা বললে কি হয় মা! (শিহরিয়া উঠিয়া) মহীন বাড়ী নেই, মজুমদার ঠাকুরপো বাড়ী নেই। তারা এসে তো ছাড়বে না!

মানদা। ভগবান তোমার সহায় মা। ধর্ম্ম তোমার সহায়! আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। [প্রস্থান-ঝাপিকা]

সুনীতি। হ্যাঁ। (শুইতে মাওরের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন) ধরতো মা—হাতটা ধরতো।

মানদা। কি মা!

সুনীতি। বোধ হয় মাথাটা ঘুরছে।

মানদা। (শঙ্কিতভাবে) মাথা ঘুরছে।

সুনীতি। ঠিক মনে হচ্ছে—চরটা ঘুরছে, পাক দিয়ে ঘুরছে।

মানদা। বসুন মা, বসুন।

সুনীতি। (বসিলেন) আঃ বাতাসে শরীরটা জুড়ো।

মানদা। (তাঁহার চুল লইয়া আঙুল চালাইয়া) এমন চুল, এই চুল অযত্ন করে জট পাকিয়ে ফেললেন।

সুনীতি। ছাড়—ছাড়।

মানদা। আহা—হা কি নরম। ছোট দাদাবাবু তোমার খুব সুন্দর বটে, তা মা এমন চুল পাবান!

সুনীতি। (চুল টানিয়া লইয়া) কই রে, এখনও তো অহি ফিরল না! প্রজাদের কথায় তাকে পাঠালাম ও বাড়ীর দাদার কাছে। এত দেরী হচ্ছে কেন?

মানদা। তিনি ওপারের চরে গিয়েছেন মা আমি দেখেছি—

সুনীতি। (চকিত ভাবে) ওপারের চরে? ও—।

[আঙুল দেখাইয়া ভীতভাবে স্তব্ধ হইলেন]

মানদা। হ্যাঁ। নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়েছিলাম, দেখলাম রঙলাল মোড়লকে নিয়ে দাদাবাবু নদী পার হয়ে চরে উঠছেন। পিঠে বন্দুক—

সুনীতি। (চকিত ভাবে) পিঠে বন্দুক? আঃ ছি—ছি—ছি।

মানদা। তোমার মা সবই যেন কেমন। বলিদান দেখে কেঁদে সারা।

সুনীতি। আহা—হা মানদা আমাদেরও প্রাণ যেমন, জীবজন্তুরও তো তেমনি রে। কত যন্ত্রণা হয় বল তো? ও কি এত আলো কিসের?

(বাহিরে আলোর ছটা বাড়িয়া উঠিল)

দেখতো মানদা ?

(মানদা বাহিরে যাইতে উঠিল এমন সময় অহীনের প্রবেশ)

মানদা। ছোটবাবু? এত আলো কিসের ছোটদাদাবাবু?

অহীন। ভয় পেয়েছ ?

সুনীতি। কিসের এত আলো রে ?

অহীন। রাঙাঠাকুরের নাতি রাঙাবাবুকে চরের সাঁওতালেরা পৌঁছে দিতে এসেছে মা।

সুনীতি। রাঙাঠাকুরের নাতি রাঙাবাবু!

অহীন। হ্যাঁ-গো। আমাকে ওরা চিনেছে। আমার নাম দিয়েছে রাঙাবাবু!

নেপথ্যে রামেশ্বর। (চাপা গলায়) সুনীতি- সুনীতি—

মানদা। বাবা আসছেন মা (দ্রুত চলিয়া গেল)

সুনীতি। তুইও বাইরে যা বাবা। মনে হচ্ছে খুব উত্তেজিত হয়েছেন। কি বলবেন, কে জানে? সাঁওতালদের দাঁড়িয়ে থেকে মুড়ি মুড়কী দেওয়া। মানদাকে বল।

নেপথ্যে রামেশ্বর। সুনীতি (কথার মধ্যস্থলে) [অহীনের প্রস্থান

(ভয়বিহ্বল রামেশ্বরের প্রবেশ)

রামেশ্বর। সুনীতি!

সুনীতি। এই যে আমি। ভয় কি ? কি হ'ল ?

রামেশ্বর। এত আলো! এত লোক! ওরা কি আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে ?

সুনীতি। না—না। ওরা কালিন্দীর চরের সাঁওতাল প্রজা। জান, ওরা অহীনকে ঠিক চিনেছে, রাঙাঠাকুরের নাতি বলে। নাম দিয়েছে রাঙাবাবু।

রামেশ্বর। কালিন্দীর চর? সাঁওতাল? রাঙাবাবু? এতগুলো একসঙ্গে মিলে গেল?

(গভীর চিন্তান্বিত হইয়া মাটির মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন)

সুনীতিনী। কি বলছ তুমি? স্থির হও!

(রামেশ্বর তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

সুনীতি। ওগো! ওগো! ওগো কথা বল! কি ভাবছ? ওগো!

রামেশ্বর। সোনার কাঁকনগাছটা

সুনীতি। (ঝাঁকি দিয়া) কি বলছ তুমি?

রামেশ্বর। চরটা আকারে গোল—না? কাঁকনের মত—না? কালিন্দীর চরটা?

সুনীতি। না। যত সব উদ্ভট কল্পনা তোমার! চরটা লম্বা ওই তো পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা চর,--দেখ না জেগে রয়েছে!

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্ররায়ের বহির্বাটী

[কেহ কোথাও ছিল না। ভিতর হইতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে উমা প্রবেশ করিল ঘর গুছাইল এটা ওটা নাড়িল। সাধারণ গ্রাম্য সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের পোষাক।]

উমার গান

ফাগুনের হাওয়ায় হাওয়ায়
মন ভেসে যায়
কোন স্বপ্ন দ্বীপান্তরে
কি রত্ন খুঁজে মরে
তাই দোলন লেগেছে ময়ূরপঙ্খী নায়।
সপ্ত ডিঙা তাহার কি ধন লয়ে
কোন তেপান্তর হতে আসবে বয়ে
আনবে সে কি বনের গন্ধ
পাখীর গানের পুলক ছন্দ
আনবে সে কি আরো অনেক দখিণা বায়।

(গানের পরে প্রবেশ করিল অহীন)

উমা। অহীন দা!

অহীন। (সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাইয়া) তুমি—ও। —তুমি উমা!

উমা। হ্যাঁ, চিনতে পারছেন না?

অহীন। অনেক বড হয়ে গেছ তুমি। অনেক বড় হয়েছ। বেশ-ভূষাতেও অনেক তফাৎ। সে ছিলে—কলকাতার ক্লাস সেভেনের ডবল বেণী দুলানো মডার্ণ মেয়েটি। আর—

উমা। (হাসিয়া) আর?

অহীন। রাগ করবে না তো? তখন বড় মুখরা ছিলে।

উমা। আপনাকে বলেছিলাম, সাহেব—না? দাদা বললে, চিনিস? বললাম, সাহেব। (হাসিয়া উঠিল)

অহীন। আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে কিন্তু আমি বাঙালিনীই দেখতে চাই। তা তুমি সত্যিই বাঙালী ঘরের লক্ষ্মী মেয়ে হয়েছ! শান্ত মেয়েটি

উমা। সে এখানে। কলকাতায় গেলে ঠিক মুখরাই দেখতে পাবেন।

অহীন। তা হ'লে তুমি তো। যখন যে আধারে থাক সেই আকার ধারণ কর।

উমা। ওরে বাপ্‌রে, না ক'রে উপায় কি? এখানে বাবার হুকুম বাইরে বেরুবে না। গান টান চলবে না। ইচ্ছে হ'লে গুন গুন করবে বড় জোর। চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধে বেলা একবার যাবার হুকুম আছে। তাও মা সঙ্গে যাবেন। কে জানি কখন কার সঙ্গে কি উত্তর করি। ছোট রায় বাড়ার অনিষ্ট [illegible], কে কোথা কি [illegible], [illegible] দেবে খারাপ ক'রে। তারও [illegible]।

অহীন। তারপর তোমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। কেমন হ'ল বল।

উমা। দাদা আপনাকে পড়াতে বলেছিল আপনি তো পড়ালেন না! ফেল হ'লে আর আপনার কি?

অহীন। তোমার বাবা শুনলে রাগ করতেন, আমার দাদা হয়তো -

(হাসিল)

উমা। জানি, জানি। বাপরে -বাপরে—এ যেন কুরু-পাণ্ডব—মোগল-পাঠান—চক্রবর্ত্তীবাড়ী আর রায়বাড়ীতে যে কি ঝগড়া! উঃ, ভেবে এক এক সময় দম আটকে যায় আমার!

অহীন। সেক্সপীয়ারের রোমিও জুলিয়েটের গল্প পড়েছ উমা? ক্যাপিউলেট আর মণ্টেগু বংশের এমনি ঝগড়া ছিল। আমাদের দেশেও অনেক আছে। জমিদারদের এ একটা বিলাস। (হাসিল)

উমা। আপনিও বড় হয়ে এমনি ঝগড়া করবেন তো?

অহীন। আমি মিটমাটের কথা নিয়েই এসেছি। তোমার বাবা কোথায়?

উমা। পূজো করছেন।

অহীন। তা হ'লে আমি একটু পরে আসব কি বল?

ইন্দ্ররায়। (নেপথ্যে) তারা—তারা—তারা।

উমা। ওই বাবা আসছেন। আমি পালাই।

[প্রস্থান

(ইন্দ্ররায় প্রবেশ করিলেন। রায় অহীনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, অহীন গিয়া প্রণাম করিল।)

ইন্দ্র। কে? ও—তুমি। সাঁওতালদের রাঙাঠাকুরের নাতি তুমি রাঙাবাবু।

অহীন। (হাসিয়া) হাঁ, ওরা আমাকে রাঙাবাবু বলেই ডাকে।

ইন্দ্র। শুধু তাই নয়, সমারোহ ক'রে মশাল জ্বালিয়ে গ্রাম আলো ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়।

অহীন। (এবার চকিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিল) আপনি কি রাগ করছেন এর জন্যে?

ইন্দ্র। রাগ? (হাসিলেন)

অহীন। মা আমাকে সেই জন্যই আপনার কাছে পাঠালেন।

ইন্দ্র। তোমার মা? তোমার মা আমায় কেন এমন ভাবে উত্যক্ত করছেন জানি না। আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ

(তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন)

অহীন। যিনি বড়, যিনি মহৎ—তাঁর ভরসা সকলেই করে।

ইন্দ্র। তারা--তারা--তারা! থাক ওসব কথা। কি বলেছেন, তোমার মা—বল শুনি।

অহীন। তিনি অনুরোধ করেছেন, এ সর্ব্বনাশা বিবাদ থেকে আপনি ক্ষান্ত হোন।

ইন্দ্র। ক্ষান্ত হব? (কঠিন হাস্যে মুখ ভরিয়া উঠিল তাঁর)

অহীন। হ্যাঁ। আর

ইন্দ্র। আর?

অহীন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন-আপনার কাছে আমাদের অপরাধটা কি? কি করেছি আমরা?

ইন্দ্র। (চঞ্চলভাবে উঠিয়া পড়িলেন) তারা তারা- তারা।

(জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো তারামূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তারপর ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন)

তুমি যাও বাড়ী যাও। তোমার মায়ের কথা আমি ভেবে দেখব। বুঝেছ! যাও তুমি এখন যাও।

[অহীন প্রস্থান করিল-ইন্দ্ররায় হঠাৎ হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিতে গেলেন এমন সময় পিছনদিক হইতে প্রবেশ করিল তাঁহার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী]

হেমাঙ্গিনী। ছেলেটিকে তুমি তাড়িয়ে দিলে?

ইন্দ্র। (চমকিয়া উঠিলেন) কে? হেমাঙ্গিনী?

হেমা। ও তোমার বাড়ীতে এল, তুমি ওকে তাড়িয়ে দিলে?

ইন্দ্র। তাড়িয়ে দিলাম? নয়? (ব্যাপারটা এতক্ষণে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল) অন্যায় হ'ল। সংসার-ধর্ম্মকে আমি লঙ্ঘণ করলাম!

(তিনি মাথা হেঁট করিলেন)

হেমা। জান তুমি, অমলের ও বন্ধু।

ইন্দ্র। রামেশ্বরের ছেলে—ইন্দ্ররায়ের ছেলের বন্ধু ?

হেমা। কলকাতায় তোমাদের এলাকার বাইরে ওরা পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালবাসে।

ইন্দ্র। (বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন) কুলাঙ্গার অমল তাহ'লে—কুলাঙ্গার!

হেমা। কি বলছ তুমি ?

ইন্দ্র। ঠিক বলছি। (হঠাৎ ঘুরিয়া কাছে আসিয়া বলিলেন) অমলেরই বা দোষ কি। তোমার শিক্ষায় তার এমনি মতি গতি হয়েছে। তুমি আমাকে অনুরোধ কর—ধর্ম্মের নজীর দেখিয়ে চক্রবর্ত্তীদের ক্ষমা করতে বল।

হেমা। সে কি অন্যায় অনুরোধ ?

ইন্দ্র। না। ও অনুরোধ তুমি আমায় ক'রো না হেমাঙ্গিনী, রাখতে আমি পারব না। আজ পঁচিশ বৎসর রাধারাণী নিরুদ্দেশ। সে বেঁচে নেই আমি জানি। এই পঁচিশ বৎসর তার আত্মা নিরুদ্দেশের কলঙ্ক ব'য়ে বেড়াচ্ছে। আজ পঁচিশ বৎসর ছোট রায়বাড়ীর মাথা হেঁট হয়ে আছে। রামেশ্বরের জন্যে কোনও অনুরোধ তুমি ক'রো না। চক্রবর্ত্তী বাড়ীকে আমি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

হেমাঙ্গিনী। কিন্তু কার ওপর প্রতিশোধ নেবে ? ঠাকুর-জামাই—

ইন্দ্র। না। ও সম্বন্ধ ধ'রে কথা তুমি ব'লো না। বল, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

হেমাঙ্গিনী। (ম্লান হাসিয়া) বেশ। তাই বলছি। চক্রবর্ত্তী মশাই কি আর মানুষ আছেন ? শুনেছি চোখের দৃষ্টি গিয়েছে,—দিন রাত্রি অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকেন। মাথা খারাপ হয়েছে—বিড়্ বিড়্ ক'রে বকেন—দুই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন, বলেন—আমার মহাব্যাধি হয়েছে!

ইন্দ্র। জান হেমাঙ্গিনী, নাগবংশের একজনের অপরাধে রাজা জন্মেজয় সমস্ত নাগবংশ ধ্বংস করতে নাগমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। রামেশ্বর অকর্ম্মণ্য—কিন্তু রামেশ্বরের বংশ আছে। তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেরা উপযুক্ত হ'য়েছে! রামেশ্বরের বড় ছেলে বাপের মতই জেদী দুর্দ্দান্ত! আমি ভুলতে পারি না হেমাঙ্গিনী যে, তারা রাধারাণীর সন্তানের অধিকারে অনধিকার প্রবেশ ক'রেছে!—কালিন্দীর ওপারের চরটা হয় তো—চক্রবর্ত্তীদের সীমানায়,—কিন্তু, আমি ও চক্রবর্ত্তীদের ভোগ করতে দোব না। ওই চরে আমি ওদের শেষ করব। ওই চর হবে চক্রবর্ত্তীদের শ্মশান।

হেমাঙ্গিনী। (শিহরিয়া উঠিলেন) উঃ মা গো! ওগো কি বলছ? তুমি কি এত নিষ্ঠুর হতে পার?

ইন্দ্র। নিষ্ঠুর! রাধারাণীর মুখ মনে পড়ে না তোমার? রাধারাণীর প্রসঙ্গে মাথা হেঁট করতে হয় তোমাকে? উমার মুখের দিকে চাও না তুমি?

হেমাঙ্গিনী। উমা? উমার কথা কেন তুলছ তুমি?

ইন্দ্র। (গাঢ়স্বরে) আমার সোনার প্রতিমা উমা! আমার বংশে মিথ্যা কলঙ্কের জন্য তার বিবাহের কথা ভাবতে গিয়ে কূল কিনারা পাই না আমি!

(বাহির হইতে নায়েব সাড়া দিল)

নেপথ্যে নায়েব। (গলা পরিষ্কার করিয়া) বাবু!

ইন্দ্র। কে? মিত্তির?

নেপথ্যে নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।

ইন্দ্র। (হেমাঙ্গিনীকে) যাও, বাড়ীর ভিতর যাও। চোখের জল ফেলো না, ওতে আমি গলব না। পাথর ফাটে আগুনে, জলে গলে না। তা ছাড়া হেমাঙ্গিনী—কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ঘুরছি, যে ঘোরাচ্ছে

তার হুকুমে চলতেই হবে, চোখ ঢাকা অবোধ জীবের পথের বিচার ক'রে লাভ কি? তারা—তারা—তারা।"

[হেমাঙ্গিনী ভিতরে চলিয়া গেলেন

(নায়েব প্রবেশ করিল)

নায়েব। পাইকেরা সাঁওতালদের নিয়ে আসছে। হরিশ একজনকে আগে পাঠিয়ে খবর দিয়েছে।

ইন্দ্র। আসছে?

(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন)

নায়েব। চক্রবর্তীরা কোন বাধাটাধা দেয় নি।

ইন্দ্র। (তাহার মুখের দিকে চাহিলেন) হুঁ। (ঘাড় নাড়িলেন চিন্তিতভাবে)

নায়েব। বরং ও বাড়ীর গিন্নী নাকি ব'লে পাঠিয়েছেন সাঁওতালদের যে রায়হুজুর ও [illegible] তোমরা সেখানে যাবে। কদাচ তাঁর হুকুম অমান্য করবে না ও কি?

ইন্দ্র। আঃ ছি। ছি। ছি।

নায়েব। আজ্ঞে?

ইন্দ্র। কিছু না। তুমি একবার অচিন্ত্যবাবুকে ডাকতে পার? মনটা বড় হাঁপিয়ে উঠেছে।

নায়েব। আজ্ঞে তিনি তো বাইরে বসে তামাক খাচ্ছেন।

ইন্দ্র। অচিন্ত্যবাবু। অচিন্ত্যবাবু।

[নায়েবের প্রস্থান

নেপথ্যে অচিন্ত্য—Yes my Lord!

ইন্দ্র। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। কতদিন পরে দেশে এলেন, অথচ দেখা নেই। সেদিন এক চমক চরে দেখা। কি ব্যাপার কি মশাই?

(অচিন্ত্যের প্রবেশ)

অচিন্ত্য। কি করি my lord করি কি বলুন। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনং—বুঝলেন কি না, সব আমার শরীরের জন্য। শরীরের জন্য invalid pension নিলাম, ভাবলাম—retire করে কিছু business করব। দশ বিশটা business planও করলাম। কিন্তু, শরীরের জন্যে every thing spoiled! শরীরের মধ্যে আমার পাষণ্ড উদর।—উদরের জন্যে লোকে খাবার খায়, আমার উদর আমাকে খাচ্ছেন। অবশেষে—কলকাতায় গিয়ে—(হাস্য) বলুন তো কি ব্যাপার?

ইন্দ্র। কি ব্যাপার?

অচিন্ত্য। দেখুন, ভাল ক'রে দেখুন, দেখে বলুন। হে-হে—বলতে পারলেন না তো। (দাঁত দেখাইয়া) দাঁত দাঁত, my lord দাঁত! এমন pearl-like teeth, মুক্তোর পাঁতির মত ঝকঝক করে। দন্তরুচি-কৌমুদী—আমার ছিল? পোকা-খেকো আমার মুক্তোর কথা মনে পড়ে?

ইন্দ্র। তাই তো মশাই! সত্যিই তো—এ-যে মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত?

অচিন্ত্য। হ্যাঁ হ্যাঁ! তুলিয়ে ফেললাম। বলব কি আপনাকে—like a brave soldier, একবার উঃ করি নি। দাঁতই হ'ল ডিসপেপ্‌সিয়ার মূল কারণ। এখন পাথর চিবিয়ে খাবো এবং হজম ক'রব!

ইন্দ্র। বলেন কি?

অচিন্ত্য। নিশ্চয়। দেখুন না, ছ মাসের মধ্যে কি রকম বিশালকায় হ'য়ে উঠি। কিন্তু মুস্কিল কি জানেন?—খাবার দাবার, মানে—আসল পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্র। বলেন কি ? প্রচুর দুধ ঘি রয়েছে—

অচিন্ত্য। বাজে-বাজে-বাজে—! দুধ ঘি পুষ্টিকর খাদ্য—বাজে কথা! মশাই, দুধ ঘি যদি পুষ্টিকর খাদ্য হ'ত পশুরাজ্য,—বুঝলেন ? মাংস-মাংস খেতে হবে। দুধ ঘি খেয়ে বড় জোর চর্ব্বিতে ফুলে ষণ্ড হওয়া চলে।

ইন্দ্র। তা যা বলেছেন। দুধ ঘি খেয়ে বড় জোর চর্ব্বিতে ফুলে ষণ্ড হওয়া চলে, পাষণ্ড হওয়া চলে না, ও জন্যে মাংস চাই।

অচিন্ত। Yes my lord right you are! সেই জন্যেই তো সেদিন চরে গিয়েছিলাম। চরে নাকি সাঁওতালেরা শশক অর্থাৎ খরগোস মারে। সেই শশকের খোঁজে গিয়েছিলাম। শশক মাংস অত্যন্ত পুষ্টিকর-কারণ ওরা ফাষ্ট ক্লাস ভিটামিন ছোলা মসুরের ডগা খায়।

ইন্দ্র। ওটাও কি আপনার আবিষ্কার ?

অচিন্ত্য। নিশ্চয়! সেখানে গিয়ে আরও আবিষ্কার করে ফেলেছি।

ইন্দ্র। কি ? আবার আবিষ্কার করলেন ?

অচিন্ত্য। হুঁ-হুঁ। আপনাদের চোখে তো পড়ে নি ?

ইন্দ্র। কি বলুন তো ?

অচিন্ত্য। Grand Business! দেখে এলাম-চরে প্রচুর লতা-পাতা গাছ-গাছড়া রয়েছে। বুঝেচেন my lord—আমি ঠিক করে ফেলেছি—একেবারে হিসেব-নিকেশ—complete করে ফেলেছি—at least one hundred per cent লাভ। কলকাতায় দেশী herbs-supply করব! আপনি and আমি। রয়-গোসেল এ্যাণ্ড কোম্পানী।

ইন্দ্র। গোসেল ?

অচিন্ত্য। ঘোসাল—ঘোষাল my lord—ঘোষাল। ঘোসাল কোট-প্যাণ্ট পরলেই গোসেল!

(নেপথ্যে শব্দ। সেই শব্দ শুনিয়া অচিন্ত্য সেইদিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল।)

ওরে বাপরে! my God! এ কি মানুষ না মহিষ!

[মিত্তির ও চব্বিশ বাগ্দী সাঁওতালদের লইয়া প্রবেশ করিল। সাঁওতালেরা প্রবেশ করিয়া ইন্দ্র রায়কে প্রণাম করিল। পিছনে মেয়েরা দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের সর্ব্বাগ্রে ছিল সারী।]

ইন্দ্র। মোড়ল মাঝি কে রে?

(কমল আগাইয়া আমায় প্রণাম করিল)

ইন্দ্র। তুই মোড়ল মাঝি?

কমল। আজ্ঞেন হঁ। আমিই বটেন সে টো।

ইন্দ্র। চরের উপর এসে বসেছিস তোরা?

কমল। আজ্ঞেন হঁ-গো!

ইন্দ্র। কাকে বলে বসেছিস?

কমল। আজ্ঞেন? (আশ্চর্য্যভাবে প্রশ্ন করিল—যেন এমন বিস্ময়কর প্রশ্ন সে আর পূর্ব্বে শোনে নাই)

ইন্দ্র। কার হুকুম নিয়ে চরে বসত করলি?

কমল। কার হুকুম লিব? নিজেরাই বসে গেলম।

ইন্দ্র। নিজেরাই ব'সে গেলি?

কমল। হঁ। দেখলম বন জঙ্গোল ভরা জমি পড়ে রইছে, জন্তু জানোয়ার বাস করছে, দেখলম—লতুন চরার মাটি—ভারি মোলাম—ভারি ভাল, কাছে লদীতে জল রইছে—ভাল লাগল, মন বল্লে বসে যা, ইখানে বসে গেলম। হঁ।

ইন্দ্র। কতদিন এসেছিস ?

কমল। তা’ হবে বৈকি গো। তা’ পাঁচ মাস দশমাস হবে। সেই কাতি মাসে আলু লাগাবার সময় এলম—হঁ—কাতি মাসই বটে গো—এসেই আলু লাগালম, ছোলা বুনলম। হঁ। (ঘাড় নাড়িল)

ইন্দ্র। বুঝলাম। কিন্তু আমার হুকুম নিয়ে বাস করা উচিৎ ছিল। ও চর আমার !

কমল। সি আমরা জানি না বাবু !

ইন্দ্র। জানতিস না—এখন জানলি, এইবার কবুলতি দিতে হবে। না হ’লে উঠে যেতে হবে চর থেকে।

কমল। সেটো কি বটে ?

ইন্দ্র। কবুলতি। কাগজে টিপছাপ দিতে হবে—স্বীকার করতে হবে যে আমি তোদের জমিদার - আমাকে বছরে বছরে খাজনা দিবি তোরা। বুঝলি !

কমল। (অন্য এক মাঝির সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল)

সারী। (বলিয়া উঠিল মুখরার মত) কেনে তা দিবে কেনে ? টিপছাপটি দিবে কেনে !

(ইন্দ্র রায় তাহার দিকে চাহিলেন)

মিস্তির। এহ ! তুই চুপ কর।

সারী। কেনে ? চুপ করবে কেনে ? তুরা যদি খৎ লিখে লিস ? একশো—দুশো টাকা পাবি লিখে লিস ?

ইন্দ্র। না-না—জমিদার তা কখনও করে না !

সারী। করে না ! করে না কেনে ? উ গাঁয়ে সি গাঁয়ে লিখে লিলে যি সব !

কমল। (পরামর্শ শেষে) বাবু মশায় সিটো আমরা শুধাব আমাদের রাঙাবাবুকে—

ইন্দ্র। কাকে?

কমল। আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতিকে, রাঙাবাবুকে। সি যদি বুলে—তবে দিব, আমরা টিপছাপ দিব।

ইন্দ্র। মিত্তির ওদের এখানে আটক করে রাখ, টিপছাপ দেবে—তবে যেতে পাবে।

[প্রস্থানোদ্যত হইলেন]

হরিশ। (হুঙ্কার দিয়া উঠিল) বস, সব বস এইখানে!

(অচিন্ত্য কোণে পুতুলের মত দাঁড়াইয়াছিল—সে এইবার বলিল) হ'ল এইবার সর্ব্বনাশ হ'ল! আমি পালাই।

(সাঁওতালেরা বসিয়া পড়িল, প্রথমে বসিল কমল।
মেয়েরা বসিল না।)

ইন্দ্র। (ঘুরিয়া হরিশকে বলিলেন) মেয়েদের যেতে বল এখান থেকে।

হরিশ। যা—যা—তোরা বাড়ী যা!

(মেয়েরা গেল না)

হরিশ। এই মাঝি, ওদের যেতে বল।

কমল। যা গো সারী বাড়ী যা। বাবু রাগ করবে। বাড়ী যা তুরা।

মাঝি। হঁ—বাড়ী যা তুরা।

মিত্তির। যা—যা—বাড়ী যা—তোরা—

সারী। উরা এখুনও খায় নাই, তুরা উদিগে ধরে রাখবি কেনে? পেট কাঁদে না উদের? হ্যাঁ! (চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল)

(উমা প্রবেশ করিল)

উমা। বাবা!

ইন্দ্র। উমা! কিছু বলছিস?

উমা। ওদের ছেড়ে দাও বাবা। ওদের মেয়েরা কাঁদছে। ওরা এখনও খায় নি!

কমল। বাবু মশয়, আমরা এখুনও খাই নাই বাবু মশয়! ছেড়েন দে আমাদিগে বাবু মশয়।

সরকার। টিপছাপ দে, দিয়ে বাড়ী চলে যা।

উমা। বাবা!

ইন্দ্র। ওদের তো ছেড়ে দিতে পারব না মা, তার চেয়ে ওদের বরং এখানে ভাল করে খাওয়াবার ব্যবস্থা কর তুই। কেমন, তা হ'লে হবে তো? চল—সেই ব্যবস্থাই করি।

(উভয়ে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ করিল অহীন্দ্র তাহার সঙ্গে সারী)

অহীন্দ্র। মামাবাবু।

ইন্দ্র। (ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন)

অহীন্দ্র। (প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল) আমি আপনার কাছে জোড়হাত ক'রে ভিক্ষা চাইতে এসেছি মামাবাবু! এদের ছেলে মেয়েরা কাঁদছে, ভয়ে আপনার সামনে আসতে পারছে না। বেচারারা এখনও খায় নি! এদের এখন ছেড়ে দিন। আবার ডাকলেই আসবে।

উমা। বাবা!

(ইন্দ্ররায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন)

অহীন্দ্র। (সাঁওতালদের) যা—তোরা এখন বাড়ী যা। যা। আবার ডাকলেই আসবি। (সাঁওতালেরা উঠিল)

হরিশ। (লাঠি ঠুকিয়া বলিল) এ্যাও মাঝি, খবরদার! বস্ :

ইন্দ্র। (হরিশকে) চোপরও হারামজাদা! জানিস ও কে! (সাঁওতালদের প্রতি) যা—যা তোরা বাড়ী যা! যা!

[সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন]

[তাঁহার পশ্চাতে উমা ও অহীন্দ্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

উমা। অহীন দা!

অহীন। উমা!

উমা। আপনাকে প্রণাম করব আমি। আজ আপনি আমার বাবার ধর্ম্মকে রক্ষা করেছেন। রাগের বশে কি যে করে বসতেন—ভাবতেও শিউরে উঠেছিলাম। (প্রণাম করিল) তা ছাড়া—

(থেমে গেল সে)

অহীন। তা ছাড়া? বলতে বলতে থেমে গেলে যে?

উমা। জানি না সত্যি কি না। তবে আমার মনে হচ্ছে সত্যি। মনে হচ্ছে—চক্রবর্ত্তীবাড়ী আর রায়বাড়ীর মাঝখানে যে পাথরের দেওয়াল গড়ে উঠেছিল—তাতে যেন আজ ফাটল ধরল।

অহীন। তোমার কল্পনা যেন সত্যিই হয় উমা—এই আশীর্ব্বাদই করে গেলাম তোমাকে। [প্রস্থান

(উমা তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর চলিয়া গেল, শূন্য রঙ্গমঞ্চে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল অচিন্ত্য)

অচিন্ত্য। করলেন কি My Lord—এ আপনি করলেন কি! লোকে যে যা' তা বলছে। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ছোট ছেলে আপনার নাকের ঝামা ঘষে দিয়ে গেল। তাই আপনি সহ্য করলেন? ছি—ছি—ছি!

(মিত্তিরের প্রবেশ)

মিত্তির। অচিন্ত্যবাবু, এ সব আপনি কি বলছেন?

অচিন্ত্য। যা সকলে ভাবছে, সকলে বলছে, তাই বলছি গভর্ণর সাহেব। Yes,—সকলেই বলছে। শূলপাণি বলছে—ঘস-ঘস—করে ঝামা ঘসে দিয়ে গেল।

মিত্তির। অচিন্ত্যবাবু, ইন্দ্ররায়কে জানেন তো?

অচিন্ত্য। (চমকিয়া উঠিল) কেন বলুন তো?

মিত্তির। লোকে বলে,—ইন্দ্ররায বাগলে হয খোঁচাখাওযা বাঘ। তাব থাবায সিংহেব মতন পুরুষ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ঘাযেল হযে গেছে। সাধারণ মানুষেব মাথায সে থাবা পড়লে মুণ্ডু ছিঁড়ে চলে আসে।

অচিন্ত্য। সত্যি কথা। লোকে তাই বলে।

মিত্তিব। তবে ওঁকে খোঁচা মাববেন না। যা' তা' কথা বলে চেঁচাবেন না।

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) মিত্তিব। মিত্তিব রযেছ? মিত্তিব।

মিত্তিব। আজ্ঞে!

অচিন্ত্য। আমি পালাই। মিত্তিব মশাই—আমি—

(ইন্দ্রবায তাহার পূর্ব্বেই প্রবেশ কবিলেন)

ইন্দ্র। সাঁওতালেবা চলে গেছে, না মিত্তিব! ও—কে? অচিন্ত্যবাবু পালাচ্ছেন কেন? বসুন!

অচিন্ত্য। আমার অপবাধ হযে গেছে খুব। আমি অন্যায বলেছি।

ইন্দ্র। না—না। আপনি পাঁচজনেব কথা বলেছেন। আপনাব অন্যায কি? লোকে এই কথা বলছে না কি অচিন্ত্যবাবু?

অচিন্ত্য। আমাকে মার্জ্জনা করবেন খুব। লোকে বললেও আমি আর বলব না।

ইন্দ্র। না—না। আপনাব কোন ভয নেই, আপনি বসুন। মিত্তির! হরিশকে তুমি আবাব পাঠাও। ধরে আনুক সাঁওতালদেব। আমার ভ্রম হযে গেল মিত্তির, আমাব ভ্রম হযে গেল। ছেলেটা আমায মামাবাবু বলে ডাকলে। আমাব মনে হ'ল—রাধারাণীব সন্তান এসে আমায ডাকছে (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন)। যাক্, যা হযে গেছে গেছে। তুমি ডাক হরিশকে আমার কাছে।

মিত্তিব। আজ্ঞে? (মাথা চুলকাইল)

ইন্দ্র। হরিশকে ডাক। আমি হুকুম দিচ্ছি।

মিত্তির। আজ্ঞে এইমাত্র খবর পেলাম—চক্রবর্ত্তী বাড়ীর বড় ছেলে, নায়েব যোগেশ মজুমদার মহল থেকে ফিরল। ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠবে।

ইন্দ্র। ভয় পাচ্ছ? ফৌজদারী হবে?

মিত্তির। ভয় পাই নি। তবে ভাবছি—ফৌজদারীতে হঠব না, কিন্তু মামলায় হয় তো ঠকতে হবে। সাঁওতালেরা যে রকম রাঙাবাবু বলে চক্রবর্ত্তী বাড়ীর উপর ঝুঁকেছে—তাতে ওদের জমিদার স্বীকার করলে আমাদের হারতে হবে মামলায়। তার চেয়ে—

ইন্দ্র। তার চেয়ে—?

মিত্তির। তার চেয়ে আমি বলি কৌশলে কাজ উদ্ধার করাই ভাল হবে।

অচিন্ত্য। Yes My Lord, Governor—ভাল বলেছেন। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্ব্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্, পশ্য সিংহ মদোন্মত্ত শশকেন নিপাতিত!

ইন্দ্র। আপনি একটু থামুন অচিন্ত্যবাবু।

মিত্তির। আমি বলছিলাম—সাঁওতালরা তো খানিকটা চর চাষ করছে। বাকী চরটা গোটাই প্রায় পড়ে রয়েছে। ওটা যদি শক্ত জোরালো প্রজা দেখে আমরা এখন বন্দোবস্ত ক'রে দি—মানে—সাঁওতালরা বলবে—চক্রবর্ত্তীবাবুরা আমাদের জমিদার—এরা বলবে রায়হুজুর আমাদের জমিদার। সে ক্ষেত্রে দাঙ্গা করলেও আমাদের অনধিকার প্রবেশ হবে না। তার পর স্বত্বের মোকদ্দমা—সে অনেক দূর!

ইন্দ্র। পরামর্শ খুবই ভাল। কিন্তু সে রকম লোক কোথায় পাচ্ছ?

মিত্তির। আমি বলছিলাম—ননী পালের কথা!

ইন্দ্র। ননী পাল! কিন্তু ওটা যে একটা পাষণ্ড! কোন ভদ্রলোকের ছেলের কান ম'লে দিয়েছিল না?

মিত্তির। আজ্ঞে হাঁ লোকটা বিড়ির দোকান করে। বিড়ির দরুণ দু আনা পয়সা পেত। কিছুদিন তাগাদা ক'রে না পেয়ে,—দুটো কান ম'লে দিয়ে বলেছিল—এতেই শোধ হ'ল আমার দু আনা।

ইন্দ্র। হুঁ!

মিত্তির। তাহ'লে ননী পালকে—

(অচিন্ত্য প্রস্থানোদ্যত হইল)

ইন্দ্র। চা খেয়েছেন অচিন্ত্যবাবু?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে না।

ইন্দ্র। তবে চললেন যে?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। দুর্জ্জন আসবার আগেই স্থান ত্যাগ করা নিরাপদ। সর্ব্বনাশ। ননী পাল সাক্ষাৎ একটি ব্যাঘ্র। হঠাৎ থাবা মেরে বসে। গাছ গাছড়া নিয়ে মা লক্ষ্মী আমার মাথায় থাকুন। ব্যবসায় আমার কাজ নেই মশাই। সর্ব্বনাশ। বাটা চরের ওপর কোন দিন খুন ক'রে ফেলবে আমাকে। My God!

[প্রস্থান

(ইন্দ্র হাসিলেন)

মিত্তির। তা হ'লে

ইন্দ্র। (গম্ভীরভাবে বার দুয়েক পায়চারী করিয়া) আচ্ছা ডাকাও ননী পালকে। চক্রবর্ত্তীদের আমি ক্ষমা করতে পারব না।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দরদালান

(রামেশ্বর বসিয়া আছেন)

রামেশ্বর। "অসদো মা সদ্‌গময়ো, তমসো মা জ্যোতির্গময় !" শঙ্কর ! আশুতোষ—আর যে অন্ধকারে থাকতে পারছি না প্রভু !

(সুনীতির প্রবেশ)

কে ?

সুনীতি। আমি।

রামেশ্বর। তুমি ? তুমি সুনীতি ? ও ! তুমি ! ওঃ !

সুনীতি। হ্যাঁ। এইবারে একটু জানালার ধারে এসে ব'স। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, এইখানে ব'স।

রামেশ্বর। আঃ বাতাসে চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে। এটা কি মাস বল ত ?

সুনীতি। চৈত্র মাস--

রামেশ্বর। "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে॥
মধুকর নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে॥"

অহীন। (নেপথ্যে) মা !

সুনীতি। আয়, ভেতরে আয় বাবা !

(অহীনের প্রবেশ)

রামেশ্বর। অহীন ?

অহীন। হ্যাঁ বাবা, আমি !

রামেশ্বর। মহীন কোথায় ? মহীন ?

সুনীতি। কাছারী বাড়ীতে গেছে।

রামেশ্বর। অহীন কি পাশ ক'রেছে নয় ?

সুনীতি। I. A তে জলপানি পেয়েছে। এবার B. A. দিয়েছে !

রামেশ্বর। বাঃ বাঃ ! রাজা দিলীপের পুত্র রঘু, সমস্ত বংশের তিনি মুখ উজ্জ্বল ক'রেছিলেন, তাই তাঁর বংশের নাম হ'য়ে গেল রঘুবংশ ! তুমি রঘুবংশ প'ড়েছ অহী ? মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ ? বাগর্থা-বিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে জগতঃপিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। মহাকবি কালিদাস !

অহীন। আমি ইকনমিক্স্ নিয়েছি, সংস্কৃত কাব্য আমাকে পড়তে হয় না। তবে আমি ঘরে পড়ি সংস্কৃত।

রামেশ্বর। ইংরেজদের এক মহাকবি আছেন, তাঁর নাম সেক্ষপীর ! তাঁর বইও প'ড়ো !

অহীন। আজ্ঞে হ্যাঁ ! B. A.তে সেক্স্পীয়র পড়ছি।

সুনীতি। তুই এইখানে ব'স্ অহী,—আমি তোর খাবার নিয়ে আসি।

রামেশ্বর। (চকিত হইয়া) না--না ! যাও অহি, ভাল করে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফেল, গরমের দিন স্নানই করে ফেল বরং, তারপর খাবে। যাও, যাও, একটু খোলা বাতাসে যাও বরং।

[অহীনের প্রস্থান

সুনীতি। কেন তুমি ওকে এমন করে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে ? ছেলেরা কাছে এলে কেন তুমি এমন কর ?

রামেশ্বর। (দুহাত বাড়াইয়া) অতি ঘৃণিত সংক্রামক ব্যাধি। মহা-ব্যাধি ! মহা-ব্যাধি। কুষ্ঠ, কুষ্ঠ !

সুনীতি। না, কবরেজ বলেছেন, ডাক্তার বলেছেন, রক্তপরীক্ষা হ'য়েছে, ও রোগ তোমার নয় !

রামেশ্বর। জানে না সুনীতি, ওরা জানে না। (দূর হইতে মাদল ও বাঁশীর শব্দ ভাসিয়া আসিল) উঃ আঙুলগুলো বড় টাটাচ্ছে—আর কি লাল হ'য়ে উঠেছে। ও কিসের শব্দ সুনীতি ?

সুনীতি। সাঁওতালরা মাদল বাজাচ্ছে। বাঁশী বাজাচ্ছে।

রামেশ্বর। হুঁ! সাঁওতালরা—নয় ?

(সুনীতি যাইতেছিলেন)

শোন—শোন!

সুনীতি। বল।

রামেশ্বর। দেখ, আমি বড় চিন্তিত হ'য়ে প'ড়েছি সুনীতি!

সুনীতি। কেন ?

রামেশ্বর। ভাবছি, অহী যদি সাঁওতালদের নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা করে ?

সুনীতি। না গো, না! অহী আমাদের সে রকম ছেলে নয়।

রামেশ্বর। সাঁওতালরা ওকে চিনেছে যে! নাম দিয়েছে রাঙাবাবু! রাঙাঠাকুরের নাতি, রাঙাবাবু!

মহীন। (নেপথ্যে) চর নিয়ে রায়েরা দাঙ্গা করতে চায় নাকি ? বলবেন, চরের ওপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব আমি।

রামেশ্বর। চর ? দাঙ্গা ? সুনীতি, কোন চর নিয়ে দাঙ্গা ?

সুনীতি। কালিন্দীর ওপরে একটা চর উঠেছে—

রামেশ্বর। উঠেছে ? চর উঠেছে ? কালের ভগ্নী কালিন্দী চরটা তুলেছে ? (থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল

সুনীতি। কি হ'ল গো ? এমন ক'রছ কেন ?

রামেশ্বর। কালের ভগ্নী কালিন্দী! কালের ভগ্নী। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! অমোঘ বিধান। হে ভগবান! কালের ভগ্নী কালিন্দীর চরে এল সাঁওতালেরা। তারা চিনলে রাঙাঠাকুরের নাতিকে। নাম দিলে

বাঙাবাবু। তুমি জান সুনীতি—বাঙাঠাকুরের কথা। আমার বাবা —দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পিঙ্গল কেশ পুরুষ—তার কথা জান ?

সুনীতি। তুমি ব'স। স্থির হয়ে বস। আমি জানি, তাঁর কথা আমি জানি।

রামেশ্বর। না—না—না। জান না। চক্রবর্ত্তী বংশ কুলীন তান্ত্রিকের বংশ। আমার প্রপিতামহ শবসাধনা করতে গিয়ে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। জান ?

সুনীতি। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন ?

রামেশ্বর। এই দেখ, তুমি তো জান না সুনীতি, তুমি তো জান না! কি করে জানবে। তান্ত্রিক সাধনা—গুপ্ত সাধনা। তবে তোমার জানা উচিত। হ্যাঁ জানা উচিত।

সুনীতি। শুনব—অন্যদিন শুনব।

রামেশ্বর। না। আজই শুনে রাখ। ওপারে কালিন্দী তুলেছে চর, সেখানে এসেছে সাঁওতালেরা, চক্রবর্ত্তী বাড়ীর ছেলে—তোমার গর্ভের সন্তান অহীনের মধ্যে তারা আবিষ্কার করেছে রাঙাঠাকুরকে। মশাল জ্বেলে তারা দেখে গেল তাকে। অদ্ভুত যোগাযোগ সুনীতি! তুমি শুনে রাখ সে কথা।

সুনীতি। তুমি শান্ত হও। ওসব তোমার মনের উদ্ভট ভাবনা। বস—স্থির হয়ে বস। মাথায় একটু জল দিয়ে ধুয়ে দোব ?

রামেশ্বর। যোগভ্রষ্ট তান্ত্রিকের বংশ। প্রপিতামহ শবাসন ছেড়ে হলেন উন্মাদ, পিতামহ রায়বংশে বিবাহ করে সাধনা ছেড়ে হলেন সম্পদের অধিকারী। (হাসিলেন) তবু সর্ব্বনাশী সঙ্গে ফেরে। সে ছাড়বে কেন ? সে কৌতুক করলে। রায়বংশের এক তরফের উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে বিবাহ ক'রে ঠাকুরদাদা সাধক থেকে হলেন জমিদার। সর্ব্বনাশী—কৌতুক ক'রে বিরোধ বাধিয়ে দিলেন—

রায়বংশের অন্য তরফের সঙ্গে। রায়বংশকে তিনি ব'লতেন—ছোটলোকেরবংশ। এক হুঁকোতে তামাক খেতেন না। আক্রোশে রাযবংশ গজরাত। অজগরের মত গজরাত! সব সেই সর্ব্বনাশীর চক্রান্ত! (হাসিলেন)

সুনীতি। কার? কি বলছ?

রামেশ্বর। তার! তার! এলোকেশী সর্ব্বনাশী! তার চক্রান্ত—তার অভিশাপ। তার সাধনা ছেড়ে সম্পদের সাধনায় মগ্ন হ'ল চক্রবর্ত্তীরা—সে অসন্তুষ্ট হবে না? ক্রুদ্ধ হবে না? আমার বাবার বুকে সেই জ্বালিযে তুললে আগুন। সাঁওতালেরা ঠিক বলেছে—আগুনের পারা বরণ, হ্যাঁ—অগ্নিবর্ণ পুরুষ—মাথায় পিঙ্গল কেশ, চোখে পিঙ্গল দ্যুতি, আমার বাবা সোমেশ্বর চক্রবর্ত্তী—মেতে উঠলেন সাঁওতাল বিদ্রোহে।

(উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজিত হযে)

সাঁওতালদের পীড়ন করছিল, খ্রীষ্টান করছিল পাদ্রীরা, ইংরেজ কুঠীযালেরা তাদের মেযেদের নিযে ছিনিমিনি খেলছিল। রাযেরা—রাযেদের মত জমিদারেরা তাদের ঠকাচ্ছিল। গৃহস্থেরা ঠকাচ্ছিল তাদের। তারা ক্ষেপে উঠল!

সুনীতি। হ্যাঁ—শুনেছি। সাঁওতালেরা ঘি বেচতে আসত—কিন্তু এক হাঁড়ি ঘিযেও কখনও এক সের পূর্ণ হ'ত না। মাপের সেরের তলায ফুটো থাকত—তাতে মোম দেওয়া থাকত, হাঁড়ির মুখে সের রেখে গরম ঘি ঢাললেই মোম যেত গ'লে—ছিদ্র দিযে ঘি পড়ে যেত তলার হাঁড়িতে। সের পূর্ণ হ'ত না। সাঁওতালেরা খেপবার আগে নাকি বলেছিল—"একবার বুল—তুই হলো।"

রামেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ। তারপর তারা খেপলো। বাবা বললেন আমি তোদের সঙ্গে আছি। তারা ধ্বনি দিলে—জয় বাবা রাঙাঠাকুরের

—তুহি আমাদের রাজা! অন্যাযের প্রতিকার করতে গিযেও বাবা বোধ হয রাজা হওযার স্বপ্ন দেখেছিলেন সুনীতি! রাযবংশ শঙ্কিত হয়ে উঠল—আগুন লাগল।

সুনীতি। রাযেরা সাযেবদের কাছে খবর পাঠিযেছিল। জানি! তিনি রাযেদের উপর খেপে উঠলেন।

রামেশ্বর। (হেসে) ছলনা—সবই তার ছলনা সুনীতি! বাবা ক্রোধে গর্জ্জে উঠলেন—রাযহাট ভূমিসাৎ করে দেব আমি। রাযবংশ নির্ব্বংশ করে দেব। তার পিঙ্গল চোখে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হল বজ্রাঘাত।

সুনীতি। বজ্রাঘাত?

রামেশ্বর। হ্যাঁ বজ্রাঘাত। আমার পিতামহী রাযবংশের কন্যা—পিতৃকুলের মমতায ছেলের পাযে সত্যিই আছাড় খেযে পড়লেন—ওরে ক্ষান্ত হ’। মুহূর্ত্তে বাবা যেন বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হযে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—আমার মাথায তুমি বজ্রাঘাতের ব্যবস্থা করলে মা!

সুনীতি। উঃ মাগো! ওগো! না আর বলো না তুমি। আমি আর শুনতে পারব না।

রামেশ্বর। তারপর সেই রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। হাতে এক উলঙ্গ তরবারি। গভীর রাত্রে অমাবস্যার অন্ধকারে রাযহাট ছেড়ে চলে ছিলেন তিনি সাঁওতালদের জঙ্গলের দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে তাঁকে কে বললে—ওগো একটু আস্তে চল, আমি যে সঙ্গে চলতে পারছি না। বাবা চমকে উঠলেন। ফিরে দেখলেন পিছনে আসছেন আমার মা! পাঁচ বছরের ঘুমন্ত আমাকে ফেলে তিনি স্বামীর অনুসরণ করেছেন। বাবা চমকে উঠলেন, বললেন—তুমি কোথায যাবে? মা বললেন আমি কোথায থাকব? ইংরেজরা যদি জিতে, জিতবেই তারা,

যখন তারা এসে আমায় ধরে নিয়ে যাবে—তখন রক্ষা কে করবে আমাকে? আমায় কার কাছে রেখে যাচ্ছ তুমি। বাবা ভাবলেন—তারপর বললেন—এক স্থান আছে। সম্মুখে ছিল মা সর্ব্বরক্ষার আশ্রম। সেখানে ঢুকলেন। বললেন—এইখানে থাকবে তুমি। এই মায়ের কাছে। প্রণাম কর। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর। তারপর সুনীতি তারপর—

সুনীতি। কি তারপর?

রামেশ্বর। মা আমার আশ্রয় পেলেন। শান্তির আশ্রয়। মাটিতে মা লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। সর্ব্বরক্ষার পাষাণ মূর্ত্তিতে বোধ হয় দীপ্তি ঝলক দিয়ে উঠল, সেই ঝলকের প্রতিচ্ছটা বাজল গিয়ে বাবার হাতের শাণিত তরবারিতে। ক্ষিপ্র চকিত বিদ্যুতের মত ঊর্দ্ধে উঠে নামল সে তরবারি সর্ব্বরক্ষার প্রাঙ্গণ ভেসে গেল রক্তের প্রবাহে। বাবা আমার হা-হা করে হেসে উঠলেন।

সুনীতি। (চীৎকার করে উঠলেন) না—না—না। আর বলো না। আর বলো না।

রামেশ্বর। ভয় পাচ্ছ? শিউরে উঠছ? ছলনা সুনীতি—স—ব ছলনা। ছলনাময়ীর ছলনা। নইলে এই ঘটনার পরও বাবা আবার হত্যা উৎসবে মাতেন। রক্তাক্ত তরবারি হাতে তিনি ছুটে গেলেন শাল জঙ্গলে, হাজার হাজার সাঁওতাল তখন মদে সিঁদুর মেখে রক্তমুখ দানবের মত নাচছিল, মাদল বাজছিল ধিতাং ধিতাং—মশালের আলোয় শালগাছের দীর্ঘ ছায়ার মধ্যে সে এক ভয়াল দৃশ্য। উলঙ্গ রক্তাক্ত তরবারি হাতে বাবা সেখানে গিয়ে পড়লেন জীবন্ত অগ্নিশিখার মত। সেখান থেকে তাদের নিয়ে ছুটলেন। সাহেবদের কুঠী লুট করে, পাদ্রীদের মিশন ভেঙে—গ্রাম জ্বালিয়ে—নরনারী শিশুকে হত্যা করে ছুটে চললেন। তারপর এই কালিন্দীর কূলে করলেন প্রায়শ্চিত্ত।

ইংরেজ পল্টনের রাইফেলের গুলিতে কালিন্দীর জলে বুকের রক্ত ঢেলে কাল জল রাঙা করে দিয়ে খেলা শেষ করলেন। শক্তিসাধনার বিকৃত তৃষ্ণা নিবৃত্তি হল, রাজ্য প্রতিষ্ঠার কামনার আগুন নিভল।

সুনীতি। এই সব ভেবেই তুমি এমন অসুস্থ হয়েছ। না তুমি এমন করে এ সব ভেবো না। ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় পুরুষ। আজও ওই সাঁওতালেরা তাঁর কথা হলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

রামেশ্বর। ইতিহাস। শুধু ইতিহাসই দেখছ সুনীতি। আর কিছু দেখছ না। ওঃ—না—না—। জানবে কি করে? তুমি জানবে কি করে? আমার ইতিহাস—। নাঃ—নাঃ না—।

সুনীতি। কি? কি না?

রামেশ্বর। বংশ। বংশ। বংশের ধারা। কাল কালিতে ছাপা নয়, টকটকে লাল ধারার মধ্যে বয়ে চলেছে পুরুষের পর পুরুষে—। লহরে—ফুলের মত পবিত্র কোমল রাধারাণী। রায়বাড়ী আর চক্রবর্ত্তী বাড়ীর মিলনের জন্য রাধারাণীকে বিবাহ করলেন। নাঃ—নাঃ--নাঃ--।

সুনীতি। তুমি স্থির হয়ে বস। শুনছ।

রামেশ্বর। ওই হাতে নিষ্ঠুর ক্রোধে ফুল কখনও দলেছ তুমি? কোমল সুগন্ধ ফুল, দেখেছ কখনও? আঃ—আঃ আঃ। ফুলের রস হাতে লাগলে হাত চটচটায় আঃ—। সুনীতি আঃ—আঙুলগুলো চটচটাচ্ছে চোখ জ্বালা করছে। উঃ—উঃ—কোথায় যাই? তো—কোথায় যাই? সর্ব্বনাশী আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আঃ—

[দ্রুত প্রস্থান

(সুনীতি তাঁহার অনুসরণ করিল)

সুনীতি। ওগো, ওগো। পড়ে যাবে। ওগো! আঃ—ছি-ছি-ছি! ওগো! [প্রস্থান

(যোগেশ মজুমদার মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রের প্রবেশ)

মহীন্দ্র। ও চর আমাদের হতে বাধ্য। এ পারে আমাদের চক্ রাঘবপুর ভেঙে ওপারে আমাদেরই আফজলপুরের গায়ে লাগিয়ে চর তুলেছে কালিন্দী। ও চর আমাদের।

যোগেশ। তা ছাড়া সাঁওতালেরা যখন রাঙাঠাকুরের বংশকেই জমিদার বলে মেনেছে তখন দখলও আমাদের হয়ে গেছে। রায়েরা ঝগড়া করতে এলে ঠকবেন।

মহীন্দ্র। সাঁওতালদের ওখানে এক্ষুনি লোক পাঠান—রায়েদের লোক ডাকতে এলে কেউ যেন না যায়। জবরদস্তি করলে আমাদের যেন তৎক্ষণাৎ খবর দেয়। রায়েদের ডাকে যে যাবে তাদের জরিমানা করব আমি।

অহীন্দ্র। না দাদা। সে হয় না।

মহীন্দ্র। কি হয় না?

অহীন্দ্র। ও বাড়ীর মামাকে আমি কথা দিয়েছি—যে—

মহীন্দ্র। ও বাড়ীর মামা? কে ওবাড়ীর মামা? ও—ইন্দ্র রায়? বাঃ—চমৎকার! সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়েছে বুঝি মা?

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। কি মহীন?

মহীন্দ্র। ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে অহীনের মামা সম্বন্ধ বুঝি তুমি পাতিয়ে দিয়েছ?

সুনীতি। হ্যাঁ। উনি তোমাদের মামাই তো!

মহীন। না। ওকথা তুমি ব'লো না মা। যে আমাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে, সে আমার শত্রু! ইন্দ্র রায়ের জন্যই আমাদের আজ এই দুরবস্থা! নইলে বড় মায়ের জন্যে দুঃখ আমাদেরও হয়!

অহীন। একটা মীমাংসা—

মহীন। কিসের মীমাংসা ? আইনতঃ, ধর্ম্মতঃ চর আমাদের।

অহীন। (হাসিয়া) আইনতঃ বলছ বল, কিন্তু ধর্ম্মতঃ কেমন ক'রে ব'লছ বুঝি না। চর উঠ্‌ল নদীর বুকে, সাঁওতালেরা তাতে চাষ করছে—

মহীন। তুমি চুপ কর অহীন। তোমার ওসব কথা আমি সহ্য করতে পারি না।

অহীন। যাক্ গে সব কথা। কিন্তু রায়মশায়ও তো বলছেন চর আমার!

মহীন। ওঁরা যদি কাল এসে বলেন, এই বাড়ীখানা আমার?

সুনীতি। অহীন, আয় বাবা, বাড়ীর ভেতরে আয়। দাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রতে নেই।

অহীন। না—না! তুমি রাগ করেছ দাদা?

মহীন! না—না—তুই বাড়ীর ভেতরে যা। এ সবের মধ্যে তোকে থাকতে হবে না। তুই এখন পড়।

[অহীন ও সুনীতির প্রস্থান

যোগেশ। রায়মশাই দাঙ্গা হাঙ্গামাই করতে চান। আপোষ তিনি চান্ না। এই মাত্র আমি ওখানে গিছলাম। আমি বললাম, প্রমাণ দেখে, আপনিই মীমাংসা ক'রে দিন। উত্তরে বললেন—প্রমাণ প্রয়োগ নয়, প্রমাণী লাঠি প্রয়োগ ক'রে মীমাংসা হবে।

মহীন। যান্, অহী বাঁদরটাকে আর মাকে সেই কথা বলে আসুন। মায়ের যেমন—ভাবেন, দুনিয়া ভোর মানুষের অন্তর বুঝি তাঁরই মতন!

(নবীন বন্দুক ও টোটার বেলট লইয়া প্রবেশ করিল)

নবীন। এই সেদিন ছোট দাদাবাবু চরে একটা অজগর মেরেছেন। বড় দাদাবাবু—

মহীন। কে অহী?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহীন। আর কি কি মেলে ?

নবীন। শিয়াল আছে, খটাস্ আছে, খরগোস আছে, তিতির আছে! বুনো শূয়ার আছে, নেকড়ে আছে। হেঁ!

মহীন। হুঁ। তা হ'লে চল্—আজই বিকেলে যাব শীকার করতে। চরটাও দেখা হবে।

মহীন। (বন্দুক খুলিয়া) বড় অপরিষ্কার হ'য়ে আছে।

যোগেশ। আমাদের কিন্তু বরকন্দাজ—লাঠিয়াল কিছু রাখতে হবে এখন।

মহীন। নবীনকে বলুন। যেমন মাইনে পাচ্ছিল—

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) হ'ল, বেশ হ'ল! ভাল হ'ল, উত্তম হ'ল! খুব ভাল কাজ করলেন রায়মশায়। ও চরে আর কেউ যাবে? সমস্ত চর পড়ে থাকবে। আমি এমন plan দিলাম—

মহীন। অচিন্ত্যবাবু চর নিয়ে কি বলছে না? ডাকুন তো!

যোগেশ। অচিন্ত্যবাবু! ও মশায়!

(অচিন্ত্যর প্রবেশ)

ব্যাপার কি মশায়? হ'ল কি!

অচিন্ত্য। আজ তিন রাত্রি আমি হিসেব নিকেশ ক'রে লাভ ঠিক ক'রলাম। কলকাতায় সাত আটটা ফার্মকে চিঠি লিখলাম, সাত আট আনা পয়সা আমার খরচ হ'য়ে গেল। আর, রায়মশায় মাঝখান থেকে ননী পালকে দিলেন চর বন্দোবস্ত ক'রে।

যোগেশ। ননী পাল?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাল কাজ করলেন না রায়মশায়, এ আমি নিশ্চয় বলব। Dangerous gameএ হাত দিয়েছেন ইন্দ্র রায়! ননী পাল সাক্ষাৎ ব্যাঘ্র! লোকটা হঠাৎ মেরে বসে লোককে! **without any notice**!

মহীন। নবীনকে পাঠান তো মজুমদার কাকা, ননীকে ডেকে আনবে? না আসে - তুলে নিয়ে আসবে।

[যোগেশের প্রস্থান

অচিন্ত্য। (ঢেকুর তুলিতে তুলিতে) বাপরে! বাপরে! ভাস্কর লবণ খানিকটা না খেলে এইবার গ্যাস হবে। গ্যাসে হার্টফেল হওয়া বিচিত্র নয়। [দ্রুত প্রস্থান

(যোগেশ, ননী পাল ও নবীনের প্রবেশ)

যোগেশ। রাস্তাতেই ননীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে বললাম আমি, ও আমাদের সবিকে সবিকে বিবাদ,—এর মধ্যে তুমি কেন? আমরা তো তোমার অনিষ্ট করি নি।

ননী। তা মশায় এর আর তা। মন্দ কি? সম্পত্তি রাখতে গেলেও ঝগড়া, করতে গেলেও ঝগড়া। সে ভেবে সম্পত্তি কে ছেড়ে দেয় বলুন?

মহীন। দেখ ননী। ও চর হল আমার। ইন্দ্র রায়ের নয়। তোমার আমি বারণ করছি, তুমি এর মধ্যে এস না।

ননী। (অতি উষ্ণভাবে) সম্পত্তি আপনার—তারই বা ঠিক কি বলুন।

মহীন। আমি বলছি।

ননী। সে তো রায় মশায়ও বলছেন—সম্পত্তি তেনার।

মহীন। তিনি সত্যি কথা বলেন নি।

ননী। (ব্যঙ্গস্বরে) আর আপনি সত্যি কথা বলছেন।

নবীন। এই ননী পাল!

মহীন। চক্রবর্ত্তী বংশ রায়েদের মত নীচ নয়, তারা কখনও মিথ্যে কথা বলে না।

যোগেশ। মহীনবাবু! মহীনবাবু!

ননী। হ্যাঁ, হ্যাঁ! সে সব আমরা খুব জানি, গোটা চাক্‌লার লোক জানে,—দুনিয়ার লোক জানে। চক্রবর্ত্তীবাড়ীর কথা আবার না জানে কে?

মহীন। কি? কি বলছিস তুই?

ননী। (ব্যঙ্গভরে) বলছি তোমার বড়মায়ের কথা হে বাপু? বলি যার মা বেরিয়ে যায়—

সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ক্রোধে বন্দুক লইয়া মহীন গুলি করিল—

ননী পড়িয়া গেল

(সুনীতি, অহীন দ্রুত প্রবেশ করিল)

সুনীতি। মহীন! মহীন! এ তুই কি করলি বাবা?

মহীন। বড়মায়ের অপমান করেছিল মা!

(রামেশ্বরের প্রবেশ)

রামেশ্বর। কি হল? কি হ'ল? এত গোলমাল? একি—এত রক্ত?—আঃ—আঃ—সর্ব্বনাশী—সর্ব্বনাশী রে—।

মহীন। আমি ওকে গুলি করে মেরেছি বাবা।

রামেশ্বর। পালিযে আয়—ওরে তুই পালিযে আয। আমি তোকে বুক দিয়ে লুকিযে রাখব।

মহীন। কেন লুকোব বাবা? আমি কোন অন্যায় করি নি! ও আমার বড়মাযের অপমান করেছিল।

রামেশ্বর। কার? কার অপমান?

মহীন। আমার বড়মায়ের। সব চেযে বড় অপমান করতে চেয়েছিল। আমি তার শোধ নিয়েছি।

রামেশ্বর। রাধারাণীর অপমানের শোধ নিয়েছিস?

মহীন। হ্যাঁ বাবা। আমাকে অনুমতি করুন—আমি থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করি।

বামেশ্বব। সারেণ্ডার করবি? ওরা তোকে ফাঁসী দেবে।

মহীন। যাব ফাঁসী!

বামেশ্বব। (মহীনেব মুখ ধবিযা) ওরে—ওবে—ওরে --তোকে আমি আশীর্ব্বাদ কবছি! তোকে আমি আশীর্ব্বাদ কবছি। সুনীতি তুমি আশীর্ব্বাদ কব। রাধারাণী--বাধাবাণী—বাধারাণী।—আশীর্ব্বাদ কব তুমি আশীর্ব্বাদ কর!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দরদালান

ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহার সম্মুখে বসিয়া আছেন রামেশ্বর। বাঁ হাতে বাঁ চোখ চাপিয়া ধরিয়া ডান চোখ মেলিয়া নিবিষ্ট মনে ডান হাত ঘুরাইয়া দেখিতেছেন।

সুনীতি মাটিতে বসিয়া রামেশ্বরের বসিবার আসনে মাথা রাখিয়া যেন অসহ দুঃখ বেদনায় ভাঙিয়া পড়িয়াছেন।

রামেশ্বর। সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে তোমার বিচার, ভুল নাই, ভ্রান্তি নাই — অমোঘ নির্ভুল। (তারপর ডাকিলেন) সুনীতি!

(সুনীতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন)

এই হাতটা এই চোখটা আমার ভাল হয়ে গেল। দেখেছ? (আলোর সামনে হাত ঘুরাইয়া) কোন যন্ত্রণা নেই, কোন দাগ নাই! (আলোর কাছে চোখটি লইয়া ঝুঁকিয়া) এই দেখ, আলোর ছটায় সামনে কেমন চেয়ে রয়েছি। জীবনে অগ্নি আমার নিভে গিয়েছিল। আজ নূতন করে জ্বলল।

(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

(সঙ্গে সঙ্গে সুনীতিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

সুনীতি। কোথায় যাবে? বস — স্থির হয়ে বস।

রামেশ্বর। তুমি কাঁদছ সুনীতি?

সুনীতি। ওগো—আর আমি পারছি না। আমার মহীন—

(কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল তাঁহার)

রামেশ্বর। দ্বীপান্তর হয়ে গেল। দশ বৎসর। আন্দামান। কালাপানি। গাঢ় কালো জলে ঘেরা অভিশপ্ত দ্বীপ।

সুনীতি। না—না, তুমি বস। উত্তেজিত হ'য়ো না তুমি।

রামেশ্বর। প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত। হে দণ্ডদাতা তোমাকে প্রণাম করি, তোমাকে প্রণাম করি। বাকী প্রায়শ্চিত্তটুকু—হে দণ্ডদাতা—। (হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন—তারপর বসিলেন) সুনীতি।

সুনীতি। বল।

রামেশ্বর। বলব? সহ্য করতে পারবে?

সুনীতি। তোমার জন্যে আমি মহীনের দুঃখকে মুছে ফেলেছি, (হাসিলেন তবু জিজ্ঞাসা করছ সহ্য করতে পারব কি না? বল কি বলছ?

রামেশ্বর। না না—না। পারব না। বলতে পারব না। হে শঙ্কর তুমি আমাকে দণ্ড দাও। বজ্র দিয়ে আঘাত কর। অহীনকে—সুনীতির অহীনকে—হে দণ্ডদাতা—

সুনীতি। (চীৎকার করিয়া উঠিলেন) না—না—না। বলো না—বলো না—ওকথা তুমি বলো না।

যোগেশ (নেপথ্যে)। মানদা।

রামেশ্বর। চুপ। কে আসছে। আমি পালাই। আমি পালাই।

[প্রস্থান

যোগেশ (নেপথ্যে)। মানদা।

(মানদা প্রবেশ করিয়া নেপথ্যের দিকে চাহিয়া বলিল)

মানদা। নায়েববাবু মা। ভেতরে ডাকব এখন?

সুনীতি। ডাক। (খুঁটে চোখ মুছিলেন)

মানদা। নায়েববাবু আসুন—ভেতরে আসুন !

(যোগেশের প্রবেশ)

মানদা। যাক, আপনার যে মনে পড়েছে এ বাড়ী বলে—এও আমাদের ভাগ্যি ! শেষে এলেন।

যোগেশ। আসতে পারিনি মানদা। মহীনবাবুর ওই খবর নিয়ে আসতে আর পা উঠল না।

সুনীতি। বসুন মজুমদার ঠাকুরপো ! মানদা একখানা আসন এনে দে মা !

যোগেশ। থাক্ বউঠাকরুণ ! আমি—আমি ; বলবার কথা আমি খুঁজে পাচ্ছি না বউঠাকরুণ !

মানদা। আমি বলে দিচ্ছি নায়েববাবু। মহলগুলি সব নিলেম হয়ে গিয়েছে—রায়হাট চক আফজলপুর আর চক রাঘবপুর ছাড়া।

যোগেশ। আমার ঠিক স্মরণ ছিল না, আমি তখন মহীনবাবুর মামলা নিয়ে--

সুনীতি। আমি সব শুনেছি ঠাকুরপো ! মহীনের দশ বৎসর দ্বীপান্তর হয়েছে। মহল নীলেম হয়ে গিয়েছে !

মানদা। আমাকে কিন্তু পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াতে হবে নায়েববাবু। নায়েব থেকে জমিদার হলেন।

যোগেশ। (চমকিয়া) এ তুমি কি বলছ মানদা ? মহল তো আমি ডাকি নি, ডেকেছে আমার সম্বন্ধী।

সুনীতি। আমি জানি ঠাকুরপো। সবই আমি শুনেছি।

যোগেশ। কি ব'লব বউঠাকরুণ, আমি তখন মহীনবাবুর মামলার রায় শুনে—হতভম্ব হ'যে গেছি ! রেভিনিউ বাকীর দায়ে মহাল নীলেমের

দিন যে সেই দিনই—সেটা আমার খেয়ালই ছিল না। যখন খেয়াল হ'ল, তখন নীলেম শেষ হ'য়ে গেছে।

মানদা। সে দিন কিন্তু সত্যনারায়ণের সেবাটী আপনার বাড়ীতে ভারী ভাল হ'য়েছিল নায়েববাবু! ফল—মূল—মিষ্টি—দুধ—যেমন ভোগ—তেমনি আলো—তেমনি আর সব ব্যবস্থা! আমি দেখে এসেছি।

যোগেশ। মানদার দাঁতগুলো যেমনি চকচকে—তেমনি কি পাত্‌লা ধাবালো! তুমি শিলে শাণ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার কর বুঝি?

মানদা। এই দেখুন, নায়েববাবু কি বলছেন দেখুন! বলি, হ্যাঁ গা—নেউলের দাঁতে কি শিল লাগে—না শাণ লাগে? সাপ কাটবার মত ধার ভগবানই যে তার দাঁতে দিয়েই দেন গো! আপনার মত—

সুনীতি। মানদা! ছিঃ!

মানদা। কিসের ছি গো! আপনার মত মানুষকে সংসার করতে হয় না! যে লজ্জার কাজ করলে, তার লজ্জা নাই, আপনার লজ্জা হ'চ্ছে! নায়েববাবু সম্বন্ধীর বেনামে মহাল নীলেম করিয়ে ডেকেছে, এ কথা জানে না কে?

[রাগ করিয়া চলিয়া গেল

যোগেশ। আপনি বিশ্বাস করুন বউঠাকরুণ, আমি--

সুনীতি। ও কথা পরে হবে ঠাকুরপো! আগে আমায় বলুন, মহীন কি ব'লে গেছে আমায়? অহীন আমায় সব বলেছে; তবু আপনার কাছে শুনতে চাই। হয় তো অহীন আমার কাছে কিছু লুকিয়েছে!

যোগেশ। বললেন, সম্ভব হ'লে বাবার কাছে খবরটা চেপে রাখবেন। মাকে কাঁদতে বারণ করবেন। আরও তাঁকে বলবেন যে, পাপ আমি করি নি। মায়ের অপমানের আমি শোধ নিয়েছি!

সুনীতি। আর? আর কি বলেছে আমার মহীন?

যোগেশ। আর বললেন অহীনবাবুর কথা!—অহীনকে যেন পড়ান হয়, যতদূর সে পড়তে চাইবে!

সুনীতি। আর?

যোগেশ। ওই কথাই ফিরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন! আর কি বলবেন? (একটু পরে) তা'হলে এখন আমি আসি বউঠাকরুণ?

সুনীতি। আর একটা কথা ঠাকুরপো!

যোগেশ। (দাঁড়াইল) বলুন।

সুনীতি। বলছি; আপনি তো সবই বুঝছেন। যে অবস্থায় ভগবান ফেললেন, তাতে ঝি, চাকর, রাঁধুনী সবই জবাব দিতে হবে। আপনার সম্মানই বা মাসে মাসে কি দিয়ে ক'রব ঠাকুরপো?

যোগেশ। তা বেশ তো বউঠাকরুণ! আর কাজও তেমন কিছু রইল না। লোকের দরকারই বা কি? তবে যখন যা দরকার পড়বে, আমি ক'রে দিয়ে যাব। মধ্যে মধ্যে নিজেই খোঁজ নেব আমি।

সুনীতি। না—না, আপনি আর কষ্ট করবেন না। আপনার নিজেরই এখন কাজ অনেক বেড়ে গেল। এর ওপর—

যোগেশ। না—না, বউঠাকরুণ, মহাল আমি ডাকি নি, আমার সম্বন্ধী ডেকেছে। সেও তো প্রায় আট হাজার টাকা ধার দিয়েছে—মহাল নীলেম—

সুনীতি। সে টাকাও আপনার, আমি জানি। আপনি লজ্জা পাবেন না ঠাকুরপো! আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। বহু কষ্টে সঞ্চয় করা টাকা আপনার,—হয় তো দৃষ্টিকটু হ'য়েছে; লোকে দোষ দিচ্ছে! কিন্তু আমি দোষ দিই নি, দেবও না। বরং এই আমার সান্ত্বনা যে, আমি আর ঋণী নই। আপনি তাহ'লে আসুন ঠাকুরপো!

[যোগেশের প্রস্থান

মানদা। (রুদ্ধ আক্রোশে) মাথার ওপর তুমি বজ্রাঘাত ক'রো, নির্ব্বংশ ক'রো। নইলে তুমি কাণা, কাণা, কাণা।

সুনীতি। ছিঃ মা। আমার অদৃষ্ট—কর্ম্মফল। কেন পরকে মিথ্যে শাপ-শাপান্ত করছিস্?

মানদা। (কাঁদিয়া ক্রোধে বেশ ম, আপ ন তাহ'রে দু' হাত তুলে মজুমদারকে আশীর্ব্বাদ করুন।

(অহীনের প্রবেশ)

অহীন। চুপ কর মানদা, বাবা শুনতে পাবেন।

মা।		[মানদার প্রস্থান

সুনীতি। অহীন।

অহীন। ওঠ ম। তুমি এমন ক'রে বসে থাকলে চলে?

সুনীতি। আর যে ধৈর্য্য রাখতে পারছি নে বাবা। (অহীনের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) তুই ভাল ক'রে পড় অহী,—মহীন ব'লে গেছে। শিগ্গীর শিগ্গীর পাশ ক'রে নে। তারপর তুই জজ্ হবি। তুই দেখবি,—এমন বাবার আবচার যেন কারও ওপর না হয়। ওরে ননী পালের জন্যে দুঃখ আমার কম নয়। কিন্তু, তবু বলব—মহীর ওপর অবিচারই হয়েছে। ওরে, ওরে, সবাই তাকে নরঘাতকই দেখ্লে—মাতৃভক্ত মহীনকে কেউ দেখ্লে না,—দেখতে চাইলে না।

অহীন। (একটু পরে) একটা খবর নিলাম মা। দশ বৎসর পুরো দাদাকে থাকতে হবে না। জেল আইনে, মাসে চার পাঁচ দিন ক'রে মাফ্ হয়। জেলে যারা ভাল ব্যবহার করে, তারা আরও বেশী মাফ্ পায়। আড়াই বছর—তিন বছর মাফ পাবেন দাদা।

সুনীতি (হাসিয়া) মাফ্! ওরে, যে মহীন মাথা উঁচু ক'রে চলা ছাড়া চলতে জানে না, সে কি মাফ নেয়—না, তাকে কেউ মাফ্ দেয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ইন্দ্র রায় বিষণ্ণভাবে বসিয়া ও হেমাঙ্গিনী দাঁড়াইয়া ছিলেন)

হেম। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

ইন্দ্র। বল!

হেম। তুমি এমন ক'রে রয়েছ কেন—কি হ'য়েছে তোমার? অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াও, মনে হয়,—কে যেন তোমাকে চাবুক মেরে নিয়ে বেড়াচ্ছে! চাকর বাকর দূরের কথা, আমারও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। উমা পর্য্যন্ত তোমার সুমুখে আস্‌তে চায় না! একদিন দুদিন নয়—আজ প্রায় দু' তিন মাস হ'যে গেল।

ইন্দ্র। দু' তিন মাস নয়, তিন মাস পূর্ণ হ'যে চার মাস হ'তে চলেছে!

হেম। কিন্তু, কেন?

ইন্দ্র। তুমি কি অনুমান করতে পার না হেমাঙ্গিনী?

হেম। পারি! কিন্তু, তোমার সামনে ব'লতে ভরসা পাই না।

ইন্দ্র। (হাত ধরিয়া) এ লজ্জার বোঝা, শুধু লজ্জার বোঝা নয় হেমাঙ্গিনী, অপরাধের বোঝা নামাতে তুমি আমায় সাহায্য কর। তুমি আমায় বরাবর বারণ ক'রেছিলে, আমি শুনি নি, তাই তোমাকেও বলতে পারি নি এতদিন। তুমি একবার রামেশ্বরের বাড়ী যাও মহীনের মায়ের কাছে!

হেম। ওগো, কোন্ মুখে আমি গিয়ে দাঁড়াব? কি বলব?

ইন্দ্র। (গাঢ়স্বরে) আমার লজ্জার বোঝা, অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে মুখ নীচু ক'রে দাঁড়াবে। অকপটে অপরাধ স্বীকার করবে!

তারা—তারা মা। রাধারাণীর কাছে রামেশ্বরের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে মহীন আমারই কাঁধে সেই বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে! ননী পালকে আমিই নিযুক্ত করেছিলাম—চক্রবর্ত্তীদের অপমান করতে। কিন্তু, সে অপমান করলে রাধারাণীর—রায় বংশের কন্যার—আমার সহোদরার। উঃ! আদালতে মহীন কি বললে জান? সরকারী উকীল বললেন—মৃত ননী পাল যার অপমান ক'রেছিল, সে আসামীর সৎ-মা। মহীন সজোরে প্রতিবাদ করলে,—"যার নয়—বলুন যাঁর। সে নয়, বলুন তিনি। সৎ-মা নয়—মা! আমার বড়মা!"

হেমাঙ্গিনী। দ্বীপান্তর হয়ে গেল!

ইন্দ্র। দশ বৎসর! শাস্তির আদেশ হ'ল হেমাঙ্গিনী, মাথাটা আমার হেঁট হ'য়ে গেল। কিন্তু,—রামেশ্বরের ছেলের একগাছি চুলও কাঁপল না। নির্ভীক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল! আর আমি সেই যে মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে এলাম, সে মাথা আজও তুলতে পারছি না! দেখ, রামেশ্বরের দ্বিতীয়া স্ত্রী, শুনেছি দেবী প্রকৃতির মেয়ে,—সংসারের ভাল মন্দ কিছু বোঝে না!—সেইটেই ভয়ের কথা। আমার কথা তুমি তাকেই ব'লে এস। আরও ব'লবে যে, যোগেশকে যেন জবাব দেন। আর—

হেমাঙ্গিনী। আর কি বলব, বল?

ইন্দ্র। আর বলবে—আমার জীবন থাকতে তাঁর বা তাঁর ছেলের অনিষ্ট আমি হ'তে দেব না!

হেমাঙ্গিনী। উমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই?

ইন্দ্র। যাও! (হেমাঙ্গিনী প্রস্থানোদ্যতা) হ্যাঁ, আর একটা কথা—বলবে ঐ চরটা থেকে যথেষ্ট আয় হবে ব'লে মনে হ'চ্ছে। চরটা ওঁদেরই ষোল আনা! হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি! আমাদের জ্ঞাতিদের দাবী অন্যায্য! তাদের দাবীর মূল্যও কিছু নেই। আরও

বলবে, চরটা যেন এখন আর বন্দোবস্ত না করেন।—অন্ততঃ আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু যেন না করেন।

হেমাঙ্গিনী। আবার তুমি ওকথা ব'লছ কেন? ওটা তো ওদেরই ষোল আনা!

ইন্দ্র। (হাসিয়া) না, না! ভাগ আমি দাবী করছি না। বাকী চরটা থেকে বিশেষ লাভ হবার সম্ভাবনা আছে, সেইটেই আমি জানাচ্চি! চরের কথা আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে এক ভদ্রলোক আমায় পত্র লিখেছেন। অহীনের মাকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে—যদি তাঁর মত থাকে, তবে আমি সে ভদ্রলোককে আসবার জন্যে পত্র লিখ্‌ব।

হেমাঙ্গিনী। বলব।

[প্রস্থান

ইন্দ্র। তারা—তারা মা! মিত্তির।

(মিত্তিরের প্রবেশ)

শোন মিত্তির, আজ থেকে –

মিত্তির। আজ্ঞে!

ইন্দ্র। আজ থেকে চক্রবর্ত্তী বাড়ীর সঙ্গে শত্রুতার সম্বন্ধ আমি মুছে দিলাম।

মিত্তির। এ তো সুখের কথাই হুজুর!

ইন্দ্র। শুধু শত্রুতা মুছে দেওয়াই নয় মিত্তির। চক্রবর্ত্তী বাড়ীকে রক্ষা করতে হবে আমাকে। তুমি খুব দৃষ্টি রেখো মিত্তির, যেমন দৃষ্টি রাখ আমার সম্পত্তির ওপর।

মিত্তির। যে আজ্ঞে।

(অনন্তের প্রবেশ)

ইন্দ্র। এসেছে?

অনন্ত। এসেছেন।

ইন্দ্র। মিত্তির, যোগেশ মজুমদার এসেছে, আমিই ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। ওকে পাঠিয়ে দাও এখানে।

(মিত্তির ও অনন্তের প্রস্থান — একটু পরে যোগেশের প্রবেশ)

ইন্দ্র। (নেপথ্যে চাহিয়া) আরে এস, এস। মজুমদারমশায় এস

যোগেশ। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে বাবু, আশয়হীন লোককে মহাশয় বললে গাল দেওয়া হয়।

ইন্দ্র। বিষয় হ'লে আশয় হ'তে কতক্ষণ মজুমদারমশায় ? একদিনে এক মুহূর্ত্তে জন্মে যায়। চক্রবর্ত্তীদের সমস্ত বিষয় তো এখন তোমার। জান মজুমদার, আজ কাল বড় বড় লোকের মাথা বিক্রী হয়, মৃত্যুর পর তাদের মাথা নিয়ে দেখে — সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের মস্তিষ্কের কি তফাৎ। আমি ভাবছি মজুমদার,— অবশ্য তোমার মাথা নয় —, তোমার পাঁজরার হাড় খান তিনেক কিনে রাখব,—পাশা তৈরী ক'রব। রহস্য করলাম, রাগ ক'র না! কিন্তু বাকী যেটুকু র'য়েছে, সেটুকুর কি ব্যবস্থা করবে বল দেখি ? আরে কথাই বল ? লজ্জা কি ? প্রভুর পতনে ভৃত্যের উত্থান, এ তো জগতে চিরদিন ঘ'টে আসছে।

যোগেশ। আজ্ঞে না বাবু। ওবাড়ীর সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নেই !

ইন্দ্র। মানে ?

যোগেশ। আমার জবাব হয়ে গেছে।

ইন্দ্র। জবাব হয়ে গেছে ? কে জবাব দিলে ? রামেশ্বরের এখনও এদিকে দৃষ্টি আছে নাকি ?

যোগেশ। আজ্ঞে না। জবাব দিলেন গিন্নীঠাকরুণ।

ইন্দ্র। হুঁ। মেয়েটী বেশ বুদ্ধিমতী বলেই তো বোধ হচ্ছে। না হলে তুমি তো বাকীটুকু অবশিষ্ট রাখতে না। বাঘে খানিকটা খেয়ে,

খানিকটা ফেলেও যায়। কিন্তু সাপের তো সে উপায় নেই। গিলতে আরম্ভ করলে, শেষ তাকে করতেই হবে। কিন্তু, কাজটা তোমার পক্ষে ভাল হ'ল না যোগেশ!

যোগেশ। আজ্ঞে বাবু, মহীনবাবুর মামলাতে সম্বন্ধীর বেনামে টাকাও তো আমি অনেক দিয়েছি!

ইন্দ্র। তা দিয়েছ। কিন্তু মামলায় বাজে খরচ করবার অজুহাতে তার অর্দ্ধেকই তো তোমার ঘরে ঘুরে এসেছে হে। এখন শোন, তোমায় যে জন্যে ডেকেছি!

যোগেশ। বলুন।

ইন্দ্র। চক্রবর্ত্তীদের বাকী সম্পত্তির ওপর আর লোভ তুমি ক'র না! ওগুলো রামেশ্বরের ছেলেদের থাকবে। জেনে রাখ, আজ থেকে ওদের রক্ষক হ'য়ে রইলাম আমি।

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) রায়মশাই! রায়মশাই! Very very good news and পাকা news my lord! (প্রবেশ) Three hundred percent.

ইন্দ্র। আচ্ছা, তুমি তাহ'লে এস যোগেশ! কথাটা যেন মনে থাকে। [প্রণাম করিয়া যোগেশের প্রস্থান

ওরে! অচিন্ত্যবাবুর জন্যে চা আর তামাক।

অচিন্ত্য। চা with আদার রস and তেজপাতা।

ইন্দ্র। সে আর বলতে হয় না। সেই জন্যেই—বললাম, অচিন্ত্য-বাবুর জন্যে।

অচিন্ত্য। এখন serious talk, business-এর কথা,—ব্যবসার কথা!

ইন্দ্র। আবার কি ব্যবসা আরম্ভ করলেন?

অচিন্ত্য। খসখস্।

ইন্দ্র। খসখস্ ?

অচিন্ত্য। খস্খস। খস্খস্। খস্খস্ বোঝেন তো? পর্দা হয়? জল দিলে চমৎকার গন্ধ ওঠে।

ইন্দ্র। বেনা ঘাসের মূল ?

অচিন্ত্য। Right। চরের ওপর সাঁওতালরা, চাষীরা বেনা ঘাস তুলে রা-শী-কৃ-ত ক রে করে ফেলেছে। আমরা সেইগুলো নিয়ে চালান দেব। no খরচা, সবই লাভ।

অমল ও মুখার্জির প্রবেশ)

ইন্দ্র। (বিস্ময়ে) অমল? তুমি হঠাৎ? আর--হনি?

অমল। বড় মামা ওঁকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। উনি মিঃ বি মুখার্জি—বড় একজন ব্যবসায়ী। অনেক দিন ব্যবসা করছেন। চরের জমিটা দেখতে এসেছেন, সুবিধে হলে—এখানে একটা sugar mill করতে চান। মিঃ মুখার্জি। ইনিই আমার বাবা।

ইন্দ্র। নমস্কার। বসুন—বসুন।

মুখার্জি। নমস্কার। চমৎকার দেশ কিন্তু আপনাদের। Natural resource প্রচুর। বন রয়েছে, গিরিমাটী রয়েছে, মাটীর তলায় কয়লা থাকাও অসম্ভব নয়। জমিরও উর্ব্বরাশক্তি যথেষ্ট। এখানে অনেক কিছু করা যেতে পারে।

ইন্দ্র। বেশ তো, আসুন এখানে আপনি, একটা থেকে পাঁচটা করুন। দেশের উন্নতি হোক।

অচিন্ত্য। কলে দেশের উন্নতি হয়? এই কথাটা আপনি বললেন? সর্ব্বনাশ হবে মশাই, দেশের সর্ব্বনাশ হবে। রাজ্যের লোক এসে জুটবে এখানে, কুলি—কামিন—গুণ্ডা—ডাকাত—বদ্মায়েস—চোর—জোচ্চোর—বাট্পাড়, রোগ, কলেরা, বসন্ত, থাইসিস্—

(চা লইয়া চাকরের প্রবেশ)

চা এনেছ ? (লইয়া চুমুক দিয়া) আঃ চমৎকার হয়েছে।

ইন্দ্র। অচিন্ত্যবাবু, আপনার সঙ্গে কথা পরে হবে, কেমন? তা'হলে মুখুজ্যেমশায়- আপনি এখন বিশ্রাম করুন। কাল সকালে চরটা দেখবেন। ইতিমধ্যে আমি চরের মালিকদের সংবাদ দিই। চরটা ঠিক আমার নয়, আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের। এই গ্রামেরই চক্রবর্ত্তীবাবু,—তাঁরাও জমিদার, তাদেরই।

অমল। জানেন বাবা, চক্রবর্ত্তী বাড়ীর অহীন এবার B A তে খুব ভাল ফল ক'রেছে। কাল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। University-তে সেকেণ্ড হয়েছে।

অচিন্ত্য। Brilliant boy,—a brilliant boy অহীন is a brilliant boy ! আমি আপনাকে বলেছিলাম, I knew it—

ইন্দ্র। তুমি যাও অমল, এখুনি অহীনকে খবর দিয়ে এসো।

অমল। আমি ওঁদের বাড়ী

ইন্দ্র। হ্যাঁ। উমা, তোমার মা, ওঁদের বাড়ী গেছেন। তুমি যাও।

[অমলের প্রস্থান

অচিন্ত্য। আমিও চললাম। সমস্ত গ্রামে বলে আসি আমি। উঃ কি বিচিত্র সংঘটন। অভূতপূর্ব্ব মর্ম্মন্তুদ ঘটনা—হৃদয় বিদারক সংবাদ—মহানের দ্বীপান্তর। আর আনন্দ সংবাদ—গৌরবের কথা—অহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। অদ্ভুত। (সহসা) কিন্তু, ব্যাপারটা কি রায়মশাই !

ইন্দ্র। মিত্তির—মিত্তির !

(মিত্তিরের প্রবেশ)

ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন। মস্ত ব্যবসাদার লোক। চক্রবর্ত্তীদের চরটা দেখবেন। পাশের ঘরে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও !

মুখার্জি। আমার সময় কিন্তু খুব কম রায়মশাই! আজই চরটা দেখা হলে কিন্তু ভাল হ'ত! কালই কাজ চুকে যেতে পারত! অবশ্য if the land suits my purpose. চলুন না, এ বেলায়।

ইন্দ্র। বেশ তাই হবে। মিত্তির, মুখুজ্যেমশাইকে চা জল-খাবার খাইয়ে চরটা ঘুরিয়ে নিয়ে এস!

[মিত্তির ও মুখার্জির প্রস্থান

অচিন্ত্য। ব্যাপারটা কি বলুন তো রায়মশাই? উমা, উমার মা, চক্রবর্ত্তী বাড়ী গেছেন, অমলকে পাঠালেন। চরটা বলছেন চক্রবর্ত্তী বাড়ীর! কোথা থেকে কোথায় চ'ললেন আপনি?—বলবেন না, state secret, কেমন? আচ্ছা, না বলুন।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কালিন্দীর চর

(অহীন ও কমল। অহীন চারপায়ায় বসিয়াছিল, কমল যোড়হাতে মাটিতে বসিয়া কথা বলিতেছে)

কমল। আপুনি উয়াকে বোল রাঙাবাবু! বজ্জাত কুরছে দুকানদারটো। ধান লিছে আমাদের কাছে, হিসেব কুরছে না, লিব্যাধি দিছে না।

অহীন। কি বলছে?

কমল। বুলছে? বুলছে কত কি! উ আমরা বুঝতে লারছি।

অহীন। (অল্প বিরক্তি) ওর কাছে ধান নিলে কেন তোমরা?

কমল। এই দেখ্, বাবু কি বুলছে দেখ। হা বাবু, বোর্ধার সোময়টাতে আমরা খাব কিগো? তাথেই লিলম! আবার ধান উঠলে দিলম, আসলও দিলম, সুদও দিলম। তবে মানুষটা বুলছে—শোধ যেছে নাই! কি বুলছে—ই-বছর উ-বছর—সি-বছর আমরা বুঝতে লারছি।

(সারার প্রবেশ)

সারী। ও বুড়া, কথা তুর কোথন্ শেষ হবে? কি গজর গজর কুরছিস্ গো? আমরা লাচ্‌ব, বাঙাবাবুর ছামুতে—হে—!

কমল। এ দেখ্ বাবু, এই মেয়েটো, সারীটো, —বজ্জাত কুরছে, দুষ্টু কুরছে। কথা শুনছে না আমার! আপুনি উয়াকে বল্ রাঙাবাবু, বজ্জাত কুরতে লাই—দুষ্টু কুরতে লাই—

অহীন। (হাসিয়া) না না, সারী বড় লক্ষ্মী মেয়ে! হ্যাঁরে সারী তুই দুষ্টুমী করছিস নাকি?

সারী। হ্যা কুরছে। কুরবে না কেনে? ও আমাকে অমন বুলছে কেনে?

অহীন হাঁরে মাঝি, কি বলেছিস্ সারীকে?

সারী। (কমলের মুখ চাপিয়া) না, বুলিস্ না। বুলিস্ না!

কমল। (ছাড়াইয়া) না, আমি বুলব, রাঙাবাবুকে বুলব! তু দুষ্টু কুরছিস্, —বিয়া করব না বুলছিস্?

সারী। হঁ বুলছি। কুরব না বিয়া আমি উয়াকে আমি বিয়া কুরব না। বল কেনে তু!

[রাগ করিয়া চলিয়া গেল

কমল। ওই দেখ্ বাবু! কি বুলছে দেখ! তু উয়াকে বোল।

অহীন। বর কি খারাপ নাকি কমল?

কমল। বাবারে! এ-ই মরদ। এ-ই ছাতি! এ-ই গায়ে বল, আমাদের দুনো খাট্‌তে পারে।

অহীন। তবে?

কমল। তাই তো বুলছি গো! দেখ্‌ কেনে,—বুলছে কালো। মাঝি কালো হয় না, হা বাবু! তু উযাকে বোল্ বাবু!

অহীন। তোমার কথা শুনছে না, আমার কথা শুনবে কেন?

কমল। উবে বাবারে! আপনি রাঙাবাবু, রাঙাঠাকুরের নাতি—উরে বাবারে—　　　(অমলের প্রবেশ)

অমল। অহীন?

অহীন। অমল?

অমল। কাল B. A র result বেরিয়েছে! You have stood 2nd in the University. Congratulation! তোমাদের বাড়ী গিয়ে শুনলাম, তুমি এখানে—আমি ছুটে এখানে এলাম।

অহীন। (আলিঙ্গন) You are an angel! দেবদূতের মত আশীর্ব্বাদ নিয়ে এলে।

অমল। ইংলণ্ডের রাজা ও ফ্রান্সের রাজা, পরস্পরে করলে যুদ্ধ ঘোষণা, ফলে দুটো দেশের দেশবাসীরা পরস্পরের শত্রু হ'তে বাধ্য হ'ল!

(হাস্য)

অহীন। (হাসিয়া) You talk very nice!

অমল। You look very nice, bright blade of a sharp sword! কবির ভাষায় খাপখোলা বাঁকা—না, বাঁকা নয়, খাপ খোলা সোজা তলোয়ার! তারপর, এম-এতে কি নেবে?

[কমল ও মেয়েদের প্রস্থান

অহীন। এম-এ হয় তো পড়াই হবে না অমল।

অমল। কেন?

অহীন। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ভাবছি Privateএ এম-এ দেব। এখন একটা মাষ্টারী দেখে নিতে হবে আমাকে।

অমল। সে কি ?

অহীন। তোমাকে বলতে বাধা নেই। তুমি জান না, বাবার অসুখে, দাদার মকদ্দমায় আমাদের বহু টাকা খরচ হয়েছে। সম্পত্তিও নীলাম হয়ে গেছে। মা চাকর, ঠাকুর, কর্ম্মচারী সব জবাব দিয়েছেন।

অমল। আমি যদি একটা প্রাইভেট টুইশানি যোগাড় করে দি ?

অহীন। তুমি কি উমাকে পড়াবার কথা ব'লছ ?

অমল। তাই যদি বলি ?

অহীন। না, সে আমি পারব না।

অমল। তুমি উমাকে বোধ হয় দেখনি।

অহীন। দেখেছি। চমৎকার মেয়ে উমা! আমার খুব ভাল লেগেছে! কিন্তু —না।

অমল। My God! চর বন্দোবস্ত হলেই তো সব problem মিটে যাবে। যথেষ্ট টাকা পাবে তোমরা। বাবা বলেছিলেন চরটা তো তোমাদেরই ষোল আনা!

অহীন। কে ? মামাবাবু তাই বলছিলেন ?

অমল। হ্যাঁ।

অহীন। চল ফেরা যাক! অনেক দিন মামাকে প্রণাম করা হয় নি!

অমল। দাঁড়াও! এক ভদ্রলোক চর দেখতে এসেছেন তাকে আর মিত্তিরকে একবার দেখি! তুমি কমলকে একটু তাড়া দাও!

[প্রস্থান

(সারীর প্রবেশ। দূরে অচিন্ত্য ও যোগেশ)

অহীন। আরে! তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? রাগ করেছিস্ শুনলাম ?

সারী। হ্যাঁ। উইখেনে বসেছিলাম।

অহীন। তোদের বুড়োকে ডাক তো?

সারী। না। তু কি বুলছিলি রাঙাবাবু—ওই বাবুটোকে?

অহীন। কি বলছিলাম?

সারী। উয়ার বহিনটোকে তু 'বিয় করবি' রায়বাবুর বিটিকে?

অহীন। দূর। কে বললে? না—না।

সারী। হে। আমি শুনলম। না—না বাবু। উয়াকে তু বিয়া করিস না।

অহীন। দূর। ভাগ। কমল। কমল। [প্রস্থান

(সারীও ধীরে ধীরে অন্যদিকে গেল। অচিন্ত্য ও যোগেশের প্রবেশ)

অচিন্ত্য। ওরে, বাপরে! বাপরে! এই ব্যাপারটাই আমি ধরতে পারছিলাম না। My God! অন্য্রে ছোটটী সে ভাবের টুকরো ছেলে! শুনলেন মশাই, যে মেয়েটা কি বলছিল অহীনকে? My God! ওরে বাপরে, বাপরে!

যোগেশ। হুঁ। পাকনশায় পাকাবাজ বটেন। ভাল চাল চেলেছেন। কিন্তু লজ্জার মাটি মধ্য উনি খোন্ নি। কি মুখে যাবেন—চক্রবর্ত্তী বাড়ী?

অচিন্ত্য। যাবে মশাই—এই মুখেই যাবেন। very clever ইন্দ্র রায়! Two birds with one stone! উঃ। রামেশ্বরবাবুর প্রথমা স্ত্রী ইন্দ্রবাবের সহোদরা! কুলের খুঁত তো ইন্দ্র রায়ের! ওঃ—ওঃ ওঃ সব মানাজ। দেখেছেন! একটা বস্তা টাকা সঙ্গে এনেছে মশাই! নিজের চোখে দেখেছি! With my own eyes!

যোগেশ। দাঁড়ান না, সমস্ত রায় গোষ্ঠিকে আমি এক করছি! যতই করুন ইন্দ্র রায়, আর রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী যতই পাগল হোন্—ছোট রায়বাড়ীর মেয়ে উনি কখনও বাড়াতে আনবেন না। আসুন—

অচিন্ত্য। Yes, রামেশ্বরবাবুর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম আমি। ঠিক বলেছেন—ইন্দ্র রায়ের আশা—আকাশ কুসুম। Case hopeless! রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী! একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এঃ স্মরণ শক্তিটা বড় কমে গেছে। ব্রাহ্মী শাক কয়েক দিন খেতে হবে দেখছি! [উভয়ের প্রস্থান

(ইন্দ্র রায় ও মুখার্জ্জীর প্রবেশ)

ইন্দ্র। আপনাকে মিত্তিরের সঙ্গে পাঠিয়ে মনে হ'ল অন্যায় করলাম। আপনি আমার অতিথি। তারপর, কেমন দেখলেন চর?

মুখার্জ্জি। চমৎকার জায়গা। আমার কাজের পক্ষে খুব উপযুক্ত। কাজটা আমি আজ রাত্রেই সেরে ফেলতে চাই, রায়মশাই!

(অচিন্ত্য, যোগেশ ও শূলপাণির প্রবেশ)

অচিন্ত্য। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, এর মুখে শুনুন। চিনির কল বসবে।

ইন্দ্র। কি ব্যাপার?

শূলপাণি। তুমি নাকি একলা চর বন্দোবস্ত করছ—সকল সরীককে ফাঁকি দিয়ে? আমি গাঁজা খাই বলে কিছু বুঝি না—না! হুঁ হুঁ, বাবা কেমন ধরেছি!

অচিন্ত্য। Protested—একলা আমি বলি নি!

ইন্দ্র। না! আমি বন্দোবস্ত করছি না, আর সরীকেরাও ফাঁকি পড়ছেন না। চর বন্দোবস্ত করছেন রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী!

শূলপাণি। মানে?

ইন্দ্র। চর চক্রবর্ত্তীদের!

শূলপাণি। চর চক্রবর্ত্তীদের মানে?

অচিন্ত্য। যেতে দিন না মশাই ও কথা। কন্যাদায় ভীষণ দায়—ভাল পাত্র পাওয়া দুর্ঘট! তা মেয়ের বিয়ের জন্যে আপনাদেরই উচিৎ

একটু ত্যাগ স্বীকার করা! ধরুন না, রায়হুজুরের কন্যাদায় উদ্ধারে—চরটা তার যৌতুক।

ইন্দ্র। অচিন্ত্যবাবু, কি বলছেন আপনি?

শূলপাণি। আমরা সব বুঝি ইন্দ্র। সব বুঝি। সব খবর রাখি। রামেশ্বরের ছোটছেলেটার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা—সেই জন্যে তুমি নির্লজ্জের মত আজ আবার চক্রবর্তীদের তোষামোদ করছ!

অচিন্ত্য। কুলের খোঁটা তো রায়মশায়ের! মেয়ের বিয়ে নিয়ে বিপদ তো প্রবল ভাবতে হ'ব বৈকি তাঁকে।

ইন্দ্র। (ক্রোধে) অচিন্ত্যবাবু!

শূলপাণি। তুমি ভুল করছ ইন্দ্র। রামেশ্বর যতই পাগল হোক্, রাধারাণীর ওই কাণ্ডের পর, ছোটবাবুর বাড়ীর মেয়ে আর সে কখনো ঘরে ঢোকাবে না।

ইন্দ্র। ভগবান, রায়বংশের মাথায় তুমি বজ্রাঘাত কর। পচে খসে সে শুধু বিষ ছড়াচ্ছে। উঁচু গলা ক'রে আপনার বংশের কন্যার মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করছে।

শূলপাণি। ভারী ভগবান দেখাচ্ছ হে। সত্যি কথা বলব তার আর ভগবান দেখানো কিসের?

ইন্দ্র। শূলপাণি জিভ তোর খসে যাবে। মিথ্যে—

শূলপাণি। মিথ্যে? বেশ তো যাও না রামেশ্বরের কাছে—বলনা আমার মেয়েকে নাও, সে কি বলে একবার সাহস থাকে তো শুনে এ না দেখি। হু-হুঁম বাবা সে রামেশ্বর চক্রবর্তী। হ্যাঁ সে যদি নেয় তোমার মেয়ে—তবে বুঝব ছোট রায়বাড়ার কুলের খোঁটা মিথ্যে।

চতুর্থ দৃশ্য

চক্রবর্ত্তীবাড়ীর দরদালান

অহীন এবং সুনীতি।

(বাইরে স্বল্প মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎদীপ্তি)

অহীন। হ্যাঁ মা, অমল আমায় নিজে বললে। বললে, বাবা বলেছেন—চরটা চক্রবর্ত্তীদেরই ষোল আনা। কলকাতা থেকে একজন মিলওয়ালা এসেছেন, বন্দোবস্ত নেবেন চরটা চিনির কল তৈরী করবেন! রান্না করবার জন্যে ঠাকুরকে আজই ডেকে পাঠাও। তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

সুনীতি। আমার মহীন, (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন) হে ভগবান, আমার মহীনকে তুমি রক্ষা করো। তাকে এ দ্বীপান্তরের দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে রেখো।

অহীন। হ্যাঁ। দাদাই ও-বাড়ীর রায়মামাকে জয় করেছেন। উনি বড় লজ্জা পেয়েছেন। ননীপালকে চর বন্দোবস্ত করেছিলেন উনি।

সুনীতি। অদৃষ্ট---আমার অদৃষ্ট বাবা! ওঁর দোষ কি? তা' ছাড়া অহীন—

অহীন। কি মা? তুমি এমন শিউরে উঠলে কেন?

সুনীতি। ওরে আমার যেন মনে হয় দোষ কারুর কিছুই নেই, ওই চরটার চক্রান্তেই সব ঘটছে। আমি কতদিন ছাদে দাঁড়িয়ে চরটার দিকে চেয়ে থাকি। এক একদিন ভরা দুপুরে কি সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ চকিতের মত মনে হয়—চরটা যেন ঘুরছে।

অহীন। ঘুরছে? চর কি কখনও ঘুরে মা?

সুনীতি। ঘোরে। আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি—আমাকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তাই তো তোকে বলি, অহীন চরে তুই যাসনে।

অহীন। ও সব তোমার মনের কল্পনা মা। ও সব কিছু নয়।

সুনীতি। না—তুই চরে আর যাস নে। চরটা যদি ষোল আনা আমাদেরই স্বীকার করেন ও বাড়ীর দাদা—তবে তাঁকেও আমি ভার দেব। তিনিই যা হয় করবেন। না—তুই যাসনে।

অহীন। চরটা বড় ভাল লাগে মা। ভারী চমৎকার জায়গা। তুমি যদি যাও একদিন মুগ্ধ হয়ে যাবে। কত লতা, কত ফুল, কত পাখী, কত ঘাস, সাঁওতালদের গান বাঁশী, মেয়েদের নাচ ওখানে গেলে পৃথিবী ভুলে যেতে হয়। সব চেয়ে ভাল লাগে কি জান, পাখীরা কালিন্দীর পলির উপর পায়ের দাগে দাগে চমৎকার আলপনা এঁকে যায়। ওখানে গিয়ে আমি দেখি যেন সেই আদিমকালের সদ্য জল থেকে ওঠা তরুণী পৃথিবীকে।

(বাহিরে আকাশে বিদ্যুৎদীপ্তি চকিত হইয়া উঠিল
এবং মেঘগর্জন শোনা গেল)

সুনীতি। এ কি? এ যে মেঘে অন্ধকার হয়ে এল।

(মানদার প্রবেশ)

মানদা। মা!

সুনীতি। ওরে, জানালা সব বন্ধ কর মা, বৃষ্টি আসবে।

মানদা। আগে তুমি নীচে এস মা। ছোটরায়বাড়ীর গিন্নীমা এসেছেন আর তাঁর মেয়ে।

সুনীতি। বলিস কি? কোথায়?

মানদা। নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুনীতি। ছি—ছি—ছি! বসতে দিস নি। কি ভাগ্য আমার! অহীন আয় বাবা, সঙ্গে আয়!

[সকলের প্রস্থান

(রামেশ্বরের প্রবেশ)

রামেশ্বর। (জানালার ধারে গিয়া) বাঃ—বাঃ অপরূপ মেঘমালা তো! অপরূপ! দিকহস্তীর মত বিক্রমশালী ঘন কালো মেঘ। কোথায় চলেছ মেঘ—অলকাপুরী! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস।

(নমস্কার)

(আবৃত্তি) জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং
জানামি ত্বাম প্রকৃতি পুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোঽহং,
যাচ্ঞামোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥'

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস—

(নমস্কার)

(আবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করিল উমা। সে আবৃত্তি শুনিল)

উমা। আপনি ও কোন্ কাব্যের শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন? বড় সুন্দর তো?

রামেশ্বর। (বিস্ময়ে) মেঘদূত! তুমি—তুমি—

উমা। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত! বর্ষার মেঘ দেখে—

রামেশ্বর। (আনন্দে) মহাকবি কালিদাসের নাম তুমি জান? প'ড়েছ তাঁর কাব্য?

উমা। না। সংস্কৃত তো আমি জানি না। আমি বাংলা শিখেছি। আপনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা প'ড়েছেন?

রামেশ্বর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ?

উমা। হ্যাঁ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন

কবিতার জন্য! পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'য়েছে তাঁর কবিতা! রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল বর্ষার কবিতা আছে!

রামেশ্বর। তুমি জান? আমায় শোনাতে পার?

উমা। (লজ্জিতভাবে) আপনাকে আমি রবীন্দ্রনাথের বই দিয়ে যাব, প'ড়ে দেখবেন!

রামেশ্বর। আমি তো চোখে ভাল দেখতে পাই না, চোখেই আমার অসুখ। আর—

(হাতদুটী দেখিলেন)

উমা। আমি ভাল জানি না!

রামেশ্বর। (আত্মস্থ হইয়া) যা জান শোনাও!

উমা। (লজ্জিতভাবে) কবিতাটীর নাম—নব বর্ষা!

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে—
　　ময়ূরের মত নাচে রে, হৃদয় নাচে রে!
শতবরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত ক'রেছে বিকাশ—
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া—
　　উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
　　ময়ূরের মত নাচে রে।"

(হেমাঙ্গিনী ও সুনীতির প্রবেশ)

হেমাঙ্গিনী। ভাল আছেন চক্রবর্ত্তীমশাই?

রামেশ্বর। (স্বপ্নোত্থিতের মত) কে? কে?

হেমাঙ্গিনী। (সুনীতিকে) পুরোণো কথা বোধ হয় ওঁর ভুল হয়ে যায়—না?

রামেশ্বর। না না, ভুলি নি—ভুলি নি। আপনি রায়গিন্নী, রায়গিন্নী।

হেমাঙ্গিনী। প্রথমে আমাকে চিনতে পারেন নি।

রামেশ্বর। পেরেছিলাম। কিন্তু ভাবছিলাম কি জানেন? "স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু, কপ্তং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যৈঃ?" এ আমার স্বপ্ন, না মায়া, না মনের ভ্রম, কি বা কোন পুণ্যফলের ক্ষণিক সৌভাগ্য, সেই কথাটা বুঝতে পারছিলাম না। আমার তো কোন পুণ্যফলই নেই—ভগবান আমাকে পরিত্যাগ করেছেন

হেমাঙ্গিনী। না, না, এ কি বলছেন আপনি? ভগবান পরিত্যাগ করলে কি সুনীতি আপনার ঘরে আসে? না, অহীন-চাঁদের মত ছেলে ঘর আলো করে?

রামেশ্বর। (অদ্ভুত হাসি হাসিয়া) সর্বো গ্রহণ লেগেছে রায়গিন্নী, ভরসা এখন চাঁদেরই বটে।

সুনীতি। ওগো, অহীন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেণ্ড হয়েছে দ্বিতীয় হ'য়েছে।

হেমাঙ্গিনী। শিবের ললাটে চাঁদের ক্ষয় নেই চক্রবর্তীমশাই। এ আপনার অক্ষয় চাঁদ।

রামেশ্বর। মঙ্গল হোক আপনার। অমোঘ হোক আপনার আশীর্ব্বাদ রায়গিন্নী!

হেমাঙ্গিনী। তুমি পিসেমশায়কে প্রণাম করেছ উমা? নিশ্চয় কর নি।

রামেশ্বর। আপনার মেয়ে?

হেমাঙ্গিনী। হ্যাঁ।

রামেশ্বর। সাক্ষাৎ সরস্বতী। আহা-হা। বড় সুন্দর কবিতা শোনালে 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে।' বড়

মধুর। বড় সুন্দর কবিতা। বড় সুন্দর। অপূর্ব্ব। বাংলা ভাষায় এমন কাব্য রচিত হ'য়েছে। সে কবিকে আমি নমস্কার করছি। কিন্তু, আমার ভাগ্য—পৃথিবীতে বঞ্চনাই আমার ভাগ্য। দৃষ্টিহীন—

(উমা রামেশ্বরকে প্রণাম করিতেই)

না, না, না। আমাকে প্রণাম ক'রতে নেই মা, আমাকে প্রণাম করতে নেই। আমার হাতে—

হেমাঙ্গিনী। না, না, না চক্রবর্ত্তীমশাই।

রামেশ্বর। বড় ভাল মেয়ে আপনার। কি নাম বললেন?

উমা। উমা দেবী।

রামেশ্বর। উমা দেবী। হ্যাঁ, তুমি উমাও বটে দেবীও বটে। রায়গিন্নী, অন্ধকারে ব'সে দিকহস্তীর মত ঘন কালো মেঘের দিকে চেয়ে মেঘদূত মনে প'ড়ে গেল। একটা শ্লোক আবৃত্তি করলাম আপন মনেই। আপনার মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। আমার মনে হল কি জানেন? মনে হল—চক্রবর্ত্তী বাড়ীর লক্ষ্মী বুঝি চিরদিনের মত পরিত্যাগ করে যাবার আগে আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছেন। বড় চমৎকার মেয়ে আপনার। সাক্ষাৎ উমা। সেই উমার মতই বিদ্যা ওর পূর্ব্বজন্মের সম্পত্তির মত আয়ত্ত হবে। শরতের গঙ্গাকে যেমন আবাহন করতে হয় না, হংসমালা আপনিই এসে তার বুকে শোভমান হয়, তেমনি ভাবেই বিদ্যা প্রাক্তন জন্মফলের মত আপনি আয়ত্ত হবে। আহা, যে কবিতা ও আমায় শোনালে। অপূর্ব্ব।

হেমাঙ্গিনী। কতদিন ভেবেছি, আসব—আপনাকে দেখে যাব। কিন্তু পারি নি। আবার ভেবেছি, যাক—যখন মুছেই যেতে বসেছে, তখন মুছেই যাক্ সব। কিন্তু সেও হ'ল না। পাথরের দাগ ক্ষয় হ'য়ে মুছে যায়, কিন্তু মনের দাগ কখনও মোছে না। আজ আর থাকতে পারলাম না। অপরাধ যে আমাদের। এর জন্যে দায়ী যে উনি।

রামেশ্বর। কে? ইন্দ্র? (হাস্য) না, না বার্যাগন্নী। দাযী নয—হেতু ইন্দ্র। আমি সব খতিয়ে দেখেছি। (সহসা) চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতায় মাঝে মাঝে আমি ঠিক মেরে দেখি কি না।

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) রামেশ্বর

রামেশ্বর। কে? কে? কে? (চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

ইন্দ্র। আমি ইন্দ্র।

ইন্দ্ররায়ের প্রবেশ

(কিছুক্ষণ পরস্পরকে দেখিলেন)

ইন্দ্র। রামেশ্বর। তুমি এমন হয়ে গেছ?

রামেশ্বর। কতদিন পরে তুমি এলে ইন্দ্র?

ইন্দ্র। পঁচিশ বৎসর। পঁচিশ বৎসর পার হয়ে গেল। (গাঢ়স্বরে) পঁচিশ বৎসর পরে আজ তোমার কাছে ক্ষমা মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি। শুধু মার্জনা নয় বন্ধু। আশ্রয়। আমার কন্যার জন্য তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছি। তোমার অধীনের হাতে আমি আমার উমাকে তুলে দিতে চাই।

রামেশ্বর। ইন্দ্র। ইন্দ্র।

ইন্দ্র। আমারই নশ্বর ক্ষমাতুর রাধারাণীর নামে মিথ্যা দোষারোপ ক'রে ছোট রায়বাড়ীর কলঙ্ক রটনা করছে—রামেশ্বর। তারা আমাকে কি বলে জান? বলে "রামেশ্বর কখনও ছোট রায়বাড়ীর মেয়ে ঘরে আনবে না। যতই তোষামোদ করুক।" রামেশ্বর এ কলঙ্ক মোচনের দায়িত্ব তোমার।

রামেশ্বর। আমার। হ্যাঁ আমার কিন্তু ইন্দ্র—ইন্দ্র সে যে হয় না—

ইন্দ্র আমি উঠলাম রামেশ্বর।

রামেশ্বর। আমার সন্তানের দেহে যে আমারই রক্ত ইন্দ্র, তোমার মেয়ে শাপভ্রষ্টা স্বর্গের মেয়ে উমা। আ ছি—ছি—ছি।

ইন্দ্র। ছি ছি, বিনয় রামেশ্বর, তোমার রোগ তোমার মনের ভ্রম! আর এ আমার ইষ্টদেবীর আদেশ! রামেশ্বর, কথাটায় বড় আঘাত পেয়েছিলাম ভাই! ভুলবার জন্যে, কারণ নিয়ে জপে বসলাম। দেখলাম, মায়ের আমার প্রসন্ন মুখ! রামেশ্বর, রামেশ্বর, এ আমার মায়ের আদেশ!

রামেশ্বর। মায়ের আদেশ! ইষ্ট দেবীর আদেশ ইন্দ্র! কিন্তু—কিন্তু—

ইন্দ্র। বল, আর কি কিন্তু হচ্ছে তোমার?

রামেশ্বর। সে—সে কি বলবে?

ইন্দ্র। কে? কার কথা বলছ?

সুনীতি। বলেছেন, তিনিও বলেছেন, হাসিমুখে বলেছেন! এ বিয়ে না হলে যে তাঁর গতি হচ্ছে না। তিনি শান্তি পাচ্ছেন না।

ইন্দ্র। তুমি কুশপুত্তলী দাহ করে রায়বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রেছ। লোকে মিথ্যা রাধুর নামে কলঙ্ক রটনা করেছে। তার জন্যে তার আত্মা আজও কাঁদছে। তার গতি হচ্ছে না—সে শান্তি পাচ্ছে না। তোমার ওপর তার দারুণ অভিমান! উমাকে ঘরে এনে রায়বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন কর! তাকে তুমি মুক্তি দাও!

রামেশ্বর। তাই হোক—তাই হোক! ইন্দ্র ইষ্ট-দেবীর আদেশ পেয়েছ, সুনীতি তার অনুমতি পেয়েছে। তবে তাই হোক! রাধারাণী প্রসন্ন হোক—তাকে মুক্তি দাও! চক্রবর্তীবাড়ীর লক্ষ্মী আবার ফিরে আসুক। শাঁখ বাজাও! শাঁখ বাজাও। সুনীতি শাঁখ বাজাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলের মালিক মিঃ মুখার্জীর বাংলোর সম্মুখ

„ „ মিঃ মুখার্জী ও যোগেশ।

(অচিন্ত্য কতকগুলি চিঠি সহি করাইতেছে)

মিঃ মুখার্জী। (চিঠিগুলি সই শেষ করিয়া বলিলেন) অচিন্ত্যবাবুর কলমের জোর আছে বটে। আমি সই করে কাহিল হয়ে গেলাম, উনি লিখে ক্লান্ত হলেন না।

অচিন্ত্য। Think you sir.

মুখার্জী। আর একখানা চিঠি লিখতে হবে বাংলায়।

অচিন্ত্য। (মাথা চুলকাইয়া) বাংলাতে স্যার।

মুখার্জী। হ্যাঁ—বাংলাতে। আপনাদের বাবুহুজুর তো ইংরিজী বুঝবেন না!

অচিন্ত্য। আমার ত আর বাংলা আসে না। I have the honour to be sir your most abedient servant—খ্যাস খ্যাস করে লিখে দিলাম। ওর বাংলা করতে হলে যে, মহা মুস্কিল sir! আমার সম্মান আছে মহাশয়—আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য—

মুখার্জী। ওখানে লিখবেন বিনীত—বুঝলেন!

অচিন্ত্য। Yes sir—Thats it—yes sir—

মুখার্জী। লিখে নিন—মহাশয়ের সঙ্গে অসদ্ভাবের আমার কোনরূপ অভিপ্রায় নাই। কিন্তু একান্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে মহাশয়দের পক্ষ হইতে আমার নানা কার্য্যে অসুবিধা ঘটানো

হইতেছে। এখানকার সাঁওতালরা আমার কলের কুলী। তাহাদের ব্যাগার ধরিলে আমার কার্য্য বন্ধ হইতেছে। গত একমাসের মধ্যে পাঁচদিন তাহাদের ব্যাগার ধরিয়াছেন। চক্রবর্ত্তীবাড়ীতে বিবাহের জন্য দুই দিন, চক্রবর্ত্তীবাড়ার খাসের জমির ধানকাটার জন্য তিন দিন—

অচিন্ত্য। সেগুলো স্যার সাঁওতালরাও ভাগে করে ও ধান ওদেরও কাটতে হয়।

মুখার্জী। (মুখের দিকে চাহিয়া) সে সব কথা আপনার কা.. আমি শুনতে চাই না অচিন্ত্যবাবু আপনি এখানে চাকরী করেন আমি যা বল্‌ছি তাই লিখে দেবেন আপনি - এং আমি প্রত্যাশা করি। বুঝেছেন ?

অচিন্ত্য। Yes sir, I understand sir—

মুখার্জী। good, এরপর লিখুন—ইহার পরে আমাকে বাধ্য হইয়া আপনার কার্য্যে বাধা দিতে হইবে। ইতি বশংবদ—। খুলি লিখে আনুন।

অচিন্ত্য। Yes sir, (চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।)

মুখার্জী। মজুমদার মহাশয়কে কয়েকটা কথা বলব, আপনাকে আমি। অচিন্ত্যবাবু শুনুন। (অচিন্ত্য দাঁড়াইল) ওই কার্য্যে বাধা দিতে হইবে না লিখুন—কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে হইবে। বুঝেছেন? যান, চিঠি লিখে আনুন। (অচিন্ত্য চলিয়া গেল) শুনুন মজুমদার মশায়, আপনাকে যখন আমি কলের ম্যানেজার করে বাহাল করি, তখন রায়মশায় আমাকে বলেছিলেন—মনে হচ্ছে মুখার্জী সাহেব ভবিষ্যতে আপনি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবেন। আপনি বোধ হয় কথাটা জানেন না।

মজুমদার। জানি।

মুখার্জী। জানেন? আচ্ছা। রায়মশায় চতুর লোক। আমি

অবশ্য ঝগড়া করতে চাই না কিন্তু ঝগড়া যে হবেই সে আমি জানতাম। পৃথিবীতে সর্ব্বত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জমিদারদের ঝগড়া হয়েছে—হচ্ছে। এখানে হবে—এ আমি ধরে নিয়েছিলাম। আমাদের পয়সায় এরা বড়লোকী করছে—আর আমাদের মাথায় পা দিয়ে চলতে চায় এরা।

মজুমদার। আমাকে কি বলছেন বলুন! আমাকে কি সন্দেহ করছেন?

মুখার্জী। না, সন্দেহ ঠিক করি না। তবে কতদূর যেতে পারবেন তাই জানতে চাই। পুরানো মনিব বলে কোন মমতা আছে আপনার?

মজুমদার। না।

মুখার্জী। ভাল। শূলপাণি অচিন্ত্যবাবু এদের কথা কি বলেন?

মজুমদার। শূলপানি ঠিক আছে। গাঁজা খায়, কোন কাজেই পেছুবে না, সে সু-ই হোক, আর কু-ই হোক। অচিন্ত্যবাবু সাদালোক—ভীতু মানুষ—

মুখার্জী। ওর ওপরে নজর রাখবেন। এখন আপনাকে যা করতে হবে বলি শুনুন। আমার গোটা চরটি চাই। যে কোন উপায়ে চাই।

মজুমদার। সাঁওতালদের উঠিয়ে দেবেন।

মুখার্জী। উঠিয়ে দেব না, ওরা কলে খাটবে, কুলী ব্যারাকে থাকবে। শ্রীবাস দোকানী ওদের ধান ধার দেয় বর্ষায়। তাকে আমিই বসিয়েছি সে কথা জানেন। তবে এটা বোধ হয় জানেন না যে ধানের টাকাও ওকে আমি দিয়ে থাকি। তাকে বলেছি সাঁওতালেরা ধান নিয়ে, সাদা ডেমিতে টিপ ছাপ নেবে। সেই ডেমিতে কবলা করে নিন ওদের জমি। অন্যদিকে কলের নগদ দাদন দিন প্রচুর। মানে জমি থেকে উচ্ছেদ হলেই যেন অন্যত্র জমির সন্ধানে চলে না যায়। বুঝেছেন?

মজুমদার। বুঝেছি। কিন্তু—

মুখার্জী। কিন্তু কি?

মজুমদার। ওরা কি বেশী টাকা দাদন খাবে? ওরা দাদনকে বড় ভয় করে।

মুখার্জী। খাবে। খাওয়াতে হবে। আমি District Excise Superintendent-এর কাছে দরখাস্ত করেছি এখানে একটা পচাই মদের দোকানের জন্যে। শীগগির বসে যাচ্ছে সেটা। তা হলেই খাবে। মদ খাবার জন্যে দাদন খাবে। আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে। জমিদার তরফের প্রত্যেক সংবাদটি রাখতে হবে।

মজুমদার। সে আমি রাখব। প্রত্যেকটি খবর জানাব আমি; তবে অচিন্ত্যবাবু হলেন ওদের সব চেয়ে ভাল লোক। ওঁকে আপনাকে বলতে হবে না, উনি চীৎকার করে দেশশুদ্ধ লোককে জানিয়ে আপনার কাছে ছুটে আসবেন

মুখার্জী। জানি। সেই জন্যেই ওঁকে রেখেছি। তবে সাবধান হতে হবে যেন আমাদের কোন কথা জানতে না পারে, ওখানে গিয়ে চীৎকার করতে না পারে। কিন্তু আজ কল চালু হল না কেন এখনও? দেখুন তো?

মজুমদার। দেখছি আমি -   [প্রস্থান

মুখার্জী। (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) আটটা বাজে। কি হল?

[টুপি ও ছড়ি লইয়া বাহির হইয়া গেল

(অপর দিক হইতে কমল ও অপর মাঝির প্রবেশ)

কমল। এই দেখ। এইখানে থাকে সেই মাযের পো। গ্যাড্ গ্যাড খ্যাড্ করে, তিনটে বন্দুর আছে। এই কলকারখানা সব উয়ার কথায চলে। উই দেখ—হুই যি—লোহার চুঙাটা, ওই চুঙাটার ভিতর আগুন জলে—গুম গুম শব্দ উঠে, উই আকাশে ঠেকছে হুই হটার মুড়ুও দিয়ে ধূঁযা বেরয—হুস্ হুস্ করে, বিল্লিটো চলে—ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করে! হাঁ!

মাঝি। হেহ বাবারে।

(শূলপাণির প্রবেশ)

শূল। এই যে, এই যে ব্যাটা মোড়ল মাঝি।

কমল। কি বুলছিস গো? গাল দিছিস কেনে?

শূল। দেবে না— গাল দেবে না? বেলা আটটা বাজে আজও কাজে গেলি না যে বড়? পরশু এলি না— তার আগের দিন আসিস নি। সে তো বুঝলাম রাঙাবাবুর বিয়া। আজ কি বটে?

কমল। সি তো খেটে এলম গো। আজ তো বিয়ার ভোজ বেটে। খেতে যাব গো। রায়হুজুরের ঘর। হু।

শূল। তোরা ভোজ খাবি আর আমাদের কল বন্ধ যাবে? সে সব হবে না। সাহেব রাগ করছে। চল কাজে চল্।

কমল। উ—হুঁ। আজ তো যাব না আমরা।

শূল। এই দ্যাখ সাহেব খেপে যাবে।

কমল। তু খেপেছিস—সাহেবও খেপুক। হঁ।

শূল। সাহেবের দাদন নিস নি তোরা?

কমল। দাদন নিলম তো কি হ'ল? মাথাটি কি বেচে দিলম— তুর সাহেব উটো কিনে নিলে নাকি? দেলা! দেলা!

(শ্রীবাসের প্রবেশ)

শ্রীবাস। আাই। আমি খুঁজে সারা। আর তুই এখানে? দেরী লাগাচ্ছিস যে—যাবি কোথা?

কমল। রায়বাড়ীতে ভোজ খেতে গো।

শ্রীবাস। কাল ধান নিয়ে যে বললি—আজ খাতাতে টিপছাপ দিবি—এলি না যে বড়?

কমল। তা দিব—ইয়ার পরে দিব।

শ্রীবাস। সে হবে না। বছর বছর ধান নিচ্ছিস—পুরো শোধ করছিস না, বাকার উপর বাকী জমছে—তার একটা আধার করে দিতে হবে তো!

কমল। দেড়া সুদ লিছিস—কি ক'রে শোধ হবে গো? আমরা তো তুকে পিতি বছরই ধান দিছি। শোধ হচ্ছে না কেনে? তু শোধ লিখছিস না কেনে?

শ্রীবাস। বটে? খুব চালাক হয়েছিস! আচ্ছা আমি আর এক ছটাক ধান দোব না।

কমল। দিব গো দিব টিপছাপ। কাল দিব। আজ আমরা ভোজ খেতে যাছি। কাল দিব। দেনা—দেনা।

[সাঁওতাল দুইজনের প্রস্থান

শুল। এ বেটাদের বোঙা জাতকে নিয়ে কি কার বল দেখি? সাহেবকে বল্লাম, চাপরাসী দিয়ে বেটাদের বেশ করে ঘা কতক দেন, তা সায়েব বলে—না।

(মুখার্জীর প্রবেশ)

মুখার্জী। কি করব রায়সাহেব—এটা তো আমার তোমার মত পৈত্রিক জমিদারী নয়। এটা ব্যবসা! বুঝেছ! শ্রীবাস—তুমি শিগ্‌গির টিপছাপ নেবার ব্যবস্থা কর! নইলে কল চালানো মুস্কিল হবে।

শ্রীবাস। কিছুতেই ঘাড় পাতছে না হুজুর। কাল বলেছিল আজ দেবে। আজ বললে কাল দেবে।

(নেপথ্যে সাঁওতাল মেয়েদের গান শোনা গেল।
মুখার্জী সেইদিকে চাহিয়া বলিলেন)

মুখার্জী। কি ব্যাপার শ্রীবাস? মেয়েগুলো এমনভাবে গান গাইতে গাইতে চললো কোথায়?

শ্রীবাস। আজ ওদের কি একটা পরব আছে হুজুর।

শূল। রোয়া পরব স্যার; আউশ ধানের বীজ বুনবে। তাই পূজো দিতে চলেছে জহর সর্ণায—

মুখার্জী। জহর সর্ণা তো ওদের দেবস্থান—ওই গাছতলায?

শ্রীবাস। হ্যাঁ হুজুর!

মুখার্জী। আগে-আগে আসছে—ওটা কমল মাঝির নাতনি না?

শূল। আজ্ঞে হ্যা। ভারী বজ্জাৎ মেয়ে ওটা।

(মেয়েরা গাহিতে গাহিতে ঢুকিল, হাতে
ডালায় ফুল ধান ইত্যাদি।)

গান

ঠাকরাহি সিরিজিলা সোনা পিবথিম গো—
ঠাকুরাহি সিরিজিলা গাইয়া গো ইয়াবে—
পুরুবালি ডাহিরালি গাইয়া গো ইয়াবে—
পুরুবালি ডাহিবালি গাইয়া গো ইয়া—

মুখার্জী। এই মাঝিন—এই কমল মাঝির নাতনী।

শূল। এই সারী—এই!

সারী। কি বুলছিস গো।

শ্রীবাস। সাহেব ডাকছে—সাহেব—।

সারী। সাহেব মশায় কি বলছিন গো আপুনি?

মুখার্জী। আজ তোদের পরব?

সারী। হঁ গো! তাথেই তো—চললম গো জহর সর্ণাতে।

মুখার্জী। আজ পরবে কি কি হবে তোদের? এ্যাঁ! কি কি করেছিস?

সারী। করলম তো, অনেক হবে গো! জেগ, দাকা—হাণ্ডী। মরদগুলো খাবে, আমরা খাব—নাচব, গান করব আমোদ হবে।

মুখার্জী। তবে তো অনেক রে। এঁ্যা? ভাত—মাংস—মদ। আচ্ছা এই নে বকশিস।

(একখানা দশটাকার নোট দিল)

গেল টাকা। দশ টাকা।

সারী। গেল টাকা। এত গুলান টাকা দিলেন সাহেব মশয়?

মুখার্জী। হ্যা। একটা খাসি কিনবি। মদ কিনবি।

শ্রীবাস। মাংসের জোগাড় ওরা করে নিয়েছে হুজুর। খরগোস মেরেছে একগাদা।

মুখার্জী। খরগোস।

সারী। হঁ গো। মারলম তো! তা-ই বলছি।—(শূলপাণিকে লক্ষ্য করিয়া) বলে আমাকে দে ছুটো। ছটো খেপা বটে। রাঙা-বাবুকে দিব ছুটো—আমরা খাব—

মুখার্জী। বেশ আমাকে দে। রাঙাবাবুর জন্যে যে ছুটো রেখেছিস—সে ছুটো আমাকে দিয়ে যাস।

সারী। তুমাকে দিতে লারব—। রাঙাবাবুর জিনিষ দিতে পারি? হেই বাবা!

মুখার্জী। বটে? এতগুলো টাকা দিলাম আমি।

সারী। তবে লে তুর গেল টাকা। ওই লে। ফিরে লে!

(ফেলিয়া দিয়া বলিল)

লেনা—দেনা—লে।

[তাহারা চলিয়া গেল

মুখার্জী। এই সারী এই!

শূল। স্যার!

মুখার্জী। শূলপাণি!

শূল। টাকাটা স্যার!

মুখার্জী। ওটা তুমি নাও। এক কাজ করতে পার?

শূল। হুকুম করুন sir—

মুখার্জী। শ্রীবাস—তুমি নিজের কাজে যাও! যাও!

[শ্রীবাসের প্রস্থান

মুখার্জী। ওই কমল মাঝির নাতনী—ওই সারী মেয়েটাকে—

শূল। এখুনি ধরে আনছি স্যার চুলের মুঠো ধরে—

মুখার্জী। না—না।

(ধমক দিয়া উঠিলেন)

শূল। আজ্ঞে?

(কিছু না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল)

মুখার্জী। শোন! (কাণে কাণে বলিল)

শূল। (সরস ভাবে বলিয়া উঠিল) Yes sir—

মুখার্জী। Shut up. (শূলপাণি চমকিয়া উঠিল) মুনিব গুলি করে, শীকার পড়ে, কুকুর ছুটে গিয়ে মুখে ক'রে তুলে আনে। দেখেছ? ঠিক সেই ভাবে—ঠিক সেই ভাবে। (আরও কয়েকখানা নোট দিয়া) সাঁওতালদের আজ প্রচুর মদ দাও। প্রচুর!

(সিঁড়ি বাহিয়া বাংলোর বারান্দায় উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর মুক্ত বারান্দা

অথবা ছাদের উপর

কাল সন্ধ্যা—রামেশ্বর আলিসায ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।
নীচে কোথাও রোসনচৌকি বাজিতেছে।

রামেশ্বর। (আবৃত্তি করিতেছেন) অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধা-লিঙ্গন-ধূসরস্তনী—

(সুনীতি প্রবেশ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন)

রামেশ্বর। (চমকিয়া) কে?

সুনীতি। তুমি এখানে একলা কি করছ? আমি খুঁজে সারা হ'য়ে গেলাম।

রামেশ্বর। সুনীতি, চিন্তা করতে করতে মাথার ভিতরটা কেমন করে উঠল। একটু খোলা বারন্দায এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে রাত্রিকালটা যেন চিরে ফালি ফালি ক'রে দিলে।

সুনীতি। স্ত্রীলোকের চীৎকার?

রামেশ্বর। হ্যাঁ। মনে হ'ল যেন ওই কালিন্দীর ওপার থেকে কে চীৎকার করলে।

সুনীতি। চরে কোন সাঁওতাল মেয়ে চীৎকার ক'রে থাকবে। বুনো জাত—হয তো স্বামী বা বাপ কি অন্য কেউ ধ'রে মারছে।

রামেশ্বর। সে চীৎকার বুক ফাটানো চীৎকার সুনীতি। আমার হঠাৎ রতিবিলাস মনে প'ড়ে গেল। রুদ্রের ললাটবহ্নিতে মদন পুড়ে ছাই

হ'য়ে গেলেন—রতি ধূলায় লুটিয়ে পড়ে ধূলিধূসরিতা হ'যে কাঁদতে লাগলেন। ঠিক আমার তেমনি মনে হ'ল।

সুনীতি। না। আজ শুভ দিন, অহীনের বিয়ের উৎসব এখনও শেষ হয়নি, তুমি ওসব মনে ক'রো না।

রামেশ্বর। অদ্ভুত সুনীতি, অদ্ভুত!

সুনীতি। কি?

রামেশ্বর। মহাকবিদের কল্পনা। কালের গতিরোধ ক'রে অকালে হ'ল বসন্তোদয়, সম্মুখে বসলেন গৌরা—উমা, তবুও মহাকালের তপোভঙ্গে অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ল না। নির্যাতি ছাড়লে না। মহাকালের ললাটে রোষ-বহ্নি জ্বলে উঠল। মদন ভস্ম হ'য়ে গেল।

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) রামেশ্বর!

সুনীতি। ও বাড়ীর দাদা আসছেন।

রামেশ্বর। আমি কি ব'লব ইন্দ্রকে? আমি কি ব'লব তাকে? না—না—আমি চললাম সুনীতি!

সুনীতি। ছি, উনি কি ভাববেন?

রামেশ্বর। না—না। ইন্দ্রকে আমি বলতে পারব না। পারব না। ওকে বলো আমার শরীর অসুস্থ।

[প্রস্থান

সুনীতি। ওগো! ছি—ছি—ছি! ওগো—।

(অনুসরণ)

(কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্র রায় ও মিত্তিরের প্রবেশ)

মিত্তির। যোগেশ মজুমদার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের ওখানে গেছল। আপনি এ বাড়ীতে আছেন শুনে আমার সঙ্গে এসেছে।

ইন্দ্র। যোগেশ মজুমদার?

মিত্তির। আজ্ঞে। বোধ হয় কলের ব্যাপার নিয়ে কলের মালিক পাঠিয়েছে!

ইন্দ্র। হ্যাঁ, যোগেশ এখন কলের ম্যানেজার—ঐ এক ভুল ক'রেছি।—কলের মালিকের মতিগতি ভাল নয়। আচ্ছা এইখানেই ডাক তাকে।

[মিত্তিরের প্রস্থান

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এলাম।

ইন্দ্র। শ্রী এখন বিগত যোগেশচন্দ্র অবশিষ্ট এখন চরণ। সুতরাং কথাটা তোমার বিনয় বলে ধরে নিলাম। এখন আসল বক্তব্য কি বল?

যোগেশ। মুখার্জীসাহেব একবার আপনার কাছে পাঠালেন।

ইন্দ্র। বল।

যোগেশ। আজ্ঞে। আজ্ঞে, আমাকে যেন অপরাধী করবেন না।

ইন্দ্র। (হাসিয়া) অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বে এটা তোমার প্রণামবাণ প্রয়োগ, কেমন যোগেশ?

যোগেশ। আজ্ঞে হুজুর. আমি চাকর।

ইন্দ্র। দূত চিরকালই অবধ্য। নির্ভয়ে তুমি মুখার্জীসাহেবের বক্তব্য ব্যক্ত কর।

যোগেশ। উনি পত্রই লিখছিলেন আপনাকে। শেষে মত পাল্টে আমাকেই পাঠালেন। কথাটা চরের সাঁওতালদের নিয়ে। সাঁওতালদের যদি আপনারা আটক করেন, তাহলে তাঁর কল কেমন ক'রে চলে? তাছাড়া—

ইন্দ্র। তা ছাড়া?

যোগেশ। সাঁওতালরা এখন আর আপনাদের প্রজাও নয়!

ইন্দ্র। প্রজা নয় ? মানে ?

যোগেশ। আপনার অধীনে সাঁওতালদের যে প্রজাইস্বত্ব, সে স্বত্ব মুখার্জীসাযেব কিনেছেন।

ইন্দ্র। কিনেছেন ?

যোগেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। সাঁওতালদের কাছে ধান বাকীর পাওনায় রংলাল চাষী ওদের কাছে গোপনে খৎ ক'রে নিয়েছিল। বিক্রী কোবালা!—রংলালের কাছে মুখার্জী সাযেবেরও অনেক টাকা পাওনা ছিল। সেই পাওনা বাবদ, রংলালের কাছ থেকে কিনেছেন মুখার্জী-সাযেব। সাঁওতালরা এখন ব'সে আছে মুখার্জীসাযেবের প্রজাই স্বত্বের জমির ওপর। তারা এখন মুখার্জীসাযেবের প্রজা!

ইন্দ্র। বটে ? আচ্ছা, তারপর ?

যোগেশ। আজ্ঞে, এর পরও যদি আপনারা—সাঁওতালদের আটক করেন, তাহ'লে কি ক'রে চলে বলুন ?

ইন্দ্র। মিত্তির!

(মিত্তিরের প্রবেশ)

মিত্তির। আজ্ঞে ?

ইন্দ্র। চরের সাঁওতালদের কি আটক করা হ'য়েছে কোন কারণে ?

মিত্তির। আজ্ঞে না, আটক করতে যাব কেন ? চরে জামাই-বাবুদের যে খাস্ জমি আছে, সে জমি ওরাই ভাগে করে। সে জমির ধান এখনও পর্যান্ত কাটে নি। তাই, আজ কাট্‌তে বাধ্য করা হ'য়েছে!

যোগেশ। যারা ভাগীদার নয়, তাদেরও আপনারা বেগার ধ'রেছেন খাসের জমীর ধান কাটবার জন্যে!

ইন্দ্র। হুঁ। তারপর-মুখার্জীসাযেবের কি বক্তব্য ?

যোগেশ। আজ্ঞে, আমাদের কুলী আটক ক'রে বেগার নিতে গেলে

কি ক'রে চলবে বলুন ? তাছাড়া ভেবে দেখুন—বেগার প্রথাটাও হ'ল—বে আইনি।

ইন্দ্র। ও! আইন! আইনের কথাটা আমার স্মরণ ছিল না। তা আইনে কি আছে শুনি ?

যোগেশ। আজ্ঞে ?

ইন্দ্র। তোমার মুখার্জীসায়েবকে বলো—আমাদের বেগার ধরার অভ্যেস অনেক দিনের। কেউ ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায় ? বেগার আমরা চিরকালই ধ'রেছি। যতদিন আমরা থাকবো, ততদিন ধরবো এই কথাটাই তোমার সায়েবকে জানিয়ে দিও।

যোগেশ। তাহ'লে এই গিয়ে বলবো ? কিন্তু ঝগড়া বিবাদটা না হ'লেই ভাল হ'ত বাবু।

ইন্দ্র। জান তো যোগেশ, আগেকার কালে, এক রাজা অন্য রাজার কাছে দূত পাঠাতেন, সোনার শেকল—আর খোলা তলোয়ার নিয়ে আসত সে দূত। যেটা হোক একটা নিতে হ'ত। তা—তোমার মুখার্জীসায়েবকে বোলো—আমি খোলা তলোয়ারখানাই নিলাম।

যোগেশ। তাহ'লে আমি যাই বাবু।

ইন্দ্র। এস।

[যোগেশের প্রস্থান

শুনলে সব ?

মিত্তির। আজ্ঞে হ্যাঁ!

ইন্দ্র। কিন্তু, এ সন্ধানটা রাখা আমাদের উচিত ছিল।

মিত্তির। আজ্ঞে, শ্রীবাস যে সাঁওতালদের জমি কিনেছে, এটা আমি জানতাম। কিন্তু, তাতে আর কি ব'লব ? কেনা-বেচায় আমাদেরই লাভ। খারিজ ফি আসে। কিন্তু মুখার্জীসায়েব যে শ্রীবাসকে দেনা দিয়ে বেঁধেছেন, তা জানতে পারি নি!

ইন্দ্র। খারিজ ফি'র লোভে আমরা ধর্ম্মে অবহেলা ক'রেছি। ওইটেই আমাদের পাপ! যাক্, এখন শোন; দু' তিন দিনের মধ্যেই, যত শীগ্‌গির হয়—আমাদের ভাগের জমি দখল নাও। নইলে, চরে ঢোকবার পথ থাকবে না। আর, কালিন্দীর গর্ভে বাঁধ দিয়ে যে পাম্পটা বসিয়েছে মুখুজ্যে, সেটাও তুলে দাও। চর বন্দোবস্তের সঙ্গে নদীর কোন সম্বন্ধ নেই।

মিত্তির। হরিশ, নবীন, এদের রাত্রেই পাঠাচ্ছি লোকের জন্যে। কাল লোক আসুক, পরশু সকালেই আমরা দখল নেব জমি।

ইন্দ্র। সাবধান, যেন মাথা হেট ক'রে ফিরে আসতে না হয়। আর একটা কথা, দখল ক'রেই সঙ্গে সঙ্গেই লোক পাঠাবে সদরে! কোন মতে মুখুজ্যে যেন আগে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে না পারে।

মিত্তির। ওরা কিন্তু মোটরে ক'রে লোক পাঠাবে। মোটর লরী র'য়েছে কলে।

ইন্দ্র। মোটর লরী! মোটর লরী!—সদরে যাবার পথে, গাঁয়ের শেষে যে সাঁকোটা আছে মিত্তির—লরী যাতে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা কর। [উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ী সংলগ্ন বাগান

অহীন বসিয়া আছে বই হাতে। একটি টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে। সুনীতি ও মানদা আসিয়া দাঁড়াইল।

মানদা। এই দেখুন মা, আজকের দিন কত সাধ আহ্লাদের দিন—এই দিনে দাদাবাবুর কাজ দেখুন। একখানা বই নিয়ে বসে আছেন। এলাম যদি তো মানুষের খেয়ালই নাই। কি যে ঐ কালির হিজিবিজির মধ্যে আছে—কে জানে বাপু।

(অহীন মুখ তুলিয়া চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

অহীন। মা!

সুনীতি। ওঠ বাবা, আজ যে ফুলশয্যা।

অহীন। বড় ভাল বই মা। পড়তে বসলে ছাড়া যায় না।

সুনীতি। কি বই রে।

মানদা। এই হ'ল। মা বেটায় এইবার আর এক প্রহর বকবেন। আচ্ছা।

[প্রস্থান

অহীন। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর লেখা মা। শাস্ত্রের মত মহৎ। জাতিতে তিনি জার্মান। পৃথিবীর এই যে ছোট বড় ভেদ, অসংখ্য কোটী লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস এই নিয়ে পৃথিবীর যে অশান্তি দ্বন্দ্ব এতে তিনি কারণ নির্ণয় করেছেন। নিবারণের পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

সুনীতি। তবে সে উপায় কেন মানুষ নেয় না অহি।

অহীন। একদল মানুষ তাতে বাধা দিচ্ছে মা। তারাই তো পৃথিবীতে সব চেয়ে শক্তিশালীর দল এখন। ধনীর দল—রাজার দল—জমিদারের দল! ঐ চরটার দিকে তাকিয়ে দেখ না মা—সাঁওতালেরা বন কেটে করলে চাষ, চাষীরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্রীবাস ধান দাদন দিয়ে তাদের জমি কিনে নিলে। শ্রীবাসকে টাকা ধার দিয়ে মুখুজ্জে সায়েব কিনছেন সমস্ত চর। শত শত মানুষকে বঞ্চিত করে একটা মানুষ হ'ল চরের মালিক, কিন্তু এ সব মানুষের তো মুখার্জী সায়েবের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি নাই।

সুনীতি। চর নিয়ে যে আবার বিরোধ বাধল বাবা!

অহীন। সে তো বাধবেই মা। এক দিকে জমিদার—অন্য দিকে মহাজন। এ বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কেউ তো পিছু হটবে না।

সুনীতি। কি হবে?

অহীন। কি হবে? জমিদারের গায়েও আঁচড় লাগবে না, মহাজনের গায়েও আঁচড় লাগবে না। বাগদী লাঠিয়ালের মাথা ভাঙবে, ভোজপুরী দারোয়ান জখম হবে, সাঁওতালেরা উৎসন্ন যাবে।

সুনীতি। না! ও চরে আমার কাজ নেই অহীন—ওটা তুই তোর শ্বশুরকে বলে বিক্রি ক'রে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। ও চরটা—ঘোরে, আমার বাড়ীকে পাক দিয়ে ঘোরে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। চক্রাকারে ঘোরে—যেন একটা চক্রান্ত।

অহীন। ও তোমার মনের ভুল মা।

রামেশ্বর। (নেপথ্যে) ওই কলওয়ালাটার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আনা যায় না ইন্দ্র? অথবা সর্ব্বরক্ষার কাছে বলি!

সুনীতি। কি হ'ল? কি হ'ল?

[প্রস্থান

অহীন। বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্ব্বরী—দেখা দিবে রাজদণ্ড রূপে!

(মানদা ও উমার প্রবেশ)

মানদা। এই নাও, শিবের তপিস্যে ভাঙাতে পারতো ভাঙাও।

[মানদার প্রস্থান

অহীন। এই মানদা!

উমা। মানদা খুব বেঁচে গেছে। আবার আসে ও?

অহীন। কেন?

উমা। শিবের তপস্যা ভঙ্গ করে মদন ভস্ম হয়েছিলেন, তোমার তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে মানদা অন্ততঃ মাথায় একটা চাঁটীও তো খেতে পারত।

অহীন। উঁহুঁ—একালে শিবেরা অর্থাৎ অহীন্দ্রেরা দস্তুর মত কলেজে

পড়েছে, কাব্য চর্চ্চা করেছে, তপোভঙ্গ ক'রে উমাকে সম্মুখে আনার অপরাধে মানদা চাঁটী খেতো না, রীতিমত পুরস্কার পেতো।

উমা। যাক, ভরসা পেলাম। মদন ভস্মের পর উমাকে লজ্জিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। এ যুগের উমাকে সে লজ্জা পেতে হবে না।

অহীন। তুমি আমার উপর অবিচার করছ উমা!

উমা। অবিচার বৈ কি। সন্ধ্যে থেকে ফুলের গয়নায় সেজে বসে রইলাম আর তুমি বই পড়তে লাগলে। আমার ইচ্ছে করছিল এগুলো ছিঁড়ে ফেলে দি।

অহীন। (আলোটা নিভাইয়া দিল) বল তো এইবার, চারখানা দেওয়ালের মধ্যে এমন মধুর হ'তে পারত আমাদের মিলন! দেখতো কেমন জ্যোৎস্না! কালিন্দীর ওপারের চরটার দিকে তাকিয়ে দেখতো, কি সুন্দর দেখাচ্ছে চরটা। বস এইখানে বস।

উমা। আমাকে কিন্তু কাল চরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

অহীন। চলনা আজই যাই চুপি-চুপি।

উমা। উহুঁ -রাত্রে নয়, দিনের বেলা যাব, নইলে ভাল করে দেখা হবে না সেই মেয়েটাকে।

অহীন। কাকে? কোন মেয়েটাকে?

উমা। যে মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে তোমাকে বারণ করেছিল! তাকে দেখব আমি। হ্যাঁ গা—সত্যি?

অহীন। আমার পূজারিণীদলের সে শ্রেষ্ঠা। তার নাম সারী। চঞ্চল মুখরা! সেদিন চরের উপর অমল বললে তোমায় পড়াবার কথা। সে ভাবলে অমল আমাকে তোমায় বিয়ে করতে বলছে। বললে—না না—তুমি ওকে বিয়ে করো না। সেই তো হ'ল বিয়ের কথার সূত্রপাত!

উমা। মেয়েটা নিশ্চয় তোমাকে ভালবাসে। না?

অহীন। হয় তো বাসে! (হাসিল)

উমা। আর তুমি?

অহীন। আমি?

উমা। হ্যাঁ তুমি? তুমিও বাস? (হাসিল)

অহীন। যদি বলি বাসি।

উমা। দব—সাহেব কি কখনও সাঁওতালনীকে ভালবাসতে পারে?

অহীন। সারীকে আমি সত্যিই স্নেহ করি উমা। তার জীবনে কোন গুণের গন্ধ নেই, বর্ব্বর, বন্য, বড় কালো, সে হল অপরাজিতা ফুল। সকল ফুলের কাছেই পরাজয় তার—তবু তার নাম অপরাজিতা।

উমা। আর আমি? আমি বুঝি শিমূল ফুল?

অহীন। না। তুমি ফুল নও, তুমি মালা। ফুলের নয় মণিমুক্তারও নয়। সপ্তদশ বসন্তের একগাছি মালা। (তাহার হাত দুখানি ধরিয়া নিজের গলায় জড়াইতে গিয়া) বাঃ এ গহনাটি তো চমৎকার। এ তো কঙ্কণ?

উমা। হ্যাঁ।

অহীন। চমৎকার গড়ন! এমন গড়ন আজকাল তো দেখা যায় না! (অপর হাতখানি দেখিয়া) কই এ হাতে কই? কঙ্কণ তো দু' হাতেই পরে।

উমা। ও একটাই। আর একটা নেই। সেই জন্যে মা বলেছিলেন —ও দিতে হবে না। দেবে তো জোড়া গড়িয়ে দাও। বাবা বললেন— না। জোড় গড়ালে জোড় হয় তো মিলবে—কিন্তু সে মিল তো সত্যিকারের মিল হবে না!

অহীন। (উমার মুখের দিকে চাহিল) উমা তবে কি—তবে কি—

উমা। হ্যাঁ।

অহীন। এই সেই কঙ্কণ আমার বড়মায়ের কঙ্কণ, চক্রবর্তীবাড়ীর বধূবরণের মাঙ্গলিক আভরণ।

উমা। হ্যাঁ। বাবা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন চরে। বাবা বলেন—ও একগাছিই থাক—যদি কোনদিন অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় ওর জোড় আপনি ফিরে আসবে।

অহীন। (উমার কঙ্কণশোভিত হাতখানি কপালে ঠেকাইল) হয় তো পাওয়া যাবে চরে। আর এক প্রান্তে—কালিন্দীর পলিমাটির তলায়, কালিন্দী তাকে লুকিয়ে রেখেছে। হয় তো সেদিন খুঁজে পাব পলিমাটির বুকে আঁকা তাঁর পায়ের ছাপ—ঘাসের ভিতর জঙ্গলের আবরণের মধ্যে।

উমা। চুপ কর, ওসব কথা আজ থাক।

অহীন। থাকবে? না। আজ তোমাকে আমাকে উপলক্ষ করে কতকাল পরে রায়বাড়ী চক্রবর্তীবাড়ীর মিলন হল। আজ বড়মায়ের কথাই তো বড় কথা। জান কতদিন আমার মনে হয়েছে—ওই চরের মধ্যেই খুঁজে পাব বড়মায়ের সন্ধান। আমি যে ওই চরটার দিকে ছুটে যাই তার কারণ শুধু এই। চরটা যেন টানে আমায়। মিথ্যে খোঁজা জানি - তবু ওখানে গিয়ে খুঁজি মানুষের পায়ের ছাপ! মা বলেন,—ওর মনে হয় চরটা যেন ঘোরে—চক্রবর্তীবাড়ীকে পাক দিয়ে দিয়ে ঘোরে। মানুষের মনের আবেগকে আশ্রয় ক'রে এমনি ক'রেই কত বিশ্বাস গড়ে ওঠে। হোক মিথ্যে—তবু তাকে অস্বীকার করা যায় না। দাদা গেলেন দ্বীপান্তর ওই চরের জন্যে। ওই চরই অনিবার্য ক'রে তোমার আমার মিলন। নইলে—

উমা। নইলে?

অহীন। থাক উমা; সে কথা থাক।

উমা। না। নইলে বলে কি বলছিলে বল তুমি।

অহীন। হয় তো শুনে হাসবে, অথবা অভিমান করবে।

উমা। তবু বল তুমি।

অহীন। নইলে আমার তো সঙ্কল্প ছিল উমা—জীবনে আমি একাই থাকব। বিবাহ করব না।

উমা। কেন?

অহীন। (হাসিয়া) এই দেশের মেয়েদের নই জিজ্ঞাসা করে দেখ। ভেবেছিলাম— বুদ্ধদেব, কিম্বা চৈতন্যদেব, কি শঙ্করাচার্য্য মানে অহীন্দ্রদেব কি অহীন্দ্রাচার্য্য এমনি কিছু একটা হব আর কি। নিদেন এযুগের সুভাষচন্দ্রের মত তাদের প্রতীক—যা বাংলাদেশের ন'শো নিরেনব্বইটা ছেলে ভাবে।

উমা। (সে এবার হাসিল) হ্যাঁ। পথ দিয়ে চলে যাবে নবীন সন্ন্যাসী [illegible] আর বাবু রাজপথের দু পাশের দোতলা তেতলার জানালা থেকে [illegible] তরুণীদের চোখে ফুটে উঠবে মুগ্ধ বিস্ময় - কে জানবে বেদনার অশ্রু, আর তারা ভাববে— আহা, কোন ভাগ্যবতী [illegible] বাঁধতে পারলে না জীবনের সর্ব্বস্বকে, প্রত্যাখ্যান করিল সাধের গাথার নায়ককে কাচের টুকরোর মত অনায়াসে ছুঁড়ে। তোমরা এযুগের তরুণেরা ধন্য বটে। (চমকিয়া উঠিয়া) কে? কে—ওখানে? ওগো দেখ ছ—ওই দেখ—(অহীনকে আঙুল দিয়া দেখাইল)

অহীন। কে? তাইতো! কে ওখানে? কে?

(অগ্রসর হইয়া গেল)

অহীন। কে? কমল?

কমল। (ভগ্নস্বরে) রাঙাবাবু!

অহীন। কি—কমল? এই রাত্রে এমনভাবে লুকিয়ে চোরের মত?

কমল। বাপোবাবা!

অহীন। তুমি কাঁদছ কমল!

(কমল এবার অহীনের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।)

কমল। বাপোবাবা! আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যেছি গো! আমার সব্বনাশ হ'ল গো।

অহীন। কমল! ওঠ কমল, কি হয়েছে বল।

কমল। আমার সারা—আমার নাতি—আমার সারা পালাল গো! আমার সব্বনাশ হ'ল।

অহীন। সারা! কে, কে সারা? সারা কি? সারা পালিয়েছে?

কমল। বাবু গো! [illegible] আমি বুক ফাটায়ে কাঁদছিম ঠাকুরকে ডাকছিম [illegible] মনে [illegible] আমার সারাকে [illegible]। [illegible] না বেটে [illegible] বাড়াবাড়ি [illegible] আমার সারাকে—আমার নাতিনকে কেড়ে নিলে।

অহীন। কে ও সারাকে কেড়ে নিলে?

কমল। হা বাবু! [illegible] কাল [illegible] মাঝিদের টাকা দিলে, মদ দিলে, [illegible] বাবা নিজে [illegible] দেখতে কি? বাবা [illegible] কুথা, আমি লাজে আবারে আবারে [illegible] দেখি। [illegible] বাবু তুমাকে দেখলাম বাগানের ধার থেকে তাই এসে পেনাম করতে।

অহীন। ওঠ, চল থানায় যাবে, চল আমার সঙ্গে।

কমল। না। তা পারব। [illegible] তা পারব। উরা [illegible] সারা গেল নিজে গয়নার লেগে কাপড়ের লেগে—ছি তা পারব।

অহীন। কমল, তা হ'লে তোর ধনুক-টাঙ্গি নিয়ে চ—[illegible] ডাক, আমি তোদের সঙ্গে যাব। উমা, উপরের ঘর থেকে বন্দুকটা আন তো। আন তো বন্দুকটা।

উমা। কি বলছ তুমি? না।

কমল। না রাঙাবাবু, না। তু পারবি না, আমি পারব না, ভগরু পারবে না। উ সাহেবটো—তু জানিস না রাঙাবাবু—তু জানিস না—উ একটো দানো বটে উ একটো দৈত্য বটে।

অহীন। তবে বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা—আমার সম্মুখ থেকে তুই বেরিয়ে যা। কাপুরুষ কোথাকার কেন তুই কাঁদতে এসেছিস আমার সামনে? যা, যা—তুই চলে যা—

কমল। (সভয়ে) যাচ্ছি বাবু আমি যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি আমি। ভুকানদারটো মিছে দেনার দায়ে জমি লিখে লিলে—সাহেব সারীকে লিলে—মাথার পাগ করলে—আমি চলে যাচ্ছি। আমি চলে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

(অহীন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

উমা। ওগো। তুমি এমন করে চেয়ে থেকো না। বস তুমি বস।

অহীন। আমার মনে হচ্ছে উমা—আমার রক্তের মধ্যে আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বলছে। রক্তে যেন আমার আগুন ধরে গেছে। উঃ—উঃ।

উমা। বস তুমি—আমি তোমায় বাতাস করি।

অহীন। বাতাসে এ আগুন নেভে না উমা। বাতাসে নেভে না—জলে নেভে না—উঃ।

উমা। মা—মা। (অগ্রসর হইল)

অহীন। (তাহাকে বাধা দিয়া) না। মাকে ডেকো না। তুমি উপর থেকে বন্দুকটা ফেলে দাও জানালা দিয়ে। আমি ওই কলওয়ালাকে গুলি করে মারব।

উমা। না—না। ওগো। না।

অহীন। আমারই ভুল। বন্দুক তো নেই। দাদা ননীপালকে গুলি করে মেরেছিলেন, পুলিশ বন্দুক সিজ্ ক'রে নিয়ে গেছে। বন্দুক তো নেই।

বসিল

উমা। তুমি শান্ত হও। স্থির হও। জল আনব?

অহীন। না। উমা, আমি ক্ষমা করতে পারব না। ভগবানের দূত বারবার এসে বলে গেল ক্ষমা করতে মানুষকে, ভালবাসতে মানুষকে! তাঁদের নমস্কার করে বলছি—মানতে পারব না তোমাদের কথা। যারা মানুষ হয়ে মানুষের সর্বনাশ করে, অসহায়ের অত্যাচার করলে—তাদের ক্ষমা করতে আমি পারব না।

উমা। কি করবে? এ অত্যাচার—এ অন্যায়?

অহীন। এর পথ বের করে আমি দেব। উমা আমি পথ পেয়েছি। এই মহলে আমার নেই।

উমা। কোথায়?

অহীন। ফিরিয়ে আনতে হবে কমলকে—খুঁজে আনতে হবে ডগরুকে—তারপর ডাক দেব সব মাঝিদের। ওই সব ভীরু মানুষদের জাগিয়ে তুলতে হবে। মনে ফোটাতে হবে প্রতিবাদের ভাষা—চোখে ফোটাতে হবে বুকের আগুন। আমি যাব।

উমা। সে কি?

অহীন। হ্যাঁ তাই। উমা তোমায় আমি বলিনি। বলতে বলতে গোপন করেছি। আমি কিছুদিন আগে বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছিলাম, তারপর—(ম্লান হাসিয়া) তোমায় বিবাহ করলাম—ভাবলাম, ছেড়ে দেব সব সংস্রব। কিন্তু না—কমল বলে গেল—ওপারে বন চর হতে সারীর বুকের বেদনা আমায় বলছে, রাঙাবাবু—রাঙাবাবু—কি হবে—আমাদের

কি হবে ? আমায় যেতে হবে উমা — আমায় যেতে হবে। তুমি আমায় বিদায় দাও।

(উমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

তুমি বিংশ শতাব্দীর বাংলার মেয়ে উমা।

উমা। যাও, তবে তুমি যাও। বাধা দেব না আমি।

(প্রণাম করিল)

অহীন। দুঃখকে জয় কর। তোমার অশ্রুর মুক্তায় মুক্তায় আমার জয়মাল্য রচিত হোক, তোমার প্রেমের প্রদীপ আমার অন্ধকার পথ আলো করুক। আমি যাই। (অগ্রসর হইল)

উমা। না।

অহীন। উমা! (ফিরিল)

উমা। ওগো বাধা দিতে আমি চাই না। কিন্তু-

অহীন। তবু কিন্তু কি উমা ?

উমা। আজ যে আমাদের ফুলশয্যা গো। শুভরাত্রি— জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার রাত্রি—

সে বুকে আসিয়া মাথা রাখিল

অহীন। ও! আজ ফুলশয্যা শুভরাত্রি। হ্যাঁ, সন্ধ্যায় আজ নহবতে বাঁশী বেজেছিল। তার রেশ যেন এখনও বাজছে। (উমার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া) তোমার অঙ্গভরা ফুলের আভরণ থেকে মদির গন্ধ উঠছে! আজ আমাদের ফুলশয্যা। শুভরাত্রি।

উমা। আজ যেয়ো না তুমি। আজ রাত্রিটি থাক। ওগো—।

(কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিবার পর)

অহীন। রাত্রি যে শেষ হয়ে এল উমা। এইবার আমায় বিদায় দাও। ওই দেখ আকাশের অগ্নিকোণে ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে জ্বলতে

উঠে আসছে শুকতারা। দেখ উমা। আমায় বিদায় দাও। আমার যাত্রার লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।

(উমা তাহাকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল,
অহীন অগ্রসর হইল)

উমা। আর একটা কথা বলে যাও কি বলব আমি—

(অহীন ফিরিয়া দাঁড়াইল।)

বলে যাও এই সকালে তোমার মা এসে আমায় জিজ্ঞাসা করবেন, আমার মা, আমার বাবা, আমায় জিজ্ঞাসা করবেন, কুটুম্ব আত্মীয় যখন প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইবে কি বলব আমি?

অহীন। বলো — না, আমার সকল কথা গোপন রাখতে হবে উমা। কাউকে বোলো না।

উমা। কিন্তু কি বলব?

অহীন। বলবে উমা বলবে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে, বলবে তোমার উপর অভিমান করে রাগ করে আমি দেশত্যাগী হয়েছি। [প্রস্থান

উমা। আমার উপর অভিমান করে, আমার উপর রাগ করে সে দেশত্যাগী হয়েছে। উঃ—এ মুখ আমি দেখাব কেমন করে!

(সে বসিবার আসনে লুটাইয়া পড়িল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুখার্জীর বাংলোর বারান্দা।

(উত্তেজিত মুখার্জী পায়চারী করিতেছেন। অচিন্ত্য শঙ্কিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন)

মুখার্জী। A curse! A damnable curse—this labour movement! Professional loafer-এর দল, কুলিদের ক্ষেপিয়ে কিছু উপার্জ্জন করতে চায়!

অচিন্ত্য। আজ্ঞে না Sir, loafer নয়, অতীন্দ্র এদের leader—

মুখার্জী। Shut up you buffoon! Loafer নয়? What is অতীন্দ্র? সর্ব্বস্বান্ত জমিদার—তার ছেলে, loafer নয় তো কি? ওদের আর আছে কি? আমার সঙ্গে মামলা করবে? They have already been ruined! মামলার রায় বেরুবার অপেক্ষা!

অচিন্ত্য। No sir, তা হ'লেও অতীন্দ্র loafer নয়! He is a brilliant boy with a big heart! He has stood –

মুখার্জী। Will you stop? তুমি জান এদের demand কি? Did you ask your brilliant boy?

অচিন্ত্য। Yes Sir!

মুখার্জী। কি চায়?

অচিন্ত্য। সাঁওতালদের জমি ফিরে দিতে হবে।

মুখার্জী। সাঁওতালদের জমি ফিরে দিতে হবে?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মুখার্জী। তার পর?

অচিন্ত্য। তারপর Sir, সেটা বড় লজ্জার কথা—অত্যন্ত লজ্জার কথা—যদিও আমি আপনার চাকরী করি—তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি—অত্যন্ত লজ্জার কথা।

মুখার্জী। লজ্জার কথা? What's that? I see সারী মেয়েটার কথা?

অচিন্ত্য। আজ্ঞে না।

মুখার্জী। I see তারপর? অন্য সাঁওতালের কথা? তারা কি চায়?

অচিন্ত্য। ওরে বাপরে! তাদের দাবীর আর অন্ত নেই স্যার! অনেক। ইয়া লম্বা ফিরিস্তি।

মুখার্জী। তুমি যাও, ওদের বল গে, ওই সব কলকাতার বাবুদের কথা শুনলে ওদের সর্ব্বনাশ হবে।

অচিন্ত্য। ওরা মানবে না স্যার।

মুখার্জী। মানবে না?

অচিন্ত্য। না স্যার। ওরা খেপেছে। সেই ভীষণদর্শন কমলমাঝি ফিরে এসেছে

মুখার্জী। কমল মাঝি—!

অচিন্ত্য। হ্যাঁ স্যার। শুধু সেই নয়, সেই ডগর, অজগর যে বাছল সারীর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল, সে এসেছে—

মুখার্জী। বিচিত্র যোগাযোগ—কে ফেরালে এদের? অহীন্দ্র, না! সে ফিরেছে কাল সন্ধ্যায়, আজ সকালে তুমি খবর দিচ্ছ এরা ফিরেছে।

অচিন্ত্য। তা জানি না স্যার, তবে অহীন্দ্রই ওদের লীডার।

মখার্জী। তুমি থানায় যাও এক্ষুনি—

অচিন্ত্য। তার চেয়ে স্যার মিটমাট ক'রে ফেলুন।

মখার্জী। কি ?

অচিন্ত্য। মিটমাট ক'রে ফেলা যাবে। অহীন্দ্র ভয়ানক তেজস্বী— He is a brilliant boy. He is honest সে কখনও অন্যায় করে না-

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। নমস্তে মশায়! ঢিপির মামলা হেরেছে। আমরা জিতেছি হুজুর। রায় হয়ে গেছে। আমার দু হাজার টাকা খরচার ডিক্রীও পেয়েছি।

মখার্জী। Good! আমি এ জানতাম মজুমদার।

যোগেশ। কিন্তু এবার ক স্যার ও মিল বন্ধ করিবার চেষ্টা চলছে –

মখার্জী। বলছি তার আগে ঐ লোকটাকে এবং Baloon টাকে সমস্ত মাইনে মিটিয়ে Mill area থেকে দূর করে দিন

অচিন্ত্য। আঃ বাঁচলাম স্যার বাঁচালেন। May you live long —দীর্ঘজীবি হোন আপনি। That great rascal —brilliant boy অহীন্দ্র— তার বিরুদ্ধাচরণ করতে হত। ও থেকে আমি বাঁচলাম। চলুন যোগেশবাবু।

মখার্জী। একটি পয়সা মাইনে দেবেন না মজুমদার। ওকে শুধু ঘাড় ধ'রে বের করে দিন। [প্রস্থান

অচিন্ত্য। ভগবান আপনার বিচার করুন স্যার। আমি তাতেও কিছু বলব না।

মজুমদার। আপনি চর থেকে চলে যান অচিন্ত্যবাবু— এক্ষুনি এই মুহূর্তে।

(আঙুল দেখাইলেন—অচিন্ত্যবাবুর পিছন পিছন প্রস্থান করিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চর

সারী বসিয়া গান গাহিতেছে—সে যেন কাঁদিতেছে।
অহীন প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চোখে তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি
ফুটিয়া উঠিল। সারা গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া চাহিল
এবং শঙ্কায় অর্দ্ধপথেই প্রায় গান বন্ধ করিয়া
সভয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অহীন। মরতে পারিস নি? আজও বেঁচে আছিস?

সারী। (সকাতরে) রাঙাবাবু, রাঙাবাবু গো!

অহীন। তোরাও ছলনা করতে জানিস? চোখ পর্য্যন্ত ছল ছল করছে তোর? নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে, সরে যা—সরে যা আমার সুমুখ থেকে!

সারী। ওগো রাঙাবাবু—বুড়া আমাকে ফেলে চল্যা গেলো গো!

অহীন। যাবে না? তুই কলওয়ালার বাংলোয় থাকিস! তার দেওয়া দামী কাপড় তোর পরনে। সে কেমন ক'রে সইবে এ অপমান?

সারী। আমি কি করব? আমাকে ধরে লিয়ে গেলো। মাঝিরা মদ খেয়ে পড়ে রইল। ঘরের ভিতর আমার বুকের কাছে—বন্দুকটো ধরলে। আমি কাঁদলম। ডাকলম। কেউ এলি না তুরা। আমি কি করব?

অহীন। তুই মরলিনে কেন? গলায় দড়ি দিলি নে কেন? বিষ খেলিনে কেন? তুই কলওয়ালার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলি না কেন?

সারী। ভয় লাগে, ডর করে, ওগো বাবু—মরতে লারলম, ভয় লাগল! সি নোকটা বাবু—আমাকে কাঁড়ার চাবুকে ক'রে মারে, বন্দুকটো পাশে লিয়ে ঘুমায়—আমি লারলম বাবু!

(অহীন মাথা হেট করিয়া রহিল)

অহীন। বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্ব্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে!

সারী। (এবার তাহার পায়ে পড়িল) রাঙাবাবু—আমাকে ইখান থেকে লিয়ে চল গো আপুনি! আপনার বউয়ের ঝি হব গো আমি! রাঙাবাবু!

(অহীন তাহার হাত ধরিয়া তুলিল)

অহীন। ওঠ! তোর দোষ নাই। দোষ আমাদের, কমলের দোষ—আমার—। (হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল—সারীর হাতে সেই কঙ্কনের জোড়া কঙ্কন দেখিয়া) এ কি? (ভাল করিয়া দেখিয়া) এ কি? এ তুই পেলি কোথায়? সারী! এ কাঁকন তুই কোথায় পেলি? সারী!

সারী। আমি চুরি করি নাই রাঙাবাবু! ইটা তোদের? তবে আপুনি লে।

অহীন। (দেখিয়া) কোথায় পেলি? এ কাঁকন তুই কোথায় পেলি?

সারী। আমি চুরী করি নাই রাঙাবাবু—কুড়িয়ে পেলম—।

অহীন। কোথায়? কোথায় কুড়িয়ে পেলি?

সারী। লদীর ভাঙনের ভিতর পেলম, মাটির ভিতর ঝিকিমিকি করছিল—মাটি খুঁড়লম আমি—।

অহীন। মাটির ভিতর ঝিকমিক করছিল—তুই বের করেছিস?

সারী। হঁ্যা। মরতে আমি গিয়েছিলম রাঙাবাবু! কালিন্দী বান

এল, ডুবে গেলম মরতে। উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়ালম, ঝাঁপ খেতে যেযে দেখলম—এইটো ঝিকিমিকি করছে, মাটি খুঁড়ে হাতে পড়লম। রাঙাবাবু—এই গয়নাটো পরবার সাধে মরতে আর মন লিলে না।

অহীন। মরিস নি তুই, ভালই করেছিস—। কিন্তু—কিন্তু—

সারী। ইটো তুদের বাবু—তুবা লে।

অহীন। এর বদলে তোকে আমি দু হাতে গয়না গড়িয়ে দেব সারী!

(মুখার্জীর প্রবেশ)

মুখার্জী। My God! এ কি? অহীনবাবু! সারী! I See—নির্জ্জন নদীপ্রান্তে সারী এবং সাঁওতাল বাবু! খাঁটি কাব্য!

সারী। (সভয়ে শিহরিয়া উঠিল) রাঙাবাবু!

অহীন। ভয় নেই সারী, তোর কোন ভয় নেই! মিষ্টার মুখার্জ্জী—ওকে আমি আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

মুখার্জী। বাড়ী নিয়ে যাবেন? do you like her?

অহীন। Mr. Mookherjee!

মুখার্জী। বেশী চেঁচালে লোক জমবে—অহীনবাবু। তাতে আপনার কলঙ্ক রটবে। আমার অবশ্য ও ভয় নেই। আমরা হচ্ছি চাঁদ—ওটা আমাদের ভূষণ। (হাসিয়া উঠিল)

অহীন অগ্রসর হইল—

অহীন। Mr. Mookherjee!

মুখার্জী। (এবার একপা পিছাইল, ঈষৎ শঙ্কার সঙ্গে বলিল) অহীনবাবু!

(অহীন আরো অগ্রসর হইল)

মুখার্জী। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বলিল) অহীন বাবু! মিলে ধর্ম্মঘট হয়েছে আমি নিরস্ত্র হয়ে বের হইনি।

(সারী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পিছন হইতে মাঝখানে দাঁড়াইল)

সারী। না—না—না।

অহীন। (সারীকে ধরিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল) আপনি গুলি করবেন মুখার্জী সাহেব?

মুখার্জী। এগুলেই গুলি করব। আর এগুবেন না আপনি।

অহীন। রায়হাটের জমিদার বংশের সঙ্গে চরের চিনির কলের মালিকের যুদ্ধ আমাকে মোগলের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে মুখার্জী সাহেব। (হাসিল) মিউটিনির আগে পর্যন্ত কিন্তু ইংরেজও পুতুল সম্রাট বংশের গায়ে হাত দিতে সাহস করেনি। মিউটিনির পর অবশ্য সম্রাটের ছেলেদের গুলি করে মেরেছিল দিল্লীর রাজপথে প্রকাশ্যে। এ চরের যুদ্ধে এখনও সে অবস্থা আসেনি। সম্ভবত আসবেও না। কাল অনেক এগিয়ে গেছে। এ কালে যারা আমাদের ছিঁড়ে ফেলবে—তারা আপনাকেও বাদ দেবে না। তারা ওই মাটির মানুষের দল। তারা ওই বোধ হয় আসছে।

সে অগ্রসর হইয়া গিয়া মুখার্জীর হাত ধরিল।

মুখার্জী। অহীনবাবু!

অহীন। আমাকে খুন করলে ওরা আপনাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

মুখার্জী। কি চান আপনি? What do you mean

অহীন। আমি যা চাই—মিলশ্রমিকদের ইউনিয়নের নোটিশে লেখা আছে। নোটিশ নিশ্চয় পেয়েছেন।

মুখার্জী। ইউনিয়নের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ? সে ইউনিয়ন আপনি গড়েছেন? যারা এসে এখানে কাজ করছে—তারা আপনার লোক?

অহীন। ইউনিয়নের নোটিশের দাবী ছাড়া আরও একটা দাবী

জানাচ্ছি আমি। এই সাবীকে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রকাশ্যভাবে মার্জ্জনা চাইতে হবে। (হাত ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থানের জন্য ফিরিল)

মখার্জী। অহীনবাবু! বলুন কি হ'ল? আপনি স'রে দাঁড়ান।

অহীন। (ঘুরিয়া) আপনি অতি ইতর মিথ্যাবাদী মুখার্জী, মাতাল! আমাকে আপনি অপমান করেন।

(একটা বাড় অ[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible])

মখার্জী। (পকেট হইতে পিস্তল [illegible] [illegible] অহীনের দিকে) আপনি আমাকে ইতর [illegible] করেছেন অহীনবাবু?

(অহীন ঘুরিয়া [illegible] [illegible] [illegible])

অহীন। [illegible]। [illegible]।

([illegible] [illegible] হাতে [illegible] [illegible] [illegible])

[illegible]। [illegible] আমার মাথার [illegible] [illegible]। [illegible] আমি জান দিব। [illegible] [illegible] [illegible]।

অহীন। •

সাবী। [illegible], [illegible], [illegible], ওকে [illegible] মারবে। [illegible]।

ডগর। ওরে তুর জান দিব আমি। তুর জান দিব।

(ধনুকে তীর যোজনা করিল — সাবী ছুটিয়া পলাইল)

সাবী। না— না —না—

ডগর। কুথা পালাবি ? —কুথা পালাবি ? (অনুসরণ করিল)

মখার্জী। ডগর ডগর! ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তার আগেই সে চলিয়া গিয়াছিল, ধরিতে না পারিয়া সেও তাহার অনুসরণ করিল)

মখার্জি। (পিস্তলটা তুলিল, গুলি করিল। সাবীর চীৎকারধ্বনি শোনা গেল)।

ডগরু ও অহীন (নেঃ)। সারী—সারী—

মুখার্জি। ড্রাইভার! ড্রাইভার!

[কয়েক মহূর্ত্ত স্তম্ভিত থাকিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল

(অহীন প্রবেশ করিল, চারিদিকে চাহিয়া মুখার্জিকে খুঁজিল। ডগরু কোলে করিয়া সারীর দেহ লইয়া প্রবেশ করিল। চীৎকার করিয়া উঠিল)

ডগরু। বিসবা মহারাজ— বিরসা মহারাজ! রাঙাঠাকুরের নাতি —রাঙাবাবু, বোল একবার বোল—মশাল জ্বালি—আগুন জ্বালাই— মাদল বাজাই। বোল রাঙাবাবু বোল!

অহীন। (হাতে তার সেই কঙ্কণ) জ্বাল—জ্বাল—আগুন জ্বাল! জ্বাল—আগুন জ্বাল! আমি আসছি— এখুনি ফিরে আসছি!

তৃতীয় দৃশ্য

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দরদালান

স্থনীতি ও উমা

স্থনীতি। ছি! ছি! ছি! এ কথা তুমি আগে কেন বল নি মা, আগে কেন বল নি? ছি! ছি! ছি! সর্ব্বনাশা দলে যোগ দিয়েছে অহীন?

উমা। হ্যা মা।

স্থনীতি। তাই কি সে এমন পাগলের মত ওপারের কলের ধর্ম্মঘট নিয়ে মেতে উঠেছে? ওই ধর্ম্মঘটও কি তাদের দলের কাজ?

উমা। হ্যা মা

স্থনীতি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার অহীন—সোনার অহীন, সেও শেষে এই করলে? উমা! আমি কি করব? অহীন আমার কেন

এমন হ'ল ? (নেপথ্যে কোলাহল) উঃ। কি চীৎকার করছে ওরা! যেন পাগল হ'য়ে গেছে। সমস্ত কল-কারখানা বোধ হয় ভেঙে ফেলবে। অহীন আমার একি করলে? মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে একি করলে অহীন? সে তো এমন ছিল না?

উমা। ফুলশয্যার রাত্রে—হঠাৎ একজন মাঝি এসে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ল। বললে—সারীকে—

সুনীতি। মিলওয়ালা সারার সর্ব্বনাশ করেছে।

উমা। তিনি যেন পাগল হয়ে গেলেন। প্রতিকারের জন্য চলে গেলেন।

সুনীতি। কিন্তু তুমি আমায় কেন বললে না মা?

উমা। তিনি বারণ করলেন—বললেন—

সুনীতি। তাই হতভাগী—তুই আমাদের বারণে—সে তোর উপর অভিমান করে ঝগড়া করে চলে গেছে। তোর মা তিরস্কার করে— আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিটি জন তোর নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'ল তুই পাথরের মত সহ্য করলি। আমায় কেন বললি নে মা—তুই আমায় কেন বললি নে।

(উমা স্তব্ধ হইয়া মাথা নত করিয়া রহিল)

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) ভীষণ কাণ্ড! ভয়ানক ব্যাপার! ভয়ঙ্কর ধর্ম্মঘট! বাপরে! বাপরে! বাপরে!

(উমা জানালায় গিয়া দেখিল)

সুনীতি। কে বউমা? কে কি বলছে?

উমা। অচিন্ত্যবাবু চীৎকার করতে করতে যাচ্ছেন। ধর্ম্মঘটের কথাই বলছেন।

অচিন্ত্য। (নেপথ্যে) Long Live অহীন্দ্র—! হে ভগবান— অহীন্দ্রকে জয়যুক্ত কর! হে ভগবান!

সুনীতি। মানদা—মানদা—ওরে।

[প্রস্থান

(বাহির হইতে শোনা গেল)

ডাক তো—অচিন্ত্যবাবুকে ডাক তো।

(উমা হাসিল)

(অন্যদিক হইতে অহীন্দ্র প্রবেশ করিল)

অহীন। উমা—উমা।

উমা। (ঘুরিয়া দাঁড়াইল) বল।

অহীন। এই নাও উমা—এই নাও। (পকেট হইতে কঙ্কন বাহির করিল)

উমা। কি?

অহীন। কঙ্কণ—চক্রবর্তী বাড়ীর বধূবরণের কঙ্কণ, বড়মার কঙ্কণ, ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায় পেলে? ওগো কোথায় পেলে?

অহীন। সাবী দিয়ে গেছে তোমাকে।

উমা। সাবী?

অহীন। হ্যাঁ, সাবী। সে একদিন মনের ক্ষোভে গিয়েছিল ভরা কালিন্দীর বুকে ঝাঁপ দিয়ে মরতে। কূলে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ খেতে গিয়ে তার চোখে পড়ল একটা ভাঙনের মধ্যে ঝকমক করছে এই কঙ্কণ। সে কঙ্কণ দেখে মরতে ভুলে গেল—হাতে পেয়ে ফিরে এল। হয় তো কঙ্কণ তাকে বলেছিল—আমার হাতে পৌঁছে না দিলে তার মুক্তি নাই। সে আজ আমার হাতে কঙ্কণ দিয়ে মুক্তি পেলে।

উমা। (এতক্ষণ পর্যন্ত বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল কঙ্কণটি। এবার চমকিয়া উঠিল) মুক্তি পেলে? কি বলছ?

অহীন। মুক্তি পেলে—নিষ্কৃতি পেলে—অব্যাহতি পেলে চরমতম

লাঞ্ছনা থেকে। সকল জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে জুড়িয়েছে সে হতভাগিনী ! উমা—ওই পাষণ্ড নীতিজ্ঞানহীন—ব্যাভিচারী—ধনী—ওই কলওয়ালা মুখার্জী তাকে গুলি করে মেরেছে !

উমা। গুলি করে মেরেছে ?

অহীন। হ্যাঁ ! এইবার তার পালা। সাঁওতালেরা খেপেছে। আগুন জ্বলে উঠেছে ! তুমি—তুমি আমার ছোট সুটকেসটা দাও তো। বড় দরকার। শিগ্‌গির।

[উমার প্রস্থান

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। অহীন ?

অহীন। কি মা ?—মা ! মা মণি !

সুনীতি। তুই এ কি সর্ব্বনাশ করলি অহীন ?

অহীন। (চমকিয়া) কি মা ?

সুনীতি। ওরে বউমা আমাকে সব ব'লেছেন। তুই আর আমার কাছে মিথ্যে লুকুতে যাস নে।

অহীন। কি বলেছে ?

সুনীতি। তুই সর্ব্বনাশা দলে যোগ দিয়েছিস্। এ ধর্ম্মঘট-

অহীন। উমা ব'লেছে তোমাকে ? আর কাকে বলেছে মা ?

সুনীতি। না, আর কাউকে বলে নি। কিন্তু, আমাকে না বলে বউমা বাঁচবে কি ক'রে বল্ ? ওরে, এত দুঃখ শোক একা সইতে পারে ? আর আমাকেও তো তোর বলা উচিৎ ছিল বাবা ! ওরে আমি যে তোর মা ! কিন্তু, এ তুই কি করলি বাবা ?

অহীন। দাদা যেদিন হঠাৎ ননী পালকে গুলি ক'রেছিলেন মা, সেদিন তুমি দাদার চেয়েও বেশী কেঁদেছিলে ননীপালের জন্যে। কেন কেঁদেছিলে মা ?

সুনীতি। অহীন!

অহীন। তোমায় তিরস্কার করি নি মা! তোমাকে কি তিরস্কার করতে পারি আমি? তোমার সন্তান আমি—সেই তো আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য। তোমার আশ্রয় যে বড় সত্য—তাই তো আমি স্থির থাকতে পারি নি মা, এই ব্রত বেছে নিয়েছি।

(ছোট একটি সুটকেস লইয়া উমার প্রবেশ)

(অহীন তাড়াতাড়ি লইয়া সুটকেস খুলিয়া পিস্তল বাহির করিয়া পকেটে ফেলিল)

উমা। না—না—না। (অহীনের হাত ধরিল)

বারণ করুন মা—বারণ করুণ! পিস্তল!

সুনীতি। পিস্তল?

অহীন। হ্যাঁ মা, আমি ঐ কাওরাদাকে খুন করব। মা—সে সারীকে গুলি ক'রে মেরেছে। পথ ছাড় মা—পথ ছাড়!

সুনীতি। তার আগে—তুই আমাকে গুলি কর, (উমার সম্মুখে আসিয়া) বউমাকে গুলি কর।

অহীন। মা—মা—

সুনীতি। ওরে অহীন—আমি মা হয়ে তোর পায়ে—

উমা। (চীৎকার করিয়া সুনীতিকে জড়াইয়া মুখ চাপিয়া ধরিল) না—না মা—না!

অহীন। (পিছাইয়া গেল) মা—মা!

সুনীতি। না—না—রে! বলিনি আমি বলিনি।

অহীন। চক্রবর্ত্তী বাড়ীর তিনপুরুষ পূর্ব্বের রক্ত—

সুনীতি। উমা রক্ষা করেছে বাবা। যা—তুই যা খুশী কর গিয়ে—আমি কিছু বলব না।

(অহীন পিস্তল ফেলিয়া দিল)

অহীন। পিস্তল আর ছোঁব না মা। তোমার কাছে কথা দিলাম!

সুনীতি। আর তোর পথ আটকাব না।

প্রস্থান

অহীন। উমা!

উমা। (ম্লান হাসিয়া) বল?

অহীন। কিছুই কি বলবার নেই তোমার?

উমা। না।

অহীন। তিরস্কার?

উমা। ছিঃ! (প্রণাম করিল)

অহীন। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বাঙালীনীর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। [প্রস্থান

উমা। বিংশ শতাব্দীতে অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার নাম। (অহীনের ছবিটা লইয়া) তুমি নিষ্ঠুর—তুমি পাষাণ। অক্ষয় নাম নিয়ে কি করব আমি—আমার শূন্য জীবন নামের ফাঁকি দিয়ে কেমন করে পূর্ণ করব আমি?

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) সুনীতি সুনীতি ওরে পুলিশ এসেছে গুলি চলছে। অহীন কই? সুনীতি

সুনীতি। দাদা! • • •

উমা। উঃ মা—গো—! (সশব্দে পড়িয়া গেল)

(মানদা প্রবেশ করিল)

মানদা। বউ দি! এ কি—বউ দি অজ্ঞান হয়ে গেলেন?

(রামেশ্বরের প্রবেশ)

রামেশ্বর। কি হ'ল? কিসের শব্দ?

মানদা। বউ দি অজ্ঞান হয়ে গেছেন বাবা!

রামেশ্বর। অজ্ঞান? উমা—উমা—মা! উমা।

[হাত দুটি ধরিয়া ডাকিতে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়া উঠিলেন, পিছাইয়া আসিলেন]

এ কি? এ কি? এ কঙ্কণ? (অগ্রসর হইয়া দেখিলেন) সেই কঙ্কণ—সেই কঙ্কণ। কোথায় পেলে—উমা—এ কঙ্কণ কোথায় পেলে? কে দিলে তাকে? কালিন্দীর চোরাবালির গর্ত্ত থেকে—তবে কি সে উঠেছে আজ? উঠে কি সে এ-বাড়ীতে এসেছিল? না এলো তো কে দিয়ে গেল এ কঙ্কণ? তবে—কি—? হ্যা—হ্যা। সে কি বধূবরণ করে গেল? এল যদি তবে কোথায় গেল? সে কোথায় গেল? কোথায় গেল সে? কোথায়? (চারিদিকে চাহিলেন উদভ্রান্তের মত)

মানদা। (সভয়ে) কার কথা বলছেন? মা—?

রামেশ্বর। হ্যাঁ। হ্যা—কোথায় গেল?

মানদা। চরের উপর দাদাবাবুকে

রামেশ্বর। কাকে? অহীনকে? কি? আশীর্ব্বাদ করতে গেছে? আঃ—বাইরের দরজা কই? বাইরের দরজা কই? কোনদিকে যাব? আঃ—ভুলে গিয়েছি যে,—মানদা—ওরে বাইরের দরজা কই।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মুখার্জির বাংলোর সম্মুখ

(উত্তেজিত জনতার সম্মুখে অতীন কমলের পথরোধ করিয়া আছে।
অন্যদিকে পুলিশ অফিসার, কনেষ্টবলগণ ও মুখার্জি ইত্যাদি)

কমল। মানব না—আমি মানব না। পথ ছাড় রাঙাবাবু। আমার সাতিনকে দিলে—তুমি দিলে—আমি ছাড়ব না উকে।

অতীন। তোরা আর এগুস নে, এবার পুলিশ সত্যি গুলি ছুঁড়বে।

জনতা। আমরা মরব, আমরা মরব!

অতীন। কিন্তু, তার আগে আমাকে মরতে হবে। আমি এখান থেকে এক পা নড়ব না।

অফিসার। তোমরা এখান থেকে চলে যাও—আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

কমল। রাঙাবাবু। আপুনি পথ ছাড়েন বাঙাবাবু—

অফিসার। Ready—

(পুলিশরা বন্দুক তুলিল)

Blank fire—fire!

(বন্দুকের আওয়াজ, জনতা পলাইল।
পলাইল না ডগরু এবং কমল)

For organising the strike consider yourself under arrest. Also you are wanted in a conspiracy case.

(অতীন আত্মসমর্পণ করিল)

(ডগরু ও কমলকে দেখাইয়া)—পাকড়ো ই লোগকো!

(কনষ্টবল তাহাদের ধরিল)

কমল। ধরবি না—উ সাহেবটোকে ধরবি না—উ আমার সারীকে গুলি করলে—ধরবি না উকে?

ডগরু। হায় ঠাকুর—হায় ভগোবান—বিচার তু কতদিনে করবি ?

(ইন্দ্ররায় ও-সুনীতির প্রবেশ—সঙ্গে নবীন)

সুনীতি। অহীন! (তাহাকে বন্দী দেখিয়া) এ কি করলি বাবা ?

(অফিসার ইঙ্গিত করিতেই ডগরু ও কমলকে লইয়া কনেষ্টবলগণের প্রস্থান)

অহীন। প্রায়শ্চিত্ত মা!

সুনীতি। ওরে বল, বল, তুই—

অহীন। কি মা ?

সুনীতি। রক্ত! রক্তে তুই হাত কলঙ্কিত করিস নি—বল ?

অহীন। না—মা। তোমার—উমার কাতর মুখ, চোখের জল, আমার রক্তের আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। আমি রক্তপাত নিবারণই করেছি।

সুনীতি। আঃ! ভগবান!

অফিসার। অহীনবাবু!

অহীন। আর একটু ইন্‌সপেক্টরবাবু। আর একটু! (সুনীতিকে প্রণাম করিল) দুঃখ তুমি ক'রো না মা, অন্যায় পাপ আমি করিনি; যুগ যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে যে পাপ করেছি আমরা, এ আমার তারই প্রায়শ্চিত্ত। (হাসিল) উমা রইল মা! তাকে দেখো! বিংশশতাব্দীর বাঙালার মেয়ে সে, হাসিমুখেই সে সব সহ্য করবে জানি! তবু তুমি তাকে দেখো! (অগ্রসর হইয়া ইন্দ্ররায়কে প্রণাম করিল) আপনি এদের সকলকে দেখবেন। বাবা—মা—উমা

ইন্দ্র। দেখব—দেখব—

অহীন। না—না। আপনি বিচলিত হবেন না।

ইন্দ্র। বিচলিত—আমি কি বিচলিত হয়েছি অহীন ? না—না—না, আমি বিচলিত হই নি—আমি বিচলিত হই নি। তুমি কিছু বলে

আমায় বিচলিত করে তুলো না। অহীন। তুমি যাও তোমার পথে আমার পথে আমি চলব।—আমার পথে আমি চলব। তারা—তারা—মা।

অহীন। Officer! I am ready!

আফসার। চলুন।

[ইন্দ্র, সুনীতি, উমা ও নবীন ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ইন্দ্র। বাড়ী যাও বোন্! আমি চললুম সদরে—অহীনের মামলার ব্যবস্থা করতে। নবীন, তুমি এদের নিয়ে যাও। তুমি ভেব না সুনীতি

[দ্রুত প্রস্থান

নবীন। মা!

সুনীতি। আমি একটু এখানে থাকব।

[নবীনের অন্তরালে গমন

সুনীতি। সর্বনাশী চর। আমি তোকে অভিসম্পাত দেব, তোর বুকে বসে কাঁদব। আমার চোখের জল। কালিন্দীর বুকে বন্যা এসে তোকে ধ্বংস করে দিক—ভাসিয়ে দিক, ডুবিয়ে দিক। আমার অহীন—আমার অহীন—

(অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্তির মত রামেশ্বর প্রবেশ করিলেন।)

রামেশ্বর। অহীনকেও ধরে নিয়ে গেল! আমার প্রায়শ্চিত্ত কি সম্পূর্ণ হ'ল? তার কি মুক্তি হল? সে কি উঠেছে অভিশপ্ত চরের অভিশাপ কাটিয়ে? কঙ্কণটা কি মাটি ঠেলে উঠেছে?

সুনীতি। তুমি? তুমি এখানে এসেছ?

রামেশ্বর। (থমকিয়া দাঁড়াইলেন) কে? তুমি—? না। তুমি তো কঙ্কাল নও—। সে তো নও তুমি?

সুনীতি। আমি সুনীতি—আমি সুনীতি।

রামেশ্বর। হ্যাঁ তুমি সুনীতি।

সুনীতি। বস, তুমি এইখানে বস।

রামেশ্বর। আমায় স্নান করতে হবে সুনীতি। মুক্তি স্নান, কালিন্দীর জলে আমি স্নান করব। মহীন গেছে—অহীন গেল—আমার দুইদিকের বক্ষপঞ্জর খসিয়ে দিলাম—প্রায়শ্চিত্ত আমার সম্পূর্ণ হ'ল আজ! হ্যাঁ—সম্পূর্ণ—শেষ! হয় নি? সুনীতি—হয় নি?

সুনীতি। কি বলছ তুমি?

রামেশ্বর। বুঝতে পারছ না?

সুনীতি। না। বুঝতে পারছি না। সমস্ত জীবন হেঁয়ালী করে কথা বললে—বুঝলাম না—শুধু মনের উদ্বেগে সারা হ'লাম! বল—আজ তোমার পায়ে ধরি—কি বলছ স্পষ্ট ক'রে বল তুমি!

রামেশ্বর। বলব। বলব! আর আমি সহ্য করতে পারছি না। বুকের দুদিকের পাঁজর খসে গেল—কথা আর লুকিয়ে থাকবে কেমন করে? আপনি বেরিয়ে আসবে যে! আঃ—আমার বুকের পাঁজর খসে গেছে।

সুনীতি। উঃ—আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট! আমার গর্ভের দোষ—আমার ভাগ্যের দোষ—আমার জন্মান্তরের পাপের শাস্তি—

রামেশ্বর। না। (ওই একটিবার না বলিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন, কয়েকবার ঘাড় নাড়িয়া আবার বলিলেন) না—তোমার গর্ভের দোষ নয়—আমার রক্তের দোষ; তোমার ভাগ্যের দোষ নয়—এ ভাগ্যফল আমার, তোমার জন্মান্তরের পাপের শাস্তি নয়, আমারই—আমারই এই জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত! শিশুহত্যা—নারীহত্যার প্রতিফল!

সুনীতি। শিশুহত্যা! নারীহত্যা! না—না—না—

রামেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি—আমি—আমি করেছি—

সুনীতি। আমি!

সুনীতি। না—না—না—আমি শুনতে পারব না। ব'লো না তুমি! ব'লো না!

রামেশ্বর। বলতে হবে আমাকে সুনীতি তোমায় শুনতে হবে। আমি আমার নিজের সন্তানকে রাধারাণীর গর্ভের সন্তানকে—রাধারাণীকে—নিজের হাতে হত্যা করেছি। দুই হাতে শ্বাসরোধ ক'রে পিশাচের মত হত্যা করেছি।

সুনীতি। ভগবান ভগবান তুমি আমায় পাথর ক'রে দাও। আমায় পাথর করে দাও তুমি।

রামেশ্বর। (নিজের আবেগেই বলিয়া গেলেন) অথবা দোষ আমারও নয়। সেই সর্ব্বনাশার ছলনা। তান্ত্রিক বংশের ইষ্টদেবী যে বংশ মন্ত্রভ্রষ্ট জমিদার সোমেশ্বরকে স্ত্রী-হত্যা করিয়েছিলেন সাঁওতালদের সঙ্গে নাচরে ছিলেন তারই ছলনা। নইলে সংস্কৃত-শাস্ত্র পড়ে আমি চরিত্রহীন হলাম কেন? মদ্যপানে ব্যভিচারে উন্মত্ত আমি রাধারাণীর দিকে ফিরে চাইলাম না কেন? সে তো ছিল অপরূপ সুন্দরী। দিনরাত পড়ে থাকতাম বাগানে। একদিন রাধারাণী অভিমান করে চলে গেল বাপের বাড়ী রায়বাড়ীতে। সংবাদ পেয়ে গেলাম তাকে ফেরাতে। গিয়ে দেখলাম । বলব সুনীতি সহ্য করতে পারবে?

সুনীতি। (হাসিয়া) বল। সব সহ্য করতে পারব আমি বল। আমি পাথর হয়েগেছি। বল তুমি—সত্যের দেবতার কাছে—আজ উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ কর তোমার অপরাধ, বল।

রামেশ্বর। রায়বাড়ীতে দেখলাম—রাধারাণীর শিয়রে বসে একটি সুশ্রী শ্যামবর্ণ যুবক - তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পরিহাস করে পরস্পরে হাসছে। চরিত্রহীন আমি—আমার ভ্রষ্ট কলুষিত চিত্ত মুহূর্ত্তে বিষাক্ত হয়ে উঠল। ছলনাময়ীর ছলনা! ছেড়ে দিলে সে অন্তরে কাল-

সাপকে ! রাধারাণীকে ফিরিয়ে আনলাম ! তারপর হ'ল ওই সন্তান। ছেলেটি হ'ল কাল। অগ্নিবর্ণ—এই চক্রবর্ত্তী বংশের সন্তান হ'ল কাল ! কালসাপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সন্তানকে হত্যা করলাম।

সুনীতি। হে দেবতা তুমি মার্জ্জনা কর। তুমি আমার স্বামীকে মার্জ্জনা কর !

রামেশ্বর। (দীর্ঘনিশ্বাস) রাধারাণী বুঝতে পেরেছিল—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছিল। তেজস্বিনী ছিল সে—দুরন্ত ছিল তার অভিমান। সে আমার সামনে দিয়েই বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। একটি কথাও বললে না। (স্তব্ধতা) মনের আবেগে সে বাড়ীথেকে চলে গিয়েছিল। একা এক বস্ত্রে ! আমার সন্দেহ তাতে বেড়ে গেল। আমি ঘোড়ায় করে গিয়ে ষ্টেশনের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে নদীর এই পারে—হ্যাঁ, এই পারে— এই চরে—এই কালিন্দীর চরে তাকে হত্যা করলাম। (স্তব্ধতা) যখন তার গলা টিপে ধরলাম সে ভয় পেলে না। মরতে সে ভয় পেলে না ! আমাকে অভিশাপ দিলে—যে চোখের দৃষ্টিতে তুমি এমন কু দেখেছ সে দৃষ্টি তোমার থাকবে না। আর তোমার দুষ্ট হাতে হবে কুষ্ঠ মহাব্যাধি।

সুনীতি। না—না না। সে অভিশাপ কখনও তিনি অন্তর-শুদ্ধ দেন নি। ব্যাধি তোমার হয় নি, অন্ধ তুমি নও।

রামেশ্বর। হয়েছিল। সুনীতি হয়েছিল। আজ সব ভাল হয়ে গেল। হ্যাঁ—সুনীতি আজ আমার পাপমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পেলাম দুর্লভ আরোগ্য। মহীন আর অহীন আমার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে সব ভাল করে দিয়ে গেল। (হাত দেখাইয়া) এইটে মহীন এইটে অহীন। (চোখ দেখাইয়া) এইটে মহীন—এইটে অহীন। সব ভাল হয়ে গেছে। দেখ শুভ্র অক্ষত হাত—কোন কলুষ নাই—কোন যন্ত্রণা নাই—দেখ চোখ, নির্ভয় অকুণ্ঠিত দৃষ্টি ! ছলনাময়ী আজ প্রসন্না হয়েছে।

রাধারাণী আজ মুক্তি পেয়েছে। সে আজ কঙ্কণ ফিরিয়ে দিয়ে বধূবরণ ক'রে গেছে সুনীতি। দেখেছ? জান?

সুনীতি। জানি। তোমার মনের অন্ধকার গহন থেকে তিনি আজ মুক্তি পেয়েছেন। এ চর অভিশাপ মুক্ত হয়েছে।

(সূর্য্য উঠিতেছিল)

রামেশ্বর। সুনীতি সুনীতি সূর্য্য উঠছে নূতন দিনের সূর্য্য। আঃ—দেখ—দেখ আকাশের বার্ত্তা বহন ক'রে—উদয়াচল থেকে—পৃথিবীর বুকে—আমার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত ক'রে ধারায় ধারায় ছুটে আসছে আলোকের বন্যা।

(দুই হাত প্রসারিত করিয়া)

আঃ দাও আরোগ্য। শুভ্র নিষ্কলঙ্ক হাত আ—। সুনীতি
প্রণাম কর। অন্ধকার নাশি নবোদয়ে উদ্ভাসিত গগন স্তব্ধ মেঘমুক্ত ভাবী আকাশ
সর্ব্বপাপঘ্ন দেবতার মহাজ্যোতিতে সমস্ত ক'রে প্রণাম কর।

(সুনীতি হাতজোড় করিলেন। দুজনে প্রণাম করিলেন)

জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্ন প্রণতোস্মিদিবাকরম ॥

যবনিকা

২০৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট "কাত্যায়নী বুক ষ্টল" হইতে—শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র
সোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, তারা প্রেস
হইতে শ্রীননীগোপাল সিংহ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।